BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (5th VOLUME)

NET RELEASE : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : JIHAD (END)

الْاَضَاحِيِّ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ اِلَى الْمَدِيْنَةِ

২৭৭২ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর যুগের কুরবানীর গোশত মদীনা পর্যন্ত পাথেয়রূপে গ্রহণ করতাম।

٢٧٧٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيٰى قَالَ اَخْبَرَنِيْ بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ اَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ وَهِيَ اَدْنٰى خَيْبَرَ فَصَلّٰوا الْعَصْرَ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْاَطْعِمَةِ فَلَمْ يُؤْتَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَّا بِسَوِيْقٍ فَلُكْنَا فَاَكَلْنَا وَشَرِبْنَا ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا وَصَلّٰيْنَا

২৭৭৩ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র) .....সুয়াইদ ইব্ন নুমান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, খায়বার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে তিনি জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁরা যখন খায়বারের উপকণ্ঠে অবস্থিত সাহবা নামক স্থানে পৌঁছলেন, তাঁরা সেখানে আসরের সালাত আদায় করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাবার নিয়ে আসতে বললেন। তখন নবী ﷺ -এর নিকট যবের ছাতু ব্যতীত কিছুই উপস্থিত করা হয়নি। আমরা তা পানির সাথে মিশিয়ে আহার করলাম ও পান করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ উঠে দাঁড়ালেন এবং কুলি করলেন, আমরাও কুলি করলাম ও সালাত আদায় করলাম।

٢٧٧٤ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُوْمٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَفَّتْ اَزْوَادُ النَّاسِ وَاَمْلَقُوْا فَاَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فِيْ نَحْرِ اِبِلِهِمْ فَاَذِنَ لَهُمْ ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَاَخْبَرُوْهُ فَقَالَ مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ اِبِلِكُمْ ، فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ اِبِلِهِمْ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَادِ فِي النَّاسِ يَاْتُوْنَ بِفَضْلِ اَزْوَادِهِمْ فَدَعَا وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بِاَوْعِيَتِهِمْ فَاَحْثَتِى النَّاسُ حَتّٰى فَرَغُوْا ، ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

banglainternet.com

২৭৭৪ বিশ্‌র ইব্‌ন মারহূম (র) ....সালামা (ইব্‌ন আকওয়া) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে লোকদের পাথেয় কমে যায় এবং তারা অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়েন, তখন তারা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট হাযির হয়ে তাদের উট যবেহ্ করার অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদেরকে অনুমতি দিলেন। সে সময় উমর (রা)-এর সাথে তাদের সাক্ষাত হল। তারা তাঁকে বিষয়টি অবহিত করলো। তিনি বললেন, উট যবেহ্ করে তারপর তোমরা কিরূপে টিকে থাকবে? উমর (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ সকল লোক উট যবেহ্ করে খেয়ে ফেলার পর কিরূপে বাঁচবে? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, নিজ নিজ অবশিষ্ট পাথেয় নিয়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে ঘোষণা দাও। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাবারের জন্য বরকতের দুআ করলেন। তারপর তাদেরকে নিজ নিজ পাত্র নিয়ে উপস্থিত হতে আদেশ করলেন। তারা তাদের পাত্র ভরে নিতে লাগলো অবশেষে সকলই নিয়ে নিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। আর আমি আল্লাহ্‌র রাসূল।'

١٨٦٥. بَابُ حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرِّقَابِ

১৮৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ কাঁধে পাথেয় বহন করা

٢٧٧٥ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلاَثُمِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا فَفَنِيَ زَادُنَا حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْكُلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ تَمْرَةً، قَالَ رَجُلٌ يَا أَبَا عَبْدِ اللّٰهِ وَأَيْنَ كَانَتِ التَّمْرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ، قَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَقَدْنَاهَا حَتَّى أَتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا حُوْتٌ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْمًا مَا أَحْبَبْنَا

২৭৭৫ সাদাকা ইব্‌ন ফাযল (র) ....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক জিহাদে বের হলাম এবং আমরা সংখ্যায় তিনশ' ছিলাম। প্রত্যেকে নিজ নিজ পাথেয় নিজেদের কাঁধে বহন করছিলাম। পথে আমাদের পাথেয় নিঃশেষ হয়ে গেল। এমনকি আমরা দৈনিক একটি মাত্র খেজুর খেতে থাকলাম। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আবূ আবদুল্লাহ্! একটি মাত্র খেজুর একজন লোকের কি করে যথেষ্ট হত? তিনি বললেন, যখন আমরা তাও হারালাম তখন এর হারানোটা অনুভব করলাম। অবশেষে আমরা সমুদ্র তীরে এসে উপস্থিত হলাম। হঠাৎ সমুদ্র একটি বিরাট মাছ তীরে নিক্ষেপ করল। আমরা সে মাছটি তৃপ্তি সহকারে আঠার দিন পর্যন্ত খেলাম।

banglainternet.com

١٨٦٦. بَابُ ارْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ اَخِيْهَا

১৮৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ আপন ভাইয়ের পেছনে একই উটের পিঠে মহিলাকে বসানো

٢٧٧٦ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْاَسْوَدِ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَرْجِعُ اَصْحَابُكَ بِاَجْرِ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ، وَلَمْ اَرْدْ عَلَى الْحَجِّ ، فَقَالَ لَهَا اذْهَبِىْ وَلْيُرْدِفْكِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَاَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ اَنْ يُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ ، فَانْتَظَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَعْلٰى مَكَّةَ حَتّٰى جَاءَتْ

২৭৭৬ আমর ইব্ন আলী (র) .....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার সাহাবীগণ তো হজ্জ ও উমরার সাওয়াব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করছেন, আর আমি তো হজ্জ থেকে অতিরিক্ত কিছুই করতে পারলাম না।' তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে বললেন, তুমি যাও, আবদুর রহমান তোমাকে তার পেছনে সাওয়ারীতে বসিয়ে নিবে। তিনি আবদুর রহমানকে আদেশ করলেন, তাঁকে তানয়ীম থেকে উমরার ইহরাম করিয়ে আনতে। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কায় উঁচুভূমিতে তাঁর জন্য অপেক্ষায় থাকলেন।

٢٧٧٧ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ دِيْنَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَوْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَمَرَنِىَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ اُرْدِفَ عَائِشَةَ فَاُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ

২৭৭৭ আবদুল্লাহ্ (র) .....আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আয়িশা (রা)-কে আমার পেছনে বসিয়ে তানয়ীম থেকে উমরার ইহরাম করিয়ে আনতে আমাকে আদেশ দিয়েছিলেন।

١٨٦٧. بَابُ الْاِرْتِدَافِ فِى الْغَزْوِ وَالْحَجِّ

১৮৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধ ও হজ্জে একই সাওয়ারীতে একে অপরের পেছনে বসা

banglainternet.com

٢٧٧٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ

اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَدِيْفَ اَبِىْ طَلْحَةَ وَاِنَّهُمْ لَيَصْرُخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

২৭৭৮ কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ (র) ..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ তালহা (রা)-এর পেছনে একই সাওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন লোকেরা হজ্জ ও উমরা পালনার্থে লাব্বায়েক ধ্বনি উচ্চারণ করছিল।

١٨٦٨. بَابُ الرِّدْفِ عَلَى الْحِمَارِ

১৮৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ গাধার পিঠে একে অপরের পেছনে বসা

٢٧٧٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَفْوَانَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَكِبَ عَلٰى حِمَارٍ عَلٰى اِكَافٍ عَلَيْهِ قَطِيْفَةٌ ، وَاَرْدَفَ اُسَامَةَ وَرَاءَهُ

২৭৭৯ কুতাইবা (র) .....উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গাধার পিঠে পালান লাগিয়ে তার উপর চাদর বিছিয়ে তাতে আরোহণ করেন। আর উসামা (রা)-কে তাঁর পেছনে বসালেন।

٢٧٨٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ ثَنَا يُوْنُسُ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ اَعْلٰى مَكَّةَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا اُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلاَلٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَبَةِ حَتّٰى اَنَاخَ فِى الْمَسْجِدِ ، فَاَمَرَهُ اَنْ يَأْتِىَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَفَتَحَ وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ اُسَامَةُ وَبِلاَلٌ وَعُثْمَانُ فَمَكَثَ فِيْهَا نَهَارًا طَوِيْلاً ، ثُمَّ خَرَجَ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ ، وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلاَلاً وَرَاءَ الْبَابِ قَائِمًا ، فَسَأَلَهُ اَيْنَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَشَارَ لَهُ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَنَسِيْتُ اَنْ اَسْاَلَهُ كَمْ صَلّٰى مِنْ سَجْدَةٍ

banglainternet.com

২৭৮০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র) .....আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন আপন সাওয়ারীর পিঠে নিজের পেছনে উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে বসিয়ে মক্কার উঁচু ভূমির দিক থেকে আগমন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিলাল (রা) এবং চাবি সংরক্ষক উসমান ইব্ন তালহা। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মসজিদের পার্শ্বে উটটিকে বসালেন। তারপর উসমান (রা)-কে কা'বা গৃহের চাবি নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। কাবার (দ্বার) খুলে দেওয়া হল এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ভেতের প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা, বিলাল ও উসমান (রা)। দিনের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন। তারপর সেখান হতে বেরিয়ে এলেন। এ সময়ে লোকেরা প্রবেশ করার জন্য দৌড়িয়ে আসল। সকলের আগে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং বিলাল (রা)-কে দরজার পেছনে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কোন্ স্থানে সালাত আদায় করেছিলেন? আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, আমি তাঁকে একথা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কত রাকআত সালাত আদায় করেছিলেন?

١٨٦٩. بَابُ مَنْ اَخَذَ بِالرِّكَابِ وَنَحْوِهِ

১৮৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ রিকাব বা অন্য কিছু ধরে আরোহণে সাহায্য করা

٢٧٨١ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ سُلَامٰى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ ، وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلٰى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا ، اَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا اِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ ، وَيُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ ـ

২৭৮১ ইসহাক (র) .....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন যে, প্রত্যেক দিন যাতে সূর্য উদিত হয়, তাতে মানুষের দেহের প্রতিটি জোড়া হতে একটি মানুষের প্রত্যেক জোড়ার প্রতি সদকা রয়েছে। প্রতি দিন যাতে সূর্য উদিত হয়। দু'জন লোকের মধ্যে সুবিচার করাও সাদকা। কাউকে সাহায্য করে সাওয়ারীতে আরোহণ করিয়ে দেওয়া বা তার উপরে তার মালপত্র তুলে দেওয়াও সাদকা। ভাল কথাও সাদকা। সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে পথ চলায় প্রতিটি কদমেও সাদকা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও সাদকা।

banglainternet.com

١٨٧٠. بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ اِلَى اَرْضِ الْعَدُوِّ ، وَكَذٰلِكَ يُرْوٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَابَعَهُ ابْنُ اِسْحٰقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ سَافَرَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ فِيْ اَرْضِ الْعَدُوِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ الْقُرْاٰنَ

১৮৭০. পরিচ্ছেদ ঃ কুরআন শরীফ সহ শত্রু ভূখণ্ডে সফর করা অপছন্দনীয়। অনুরূপ মুহাম্মদ ইব্ন বিশর (র) .....ইব্ন উমর (রা)-এর মাধ্যমে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত। উবায়দুল্লাহ্ (র)-এর অনুসরণকারী ইব্ন ইসহাকও..... ইব্ন উমর (রা)-এর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও তাঁর সাহাবীগণ (রা) শত্রুর ভূখণ্ডে সফর করেছেন এবং তাঁরা কুরআনুল করীম জানতেন

٢٧٨٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْاٰنِ اِلَى اَرْضِ الْعَدُوِّ

২৭৮২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র) .....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুরআন সঙ্গে নিয়ে শত্রুর ভূখণ্ডে সফর করতে নিষেধ করেছেন।

١٨٧١. بَابُ التَّكْبِيْرِ عِنْدَ الْحَرْبِ

১৮৭১. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধের সময় তাকবীর বলা

٢٧٨٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَبَّحَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ وَقَدْ خَرَجُوْا بِالْمَسَاحِيْ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ فَلَمَّا رَاَوْهُ قَالُوْا هٰذَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ فَلَجَؤُا اِلَى الْحِصْنِ ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ وَقَالَ : اَللّٰهُ اَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ ، وَاَصَبْنَا حُمُرًا فَطَبَخْنَاهَا ، فَنَادٰى مُنَادِيْ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ

banglainternet.com

اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ فَأُكْفِئَتِ الْقُدُوْرُ بِمَا فِيْهَا ، تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ رَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَيْهِ

২৭৮৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ অতি প্রত্যুষে খায়বার প্রান্তরে প্রবেশ করেন। সে সময় ইয়াহূদীগণ কাঁধে কোদাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারা যখন তাঁকে দেখতে পেল, তখন বলতে লাগল, মুহাম্মদ সেনাদলসহ আগমন করেছে, মুহাম্মদ সেনাদলসহ আগমন করেছে। ফলে তারা দুর্গে ঢুকে পড়ল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর উভয় হাত তুলে বললেন, আল্লাহু আকবার, খায়বার ধ্বংস হোক। আমরা যখন কোন সম্প্রদায়ের অঞ্চলে অবতরণ করি, তখন ভয় প্রদর্শিতদের সকাল মন্দ হয় এবং আমরা সেখানে কিছু গাধা পেয়ে গেলাম। তারপর আমরা এগুলোর (গোশ্ত) রান্না করলাম। এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পক্ষ হতে ঘোষণা দানকারী ঘোষণা দিল, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ তোমাদেরকে গাধার গোশত (আহার করা) হতে নিষেধ করেছেন। (এতদশ্রবণে) ডেকগুলো উল্টিয়ে দেওয়া হল তাতে যা ছিল তা সহ। আলী (রা) সুফিয়ান (রা) সূত্রে নবী ﷺ তাঁর দু'হাত উপরে উঠান বর্ণনায় আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

١٨٧٢. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي التَّكْبِيْرِ

১৮৭২. পরিচ্ছেদ ঃ তাকবীর জোরে জোরে বলা অপছন্দনীয়

٢٧٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ عُثْمَانَ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكُنَّا اِذَا اَشْرَفْنَا عَلٰى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا اِرْتَفَعَتْ اَصْوَاتُنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِرْبَعُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ فَاِنَّكُمْ لَا تَدْعُوْنَ اَصَمَّ وَلَا غَائِبًا اِنَّهُ مَعَكُمْ اِنَّهُ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ

২৭৮৪ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখন কোন উপত্যকায় আরোহণ করতাম, তখন লাইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার বলতাম। আর আমাদের আওয়াজ অতি উঁচু হয়ে যেত। নবী ﷺ আমাদেরকে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজেদের উপর রহম কর। কেননা, তোমরা তো বধির বা দূরবর্তী সত্তাকে ডাকছ না বরং তিনি তো তোমাদের সঙ্গেই আছেন, তিনি তো শ্রবণকারী ও নিকটবর্তী।

banglainternet.com

١٨٧٣. بَابُ التَّسْبِيحِ اِذَا هَبَطَ وَادِيًا

১৮৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ কোন উপত্যকায় আক্রমণ করাকালে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ্) পড়া

٢٧٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا اِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَاِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا

২৭৮৫ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন কোন উঁচু স্থানে আরোহণ করতাম, তখন আল্লাহু আকবার বলতাম আর যখন কোন উপত্যকায় অবতরণ করতাম, তখন সুবহানাল্লাহ্ বলতাম।

١٨٧٤. بَابُ التَّكْبِيرِ اِذَا عَلاَ شَرَفًا

১৮৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ উঁচু স্থানে আরোহণকালে তাকবীর বলা

٢٧٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا اِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا ، وَاِذَا تَصَوَّبْنَا سَبَّحْنَا

২৭৮৬ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন উঁচুস্থানে আরোহণ করতাম, তখন আল্লাহু আকবার বলতাম আর যখন নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করতাম, তখন সুবহানাল্লাহ্ বলতাম।

٢٧٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ ثَنِىْ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا قَفَلَ مِنَ الْحَجِّ اَوِ الْعُمْرَةِ وَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ قَالَ الْغَزْوِ يَقُوْلُ كُلَّمَا اَوْفٰى عَلٰى ثَنِيَّةٍ اَوْ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ، ثُمَّ قَالَ : لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ـ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

banglainternet.com

صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ ـ قَالَ صَالِحٌ فَقُلْتُ لَهُ : اَلَمْ يَقُلْ عَبْدُ اللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ، قَالَ لاَ

২৭৮৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন হজ্জ কিংবা উমরা থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না, নাকি এরূপ বলেছেন যে, যখন জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তিনি ঘাঁটি অথবা প্রস্তরময় ভূমিতে পৌঁছে তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন। তারপর এ দু'আ পাঠ করতেন, "আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই; তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, কর্তৃত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই; তিনি সর্ববিষয়ে ক্ষমতাবান। আমরা সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকারী, গুনাহ থেকে তাওবাকারী, ইবাদত পালনকারী, সিজদাকারী, আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন, তাঁর বান্দাহকে সাহায্য করেছেন, কাফির সৈন্যদলকে তিনি একাই পরাভূত করেছেন।" সালেহ (র) বলেন, আমি তাকে বললাম, আবদুল্লাহ্ কি ইনশাআল্লাহ্ বলেননি? তিনি বললেন, না।

١٨٧٥. بَابُ يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِى الْاِقَامَةِ

১৮৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের জন্য তা-ই লিখিত হবে, যা সে আমল করত ইকামত (আবাস) অবস্থায়

٢٧٨٨ حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ حَدَّثَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ اَبُوْ اِسْمٰعِيْلَ السَّكْسَكِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بُرْدَةَ وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ كَبْشَةَ فِىْ سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيْدُ يَصُوْمُ فِى السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ بُرْدَةَ سَمِعْتُ اَبَا مُوْسٰى مِرَارًا يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا

২৭৮৮ মাতার ইব্ন ফাযল (র).....আবূ বুরদা ইব্ন আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি এবং ইয়াযিদ ইব্ন আবূ কাবশা (রা) সফরে ছিলেন। আর ইয়াযিদ (রা) মুসাফির অবস্থায় রোযা রাখতেন। আবূ বুরদা (রা) তাঁকে বললেন, আমি আবূ মূসা (আশআরী) (রা)-কে একাধিকবার বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যখন বান্দা রোগাক্রান্ত হয় কিংবা সফর করে, তখন তার জন্য তা-ই লিখিত হয়, যা সে মুকীম অবস্থায় বা সুস্থ অবস্থায় আমল করত।

banglainternet.com

١٨٧٦. بَابُ السَّيْرِ وَحْدَهُ

১৮৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ একাকী ভ্রমণ করা

٢٧٨٩ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ نَدَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثَلاَثًا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ قَالَ سُفْيَانُ : الْحَوَارِيُّ النَّاصِرُ

২৭৮৯ হুমাইদী (র) .....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ খন্দকের যুদ্ধের দিন লোকদেরকে আহবান করেন। যুবাইর (রা) সে আহবানে সাড়া দিলেন, পুনরায় তিনি লোকদের আহবান করলেন, আবারও যুবাইর (রা) সে আহবানে সাড়া দিলেন। পুনরায় তিনি লোকদের আহবান করলেন, এবারও যুবাইর (রা) সে আহবানে সাড়া দিলেন। এরূপ তিনবার বললেন। নবী ﷺ বললেন, 'প্রত্যেক নবীর জন্য একজন বিশেষ মদদগার থাকে আর আমার বিশেষ মদদগার হচ্ছে যুবাইর।' সুফিয়ান (র) বলেন, হাওয়ারী সাহায্যকারীকে বলা হয়।

٢٧٩٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ مُحَمَّدٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا اَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ

২৭৯০ আবুল ওয়ালীদ ও আবূ নুআইম (র).....ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি লোকেরা একা সফর করতে কি অনিষ্ট রয়েছে তা জানত, যা আমি জানি, তবে কোন আরোহী রাতে একাকী ভ্রমণ করত না।

١٨٧٧. بَابُ السُّرْعَةِ فِي السَّيْرِ وَقَالَ اَبُوْ حُمَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ مُتَعَجِّلٌ اِلَى الْمَدِيْنَةِ فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِيَ فَلْيَتَعَجَّلْ فَلَمَّا اَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ الْحَدِيْثَ

banglainternet.com

১৮৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ ভ্রমণকালে তাড়াতাড়ি করা। আবূ হুমাইদ (র) বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আমি দ্রুত মদীনায় পৌঁছতে ইচ্ছুক, কাজেই যে ব্যক্তি আমার সাথে তাড়াতাড়ি যেতে চায় সে যেন তাড়াতাড়ি চলে

٢٧٩١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ قَالَ سُئِلَ اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَ يَحْيَى يَقُوْلُ وَاَنَا اَسْمَعُ فَسَقَطَ عَنِّىْ عَنْ مَسِيْرِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ كَانَ يَسِيْرُ الْعَنَقَ فَاِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ

২৭৯১ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).....হিশাম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা বর্ণনা করেছেন যে, উসামা ইব্ন যায়দ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কিরূপ গতিতে পথ চলেছিলেন। রাবী ইয়াহয়া (র) বলতেন, উরওয়া (র) বলেন, "আমি শুনতেছিলাম, তবে আমার বর্ণনায় তা বাদ পড়েছে। উসামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সহজ দ্রুতগতিতে চলতেন আর যখন প্রশস্ত খালি জায়গা পেতেন, তখন দ্রুত চলতেন। নাস হচ্ছে সহজ গতির চাইতে দ্রুত গতিতে চলা।

٢٧٩٢ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ مَرْيَمَ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ زَيْدٌ هُوَ ابْنُ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ اَبِىْ عُبَيْدٍ شِدَّةُ وَجَعٍ فَاَسْرَعَ السَّيْرَ حَتّٰى اِذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّفَقِ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلّٰى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ اِنِّىْ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا

২৭৯২ সাঈদ ইব্ন আবূ মারয়াম (র).....আসলাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কার পথে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। পথে তাঁর নিকট সাফিয়্যা বিনতে আবূ উবাইদ (রা)-এর ভীষণ অসুস্থতার সংবাদ পৌঁছে। তখন তিনি দ্রুতগতিতে চলতে থাকেন। এমনকি যখন সূর্যাস্তের পরে লালিমা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন তিনি উট থেকে অবতরণ করে মাগরিব ও এশার সালাত একত্রে আদায় করেন। আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলেন, আমি নবী ﷺ -কে দেখেছি, যখন তাঁর দ্রুত চলার প্রয়োজন হতো, তখন তিনি মাগরিবকে বিলম্বিত করে মাগরিব ও এশার উভয় সালাত পরপর এক সাথে আদায় করতেন।

٢٧٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ

banglainternet.com

ﷺ قَالَ : السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ اَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَاِذَا قَضٰى اَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعْجِلْ اِلٰى اَهْلِهِ

২৭৯৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সফর যেন আযাবের একটি অংশ। যা তোমাদেরকে নিদ্রা, আহার ও পান করা থেকে বিরত রাখে। কাজেই তোমাদের কেউ যখন সফরে নিজ কাজ সম্পন্ন করে ফেলে, সে যেন তারপর নিজ পরিবার পরিজনের কাছে দ্রুত চলে আসে।

١٨٧٨. بَابُ اِذَا حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فَرَاٰهَا تُبَاعُ

১৮৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ আরোহণের জন্য ঘোড়া দান করার পর তা বিক্রয় হতে দেখলে

٢٧٩٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَمَلَ عَلٰى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فَاَرَادَ اَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ

২৭৯৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আল্লাহ্র রাহে আরোহণের জন্য একটি ঘোড়া দান করেন। তারপর তিনি সে ঘোড়াটিকে বিক্রি হতে দেখতে পান। তিনি তা ক্রয় করে নিতে ইচ্ছা করলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি তা ক্রয় করো না এবং তোমার দেওয়া সাদকা ফেরত নিও না।

٢٧٩٥ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ : حَمَلْتُ عَلٰى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ، فَابْتَاعَهُ اَوْ فَاَضَاعَهُ الَّذِيْ كَانَ عِنْدَهُ فَاَرَدْتُ اَنْ اَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ اَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : لاَ تَشْتَرِهِ وَاِنْ بِدِرْهَمٍ ، فَاِنَّ الْعَائِدَ فِيْ هِبَتِهِ ، كَالْكَلْبِ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ

banglainternet.com

২৭৯৫ ইসমাঈল (র).....উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাহে একটি ঘোড়া দান করি। সে তা বিক্রি করতে চেয়েছিল কিংবা যার নিকট সেটা ছিল সে তাকে বিনষ্ট

করার উপক্রম করেছিল। আমি ঘোড়াটি ক্রয় করতে ইচ্ছা করলাম। আর আমি ধারণা করেছিলাম যে, সে তাকে সস্তায় বিক্রি করে দিবে। আমি এ বিষয়ে নবী ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, তুমি তা ক্রয় কর না, যদিও তা একটি মাত্র দিরহামের বিনিময়ে হয়। কেননা সাদকা দান করত ফেরত গ্রহণকারী এমন কুকুরের তুল্য, যে বমি করে পুনরায় তা খায়।

١٨٧٩. بَابُ الْجِهَادِ بِاِذْنِ الْاَبَوَيْنِ

১৮৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ পিতামাতার অনুমতি নিয়ে জিহাদে যাওয়া

٢٧٩٦ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ وَكَانَ لاَ يُتَّهَمُ فِىْ حَدِيْثِهٖ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَاسْتَاْذَنَهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ اَحَىٌّ وَالِدَاكَ ، قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ

২৭৯৬ আদম (র) .....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। নবী ﷺ বললেন, 'তবে তাঁদের খেদমত করতে চেষ্টা কর।'

١٨٨٠. بَابُ مَا قِيْلَ فِىْ الْجَرَسِ وَنَحْوِهٖ فِىْ اَعْنَاقِ الْاِبِلِ

১৮৮০. পরিচ্ছেদ ঃ উটের গলায় ঘন্টা ইত্যাদি বাঁধা প্রসংগে

٢٧٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ اَنَّ اَبَا بَشِيْرٍ الْاَنْصَارِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ فِىْ مَبِيْتِهِمْ فَاَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَسُوْلاً اَنْ لاَ تَبْقَيَنَّ فِىْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ اَوْ قِلاَدَةٌ اِلاَّ قُطِعَتْ

banglainternet.com

২৭৯৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র) .....আবূ বাশীর আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক সফরে তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সাথে ছিলেন। (রাবী) আবদুল্লাহ্ বলেন, আমার মনে হয়, তিনি

(আবূ বাশীর আনসারী) বলেছেন যে, মানুষ শয্যায় ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন সংবাদ বাহককে এ নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন যে, কোন উটের গলায় যেন ধনুকের রশির মালা কিংবা মালা না থাকে, থাকলে তা যেন কেটে ফেলা হয়।[১]

١٨٨١. بَابُ مَنِ اكْتُتِبَ فِيْ جَيْشٍ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ حَاجَّةً ، أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ هَلْ يُؤْذَنُ لَهُ

১৮৮১. পরিচ্ছেদ ঃ যার নাম জিহাদে যাওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে আর তার স্ত্রী হজ্জে বের হওয়ার ইচ্ছা করলে অথবা তার কোন ওযর দেখা দিলে, তবে তাকে (জিহাদ থেকে বিরত থাকার) অনুমতি দেওয়া হবে কি?

٢٧٩٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اكْتُتِبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِيْ حَاجَّةً ، قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

২৭৯৮ কুতাইবা ইব্ন সাঈদ (র) .....ইব্ন আব্বাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন পুরুষ যেন অপর কোন মহিলার সাথে নির্জনে অবস্থান না করে, কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মাহরাম সঙ্গী ব্যতীত সফর না করে। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক অমুক যুদ্ধের জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু আমার স্ত্রী হজ্জে যাবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'তবে যাও নিজ স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর।'

١٨٨٢. بَابُ الْجَاسُوْسِ التَّجَسُّسُ التَّبَحُّثُ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى : لاَ تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ،

১৮৮২. পরিচ্ছেদ ঃ গোয়েন্দাগিরী করা। তাজাস্সুস শব্দের অর্থ হচ্ছে খোঁজ-খবর নেওয়া। আর আল্লাহ্ তাআলার বাণী ঃ তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। (৬০ ঃ ১)

banglainternet.com

১. জাহেলী যুগে উটের গলায় এক ধরনের মালা এ উদ্দেশ্যে লটকানো হতো যাতে উট নজর থেকে রক্ষা পায়। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীকরণার্থে এ নির্দেশ প্রদান করেন।

٢٧٩٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْاَسْوَدِ وَقَالَ انْطَلِقُوْا حَتّٰى تَأْتُوْا رَوْضَةَ خَاخٍ فَاِنَّ بِهَا ظَعِيْنَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوْهُ مِنْهَا ، فَانْطَلَقْنَا تَعَادٰى بِنَا خَيْلُنَا ، حَتّٰى انْتَهَيْنَا اِلَى الرَّوْضَةِ ، فَاِذَا نَحْنُ بِالظَّعِيْنَةِ ، فَقُلْنَا اَخْرِجِي الْكِتَابَ ، فَقَالَتْ مَا مَعِيْ مِنْ كِتَابٍ ، فَقُلْنَا لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ اَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ ، فَاَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا ، فَاَتَيْنَا بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا فِيْهِ : مِنْ حَاطِبِ بْنِ اَبِيْ بَلْتَعَةَ اِلٰى اُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا حَاطِبُ مَا هٰذَا ؟ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ اِنِّيْ كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِيْ قُرَيْشٍ وَلَمْ اَكُنْ مِنْ اَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُوْنَ بِهَا اَهْلِيْهِمْ وَاَمْوَالَهُمْ ، فَاَحْبَبْتُ اِذْ فَاتَنِيْ ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيْهِمْ اَنْ اَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُوْنَ بِهَا قَرَابَتِيْ وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْاِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ صَدَقَكُمْ ، قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دَعْنِيْ اَضْرِبْ عُنُقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ ، قَالَ اِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَكُوْنَ قَدِ اطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَقَالَ سُفْيَانُ وَاَيُّ اِسْنَادٍ هٰذَا

২৭৯৯ আলী ইবন আবদুল্লাহ্ (র) .....আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাকে এবং যুবায়র ও মিকদাদ ইবন আসওয়াদ (রা)-কে পাঠিয়ে বললেন, 'তোমরা খাখ্ বাগানে যাও। সেখানে তোমরা এক মহিলাকে দেখতে পাবে। তার নিকট একটি পত্র আছে, তোমরা তার কাছ থেকে তা নিয়ে আসবে।' তখন আমরা রওনা করলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদের নিয়ে দ্রুত বেগে

banglainternet.com

চলছিল। অবশেষে আমরা উক্ত খাখ্ নামক বাগানে পৌঁছলাম এবং সেখানে আমরা মহিলাটিকে দেখতে পেলাম। আমরা বললাম, 'পত্র বাহির কর।' সে বলল, 'আমার কাছে তো কোন পত্র নেই।' আমরা বললাম, 'তুমি অবশ্যই পত্র বের করে দিবে, নচেৎ তোমার কাপড় খুলতে হবে।' তখন সে তার চুলের খোঁপা থেকে পত্রটি বের করে দিল। আমরা তখন সে পত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলাম। দেখা গেল, তা হাতিব ইব্ন আবূ বালতাআ (রা)-এর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিক ব্যক্তির নিকট লেখা হয়েছে। যাতে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন পদক্ষেপ সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া হয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'হে হাতিব! একি ব্যাপার?' তিনি বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার ব্যাপারে কোন তড়িত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। মূলত আমি কুরাইশ বংশীয় লোক ছিলাম না। তবে তাদের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। আর যারা আপনার সঙ্গে মুহাজিরগণ রয়েছেন, তাদের সকলেরই মক্কাবাসীদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। যার কারণে তাঁদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ নিরাপদ। তাই আমি চেয়েছি, যেহেতু আমার বংশগতভাবে এ সম্পর্ক নেই, কাজেই আমি তাদের প্রতি এমন কিছু অনুগ্রহ প্রদর্শন করি, যদ্বারা অন্তত তারা আমার আপনজনদের রক্ষা করবে। আর আমি তা কুফরী কিংবা মুরতাদ হওয়ার উদ্দেশ্যে করি নি এবং ইসলাম গ্রহণের পর পুনঃ কুফরীতে প্রত্যাবর্তন করার প্রতি আকৃষ্ট হবার কারণেও নয়।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'হাতিব তোমাদের নিকট সত্য কথা বলেছে।' তখন উমর (রা) বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। সম্ভবত তোমার হয়ত জানা নেই, আল্লাহ্ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীদের ব্যাপারে অবহিত আছেন। তাই তাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা আমল কর। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।' সুফিয়ান (র) বলেন এ সনদটি কতই না উত্তম।

١٨٨٣. بَابُ الْكِسْوَةِ لِلْأُسَارَى

১৮৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ বন্দীদের পোশাক প্রদান

٢٨٠٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أُتِيَ بِأُسَارَى وَأُتِيَ بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ قَمِيْصًا ، فَوَجَدُوا قَمِيْصَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُبَيٍّ يُقْدَرُ عَلَيْهِ ، فَكَسَاهُ النَّبِيُّ ﷺ إِيَّاهُ ، فَلِذٰلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ ﷺ قَمِيْصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يُكَافِئَهُ

banglainternet.com

২৮০০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন বদর যুদ্ধের দিন কাফির বন্দীদেরকে হাযির করা হল এবং আব্বাস (রা)-কেও আনা হল আর তখন তাঁর

শরীরে পোশাক ছিল না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর শরীরের জন্য উপযোগী জামা খুঁজতে গিয়ে দেখলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই এর জামা তাঁর গায়ের উপযোগী। নবী ﷺ সে জামাটি তাঁকেই পরিয়ে দেন। এ কারণেই নবী ﷺ নিজ জামা খুলে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাইকে (তার মৃত্যুর পর) পরিয়ে দিয়েছিলেন। ইব্ন উয়াইনাহ্ (রা) বলেন, নবী ﷺ -এর প্রতি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবাই-এর একটি সৌজন্য আচরণ ছিল, তাই তিনি তার প্রতিদান দিতে চেয়েছেন।

١٨٨٤. بَابُ فَضْلِ مَنْ اَسْلَمَ عَلٰى يَدَيْهِ رَجُلٌ

১৮৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ যার হাতে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে, তার ফযীলত

٢٨٠١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ سَهْلٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ لَاُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُفْتَحُ عَلٰى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ ، فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ اَيُّهُمْ يُعْطٰى فَغَدَوْا كُلُّهُمْ يَرْجُوْهُ ، فَقَالَ اَيْنَ عَلِىٌّ فَقِيْلَ يَشْتَكِىْ عَيْنَيْهِ فَبَصَقَ فِىْ عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأَ كَاَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَاَعْطَاهُ ، فَقَالَ اُقَاتِلُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا فَقَالَ انْفُذْ عَلٰى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ يَكُوْنَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ

২৮০১ কুতাইবা ইব্ন সাঈদ (র).....সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ খায়বর যুদ্ধের দিন বলেন, আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দিব, যার হাতে আল্লাহ্ তাআলা বিজয় দান করবেন। সে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -কে ভালবাসে, আর আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ তাকে ভালবাসেন। লোকেরা সারা রাত এ চিন্তায় কাটিয়ে দেয় যে, কাকে এ পতাকা দেওয়া হয় ? আর পরদিন সকালে প্রত্যেকেই তা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, আলী কোথায়? বলা হল, তাঁর চোখে অসুখ। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর চোখে আপন মুখের লালা লাগিয়ে দিলেন এবং তাঁর জন্য দুআ করলেন। তাতে তিনি আরোগ্য লাভ করলেন। যেন আদৌ তাঁর চোখে কোন রোগই ছিল না। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর হাতে পতাকা দিলেন। আলী (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাদের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাব যতক্ষণ না তারা আমাদের মত হয়ে যায়। তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন, 'তুমি স্বাভাবিকভাবে অগ্রসর হয়ে তাদের আঙিনায় অবতরণ কর। তারপর তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহবান কর এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের জন্য যা অপরিহার্য

banglainternet.com

তা তাদেরকে জানিয়ে দাও। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমার মাধ্যমে এক ব্যক্তিকে হেদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য লালবর্ণের উটের মালিক হওয়া অপেক্ষা উত্তম।

١٨٨٥. بَابُ الْأُسَارَى فِى السَّلَاسِلِ

১৮৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ শৃংখলে আবদ্ধ কয়েদী

٢٨٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ عَجِبَ اللّٰهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ فِى السَّلَاسِلِ

২৮০২ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলা সে সকল লোকের উপর সন্তুষ্ট হন, যারা শৃংখলে আবদ্ধ অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে।

١٨٨٦. بَابُ فَضْلِ مَنْ اَسْلَمَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابَيْنِ

১৮৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়াহূদী ও নাসারাদের থেকে যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে, তার মর্যাদা

٢٨٠٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَىٍّ اَبُوْ حَسَنٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِىَّ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بُرْدَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ : الرَّجُلُ يَكُوْنُ لَهُ الْاَمَةُ فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيْمَهَا يُؤَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ اَدَبَهَا ، ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا فَلَهُ اَجْرَانِ ، وَمُؤْمِنُ اَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِىْ كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ اٰمَنَ بِالنَّبِىِّ ﷺ فَلَهُ اَجْرَانِ ، وَالْعَبْدُ الَّذِىْ يُؤَدِّىْ حَقَّ اللّٰهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ ، ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِىُّ وَاَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْرِ شَىْءٍ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِىْ اَهْوَنَ مِنْهَا اِلَى الْمَدِيْنَةِ

২৮০৩ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) .....আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তিন প্রকারের ব্যক্তিকে দ্বিগুণ সওয়াব প্রদান করা হবে। যে ব্যক্তির একটি বাঁদী আছে, সে তাকে শিক্ষা দান করে, শিষ্টাচার শিক্ষা দেয় এবং তাকে উত্তমরূপে শিষ্টাচার শিক্ষা দান করে। তারপর তাকে আযাদ করে দিয়ে তাকে বিয়ে করে। সে ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। আর আহলে কিতাবদের মধ্য

banglainternet.com

থেকে মু'মিন ব্যক্তি যে তার নবীর প্রতি ঈমান এনেছিল। তারপর নবী ﷺ-এর প্রতি ঈমান এনেছে। তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে। যে গোলাম আল্লাহ্‌র হক যথাযথভাবে আদায় করে এবং স্বীয় মনীবের দায়িত্ব সঠিকরূপে পালন করে, (তার জন্যও দ্বিগুণ সওয়াব রয়েছে) শা'বী (র) এ হাদীসটি বর্ণনা করে সালেহকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি তোমাকে এ হাদীসটি কোন বিনিময় ছাড়াই শুনিয়েছি। অথচ এর চেয়ে সহজ হাদীস শোনার জন্য লোকেরা মদীনা পর্যন্ত সফর করতেন।

١٨٨٧. بَابُ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُوْنَ فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ بَيَاتًا لَيْلاً لَنُبَيِّتَنَّهُ لَيْلاً بَيَّتُ لَيْلاً

১৮৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ রাত্রীকালীন আক্রমণে মুশরিকদের মহিলা ও শিশু নিহত হলে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত لَنُبَيِّتَنَّهُ - بَيَاتًا এবং بَيَّتُ এ শব্দগুলোর অর্থের মধ্যে রাতের সময় বুঝানো হয়েছে।

٢٨٠٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُوْنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ لاَ حِمٰى إِلاَّ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ ﷺ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّعْبُ فِي الذَّارَارِيِّ وَكَانَ عَمْرٌو يُحَدِّثُنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ وَلَمْ يَقُلْ كَمَا قَالَ عَمْرٌو هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ

২৮০৪ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র).....সা'ব ইব্‌ন জাস্‌সামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আবওয়া অথবা ওয়াদ্দান নামক স্থানে আমার কাছ দিয়ে পথ অতিক্রম করেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে সকল মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, যদি রাত্রিকালীন আক্রমণে তাদের মহিলা ও শিশুগণ নিহত হয়, তবে কি হবে? রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তারাও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর আমি তাকে আরো বলতে শুনেছি যে, সংরক্ষিত চারণভূমি আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ ব্যতীত আর কারো জন্য হতে পারে না।

banglainternet.com

١٨٨٨. بَابُ قَتْلِ الصِّبْيَانِ فِى الْحَرْبِ

১৮৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে শিশুদের হত্যা করা

٢٨٠٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِىْ بَعْضِ مَغَازِى النَّبِىِّ ﷺ مَقْتُوْلَةً فَاَنْكَرَ النَّبِىُّ ﷺ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

২৮০৫ আহমদ ইব্ন ইউনুস (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর এক যুদ্ধে জনৈকা মহিলাকে নিহত পাওয়া যায়, তখন নবী ﷺ মহিলা ও শিশুদের হত্যা করা সম্পর্কে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

١٨٨٩. بَابُ قَتْلِ النِّسَاءِ فِى الْحَرْبِ

১৮৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে মহিলাদের হত্যা করা

٢٨٠٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لاَبِىْ اُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُوْلَةً فِىْ بَعْضِ مَغَازِى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

২৮০৬ ইসহাক ইব্ন ইব্রাহীম (র) .....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কোন এক যুদ্ধে জনৈকা মহিলাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মহিলা ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।

١٨٩٠. بَابٌ لاَ يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللّٰهِ

১৮৯০. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি দ্বারা কাউকে শাস্তি দেয়া যাবে না

٢٨٠٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ كَثِيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ

banglainternet.com

بَعْثٍ فَقَالَ اِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَاَحْرِقُوْهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَرَدْنَا الْخُرُوْجَ اِنِّيْ اَمَرْتُكُمْ اَنْ تُحْرِقُوْا فُلَانًا وَفُلَانًا وَاِنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا اِلَّا اللّٰهُ فَاِنْ وَجَدْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا

২৮০৭ কুতাইবা ইব্ন সাঈদ (র) .....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমাদেরকে কোন এক অভিযানে প্রেরণ করেন এবং বলেন, 'তোমরা যদি অমুক ও অমুক ব্যক্তিকে পাও, তবে তাদের উভয়কে আগুনে জ্বালিয়ে দিবে।' তারপর আমরা যখন বের হতে চাইলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, 'কিন্তু আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও জন্য সমীচীন নয়। কাজেই তোমরা যদি তাদের উভয়কে পেয়ে যাও, তবে তাদেরকে হত্যা কর।'

٢٨٠٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ اَنَا لَمْ اُحَرِّقْهُمْ لِاَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تُعَذِّبُوْا بِعَذَابِ اللّٰهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ

২৮০৮ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) .....ইকরামা (রা) থেকে বর্ণিত, আলী (রা) এক সম্প্রদায়কে আগুনে পুড়িয়ে ফেলেন। এ সংবাদ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন, 'যদি আমি হতাম, তবে আমি তাদেরকে জ্বালিয়ে ফেলতাম না। কেননা, নবী ﷺ বলেছেন, তোমরা আল্লাহ্ নির্ধারিত শাস্তি দ্বারা কাউকে শাস্তি দিবে না। বরং আমি তাদেরকে হত্যা করতাম। যেমন নবী ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দীন পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করে ফেল।'

١٨٩١. بَابُ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا فِيْهِ حَدِيْثُ ثُمَامَةَ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ يَعْنِيْ يَغْلِبَ فِي الْاَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا الاية

১৮৯১. পরিচ্ছেদ ঃ (বন্দী সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন) এর পর হয় অনুকম্পা নয় মুক্তিপণ। যতক্ষণ না যুদ্ধ তার অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। (৪৭ ঃ ৪) প্রসঙ্গে সুমামা (রা) বর্ণিত হাদীসটি রয়েছে আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ কোন নবীর জন্য সংগত নয় যে, তার নিকট বন্দী থাকবে দেশে ব্যাপক ভাবে শত্রুপরাভূত না করা পর্যন্ত অর্থাৎ দেশে বিজয় লাভ না করা পর্যন্ত। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ। (৮ ঃ ৬৭)

banglainternet.com

١٨٩٢. بَابُ هَلْ لِلأَسِيرِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَخْدَعَ الَّذِينَ أَسَرُوهُ حَتَّى يَنْجُوَ مِنَ الْكَفَرَةِ فِيهِ الْمِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৮৯২. পরিচ্ছেদ ঃ কোন মুসলমান কাফিরদের হাতে বন্দী হলে সে বন্দীকারীকে হত্যা করবে কি? অথবা যারা বন্দী করেছে, তাদের সাথে কৌশল করত তাদের থেকে নিজেকে মুক্ত করবে কি? এ প্রসঙ্গে মিসওয়ার (র) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে

١٨٩٣. بَابُ إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ

১৮৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিক যদি কোন মুসলমানকে আগুনে জ্বালিয়ে দেয় তবে তাকে কি জ্বালিয়ে দেওয়া হবে?

٢٨٠٩ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْغِنَا رِسْلاً قَالَ مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِالذَّوْدِ فَانْطَلَقُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا حَتَّى صَحُّوا وَسَمِنُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ ، فَأَتَى الصَّرِيخُ النَّبِيَّ ﷺ فَبَعَثَ الطَّلَبَ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَّى مَاتُوا قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ قَتَلُوا وَسَرَقُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﷺ وَسَعَوْا فِي الأَرْضِ فَسَادًا

২৮০৯ মুআল্লা ইব্ন আসাদ (র),.....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, উকল নামক গোত্রের আট ব্যক্তির একটি দল নবী ﷺ -এর নিকট এল। মদীনার আবহাওয়া তারা উপযোগী মনে করেনি। তারা বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের জন্য দুগ্ধবতী উটনীর ব্যবস্থা করুন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তোমরা বরং সাদকার উটের পালের কাছে যাও। তখন তারা সেখানে গিয়ে সেগুলোর পেশাব ও দুধ পান করে সুস্থ এবং মোটাতাজা হয়ে গেল। অতপর তারা উটের রাখালকে হত্যা করে উটের পাল হাঁকিয়ে নিয়ে গেল এবং মুসলমান হওয়ার পর তারা মুরতাদ হয়ে গেল। তখন জনৈক সংবাদদাতা নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হল। নবী ﷺ অশ্বারোহীদেরকে তাদের সন্ধানে পাঠালেন। তখন পর্যন্ত

banglainternet.com

দিনের আলো পূর্ণতা লাভ করেনি। ইতোমধ্যেই তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাদের হাত পা কেটে ফেললেন। তারপর তাঁর নির্দেশে লৌহশলাকা উত্তপ্ত করে তাদের চোখে প্রবেশ করানো হয় এবং তাদেরকে প্রস্তরময় উত্তপ্ত ভূমিতে ফেলে রাখা হয়। তারা পানি চেয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে পানি দেওয়া হয়নি। অবশেষে তারা মারা যায়। আবূ কিলাবা (রা) বলেন, (তাদেরকে এরূপ শাস্তি এ জন্য দেয়া হয়েছে যে,) তারা হত্যা করেছে, চুরি করেছে, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে (ধর্ম ত্যাগী হয়ে) যুদ্ধ করেছে এবং পৃথিবীতে বিশৃংখলা ছড়াতে চেষ্টা করেছে।

١٨٩٤. بَابٌ

১৮৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ

٢٨١٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ اللَّهَ

২৮১০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, কোন একজন নবীকে একটি পিপিলিকা কামড় দেয়। তিনি পিপিলিকার সমগ্র আবাসটি জ্বালিয়ে দেয়ার আদেশ করেন এবং তা জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ করেন, তোমাকে একটি পিপিলিকা কামড় দিয়েছে আর তুমি আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠকারী জাতিকে জ্বালিয়ে দিয়েছ।

١٨٩٥. بَابُ حَرْقِ الدُّورِ وَالنَّخِيلِ

১৮৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ ঘরবাড়ী ও খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেওয়া

٢٨١١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرٌ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِي خَثْعَمَ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ قَالَ فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْلٍ

banglainternet.com

قَالَ وَكُنْتُ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِىْ صَدْرِىْ ، وَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا فَانْطَلَقَ الَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَعَثَ الَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِخَبَرِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ جَرِيْرٍ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْوَفُ أَوْ أَجْرَبُ قَالَ فَبَارَكَ فِىْ خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ

২৮৯১ মুসাদ্দাদ (র).....জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি কি আমাকে যিলখালাসার ব্যাপারে শান্তি দিবে না? খাশআম গোত্রে একটি মূর্তি ঘর ছিল। যাকে ইয়ামানের কাবা নামে আখ্যায়িত করা হত। জারীর (রা) বলেন, তখন আমি আহমাসের দেড়শ' অশ্বারোহীর সাথে নিয়ে রওয়ানা করলাম। তারা নিপুণ অশ্বারোহী ছিল। জারীর (রা) বলেন, আর আমি অশ্বের উপর স্থির থাকতে পারতাম না। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার বুকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, আমি আমার বুকে তাঁর আঙ্গুলির চিহ্ন দেখতে পেলাম এবং তিনি আমার জন্য এ দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! তাকে স্থির রাখুন এবং হিদায়াত প্রাপ্ত, পথ প্রদর্শনকারী করুন।' তারপর জারীর (রা) সেখানে গমন করেন এবং যুলখালাসা মন্দির ভেঙ্গে ফেলেন ও জ্বালিয়ে দেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে এ সংবাদ নিয়ে এক ব্যক্তিকে তাঁর নিকট প্রেরণ করেন। তখন জারীর (রা)-এর দূত বলতে লাগল, কসম সে মহান আল্লাহ্ তা'আলার! যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি আপনার নিকট তখনই এসেছি যখন যুলখালাসাকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। জারীর (রা) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আহমাসের অশ্ব ও অশ্বারোহীদের জন্য পাঁচবার বরকতের দু'আ করেন।

٢٨١٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ حَرَّقَ النَّبِىُّ ﷺ نَخْلَ بَنِىْ النَّضِيْرِ

২৮৯২ মুহাম্মদ ইবন কাসীর (র).....ইবন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বনী নাযীর ইয়াহুদীদের খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন।

١٨٩٦. بَابُ قَتْلِ النَّائِمِ الْمُشْرِكِ

১৮৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ ঘুমন্ত মুশরিককে হত্যা করা

banglainternet.com

٢٨١٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِىْ زَائِدَةَ

قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَهْطًا مِنَ الْاَنْصَارِ اِلٰى اَبِىْ رَافِعٍ لِيَقْتُلُوْهُ فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَدَخَلَ حِصْنَهُمْ قَالَ فَدَخَلْتُ فِىْ مِرْبَطٍ دَوَابَّ لَهُمْ قَالَ وَاَغْلَقُوْا بَابَ الْحِصْنِ ثُمَّ اِنَّهُمْ فَقَدُوْا حِمَارًا لَهُمْ فَخَرَجُوْا يَطْلُبُوْنَهُ فَخَرَجْتُ فِيْمَنْ خَرَجَ اُرِيْهِمْ اَنِّىْ اَطْلُبُهُ مَعَهُمْ فَوَجَدُوا الْحِمَارَ فَدَخَلُوْا وَدَخَلْتُ وَاَغْلَقُوْا بَابَ الْحِصْنِ لَيْلًا فَوَضَعُوْا الْمَفَاتِيْحَ فِىْ كُوَّةٍ حَيْثُ اَرَاهَا فَلَمَّا نَامُوْا اَخَذْتُ الْمَفَاتِيْحَ فَفَتَحْتُ بَابَ الْحِصْنِ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا اَبَا رَافِعٍ فَاَجَابَنِىْ فَتَعَمَّدْتُ الصَّوْتَ فَضَرَبْتُهُ فَصَاحَ فَخَرَجْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ كَاَنِّىْ مُغِيْثٌ فَقُلْتُ يَا اَبَا رَافِعٍ وَغَيَّرْتُ صَوْتِىْ فَقَالَ مَالَكَ لَاُمِّكَ الْوَيْلُ قُلْتُ مَا شَاْنُكَ قَالَ لَا اَدْرِىْ مَنْ دَخَلَ عَلَىَّ فَضَرَبَنِىْ قَالَ فَوَضَعْتُ سَيْفِىْ فِىْ بَطْنِهِ ثُمَّ تَحَامَلْتُ عَلَيْهِ حَتّٰى قَرَعَ الْعَظْمَ ثُمَّ خَرَجْتُ وَاَنَا دَهِشٌ فَاَتَيْتُ سُلَّمًا لَهُمْ لِاَنْزِلَ مِنْهُ فَوَقَعْتُ فَوُثِئَتْ رِجْلِىْ فَخَرَجْتُ اِلٰى اَصْحَابِىْ فَقُلْتُ مَا اَنَا بِبَارِحٍ حَتّٰى اَسْمَعَ الْوَاعِيَةَ فَمَا بَرِحْتُ حَتّٰى سَمِعْتُ نَعَايَا اَبِىْ رَافِعٍ تَاجِرِ اَهْلِ الْحِجَازِ قَالَ فَقُمْتُ وَمَا بِىْ قَلَبَةٌ حَتّٰى اَتَيْنَا النَّبِىَّ ﷺ فَاَخْبَرْنَاهُ

২৮১৩ আলী ইব্‌ন মুসলিম (র).....বারা ইব্‌ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আনসারীগণের একটি দল আবূ রাফে ইয়াহূদীকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেন। তাঁদের মধ্য থেকে একজন এগিয়ে গিয়ে ইয়াহূদীদের দুর্গে ঢুকে পড়ল। তিনি বলেন, তারপর আমি তাদের পশুর আস্তাবলে প্রবেশ করলাম। এরপর তারা দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিল। তারা তাদের একটি গাধা হারিয়ে ফেলেছিল এবং তার খোঁজে তারা বেরিয়ে পড়ে। আমিও তাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। তাদেরকে আমি বুঝাতে চেয়েছিলাম যে, আমি তাদের সঙ্গে গাধার খোঁজ করছি। অবশেষে তারা গাধাটি পেল। তখন তারা দুর্গে প্রবেশ করে এবং আমিও প্রবেশ করলাম। রাতে তারা দুর্গের দরজা বন্ধ করে দিল। আর তারা চাবিগুলো একটি কুলুঙ্গীর মধ্যে রেখে দিল। আমি তা দেখতে পাচ্ছিলাম। যখন তারা ঘুমিয়ে পড়ল, আমি চাবিগুলো নিয়ে নিলাম এবং দুর্গের দরজা খুললাম। তারপর আমি আবূ রাফের নিকট পৌঁছলাম

banglainternet.com

এবং বললাম, হে আবূ রাফে! সে আমার ডাকে সাড়া দিল। তখন আমি আওয়াজের প্রতি লক্ষ্য করে তরবারীর আঘাত হানলাম, অমনি সে চিৎকার দিয়ে উঠল। আমি বেরিয়ে এলাম। আমি পুনরায় প্রবেশ করলাম, যেন আমি তার সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছি। আর আমি আমার গলার স্বর পরিবর্তন করে বললাম, হে আবূ রাফে! সে বলল, তোমার কি হল, তোমার মা ধ্বংস হোক। আমি বললাম, তোমার কি অবস্থা? সে বলল, আমি জানি না, কে বা কারা আমার এখানে এসেছিল এবং আমাকে আঘাত করেছে। রাবী বলেন, তারপর আমি আমার তরবারী তার পেটের উপর রেখে সব শক্তি দিয়ে চেপে ধরলাম, ফলে তার হাঁড় পর্যন্ত পৌঁছে কট করে উঠল। এরপর আমি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বের হয়ে এলাম। আমি অবতরণের উদ্দেশ্যে তাদের সিঁড়ির কাছে এলাম। যখন আমি পড়ে গেলাম, তখন এতে আমার পায়ে আঘাত লাগল। আমি আমার সাথীগণের সঙ্গে এসে মিলিত হলাম। আমি তাদেরকে বললাম, আমি এখান হতে ততক্ষণ পর্যন্ত যাব না, যাবত না আমি মৃত্যুর সংবাদ প্রচারকারীণীর আওয়াজ শুনতে পাই। হিজাযবাসীদের বণিক আবূ রাফের মৃত্যুর সংবাদ ঘোষণা না শোনা পর্যন্ত আমি সে স্থান ত্যাগ করলাম না। তিনি বলেন, তখন আমি উঠে পড়লাম এবং আমার তখন কোনরূপ ব্যথা বেদনাই অনুভব হচ্ছিল না। অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট পৌঁছে এ বিষয়ে তাঁকে সংবাদ দিলাম।

٢٨١٤ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَهْطًا مِنَ الْاَنْصَارِ اِلٰى اَبِىْ رَافِعٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَتِيْكٍ بَيْتَهُ لَيْلاً فَقَتَلَهُ وَهُوَ نَائِمٌ

২৮১৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারীগণের একদলকে আবূ রাফে ইয়াহুদীর নিকট প্রেরণ করেন। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আতীক (রা) রাত্রীকালে তার ঘরে ঢুকে তাকে ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করেন।

١٨٩٧. بَابُ لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ

১৮৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করো না

٢٨١٥ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ يُوْسُفَ الْيَرْبُوْعِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ الْفَزَارِىُّ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَالِمٌ اَبُوْ النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ كَاتِبًا لَهُ قَالَ كَتَبَ اِلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِىْ اَوْفٰى حِيْنَ خَرَجَ اِلَى الْحَرُوْرِيَّةِ فَقَرَاْتُهُ فَاِذَا فِيْهِ اَنَّ

banglainternet.com

رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَيَّامِهِ الَّتِىْ لَقِىَ فِيْهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتّٰى مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِى النَّاسِ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِىَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ مُوْسٰى ابْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنِىْ سَالِمٌ اَبُو النَّضْرِ قَالَ كُنْتُ كَاتِبًا لِعُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَاَتَاهُ كِتَابُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَقَالَ اَبُوْ عَامِرٍ حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا

২৮১৫ ইউসুফ ইব্ন মূসা (র).....উমর ইব্ন উবাইদুল্লাহ্‌র আযাদকৃত গোলাম আবুন নাযার (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর ইব্ন উবাইদুল্লাহ্‌র লেখক ছিলাম। তিনি বলেন, তাঁর নিকট আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা) একখানি পত্র লিখেন। যখন তিনি হারুরিয়ার দিকে অভিযানে বের হন। আমি পত্রটি পাঠ করলাম--তাতে লেখা ছিল যে, শত্রুর সাথে কোন এক মুখোমুখী যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এরপর তিনি তাঁর সাহাবীদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন, 'হে লোক সকল, তোমরা শত্রুর সাথে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হওয়ার কামনা করবে না এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট নিরাপত্তার দুআ করবে। তারপর যখন তোমরা শত্রুর সম্মুখীন হবে তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করবে। জেনে রাখবে, জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে অবস্থিত।' এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ দুআ করলেন, 'হে আল্লাহ্, কুরআন অবতীর্ণকারী, মেঘমালা পরিচালনাকারী, সৈন্য দলকে পরাজয় দানকারী, আপনি কাফির সম্প্রদায়কে পরাজিত করুন এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করুন।'

মূসা ইব্ন উকবা (র) বলেন, সালিম আবুন নযর আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি উমর ইব্ন উবাইদুল্লার লেখক ছিলাম। তখন তার কাছে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা)-এর একখানা পত্র পৌঁছল এই মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে না। আবূ আমির (র) আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, তোমরা শত্রুর মুখোমুখী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে না। আর যখন তোমরা তাদের মুখোমুখী হবে তখন ধৈর্যধারণ করবে।

banglainternet.com

١٨٩٨. بَابُ الْحَرْبُ خَدْعَةٌ

১৮৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধ হল কৌশল

٢٨١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ هَلَكَ كِسْرٰى ثُمَّ لاَ يَكُوْنُ بَعْدَهُ ، وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لاَ يَكُوْنُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ ، وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوْزُهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَسَمَّى الْحَرْبَ الْخَدْعَةَ

২৮১৬ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (পারস্য সম্রাট) কিস্‌রা ধ্বংস হবে, তারপর আর কিস্‌রা হবে না। আর (রোমক সম্রাট) কায়সার অবশ্যই ধ্বংস হবে, তারপর আর কায়সার হবে না। এবং এটা নিশ্চিত যে, তাদের ধনভাণ্ডার আল্লাহ্‌র রাহে বন্টিত হবে। আর তিনি যুদ্ধকে কৌশল নামে আখ্যায়িত করেন।

٢٨١٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اَصْرَمَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمَّى النَّبِىُّ ﷺ اَلْحَرْبُ خَدْعَةً قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اَبُوْ بَكْرٍ هُوَ بَوْرُ بْنُ اَصْرَمَ

২৮১৭ আবূ বকর ইব্ন আসরাম (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যুদ্ধকে কৌশল নামে আখ্যায়িত করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (র) বলেন, আবূ বকর হলেন বূর ইব্ন আসরাম।

٢٨١٨ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ اَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلْحَرْبُ خَدْعَةٌ

২৮১৮ সাদাকা ইব্ন ফাযল (র) .....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'যুদ্ধ হল কৌশল।'

١٨٩٩. بَابُ الْكَذِبِ فِى الْحَرْبِ

১৮৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধে কথা ঘুরিয়ে বলা

banglainternet.com

٢٨١٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ فَاِنَّهُ قَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ اَتُحِبُّ اَنْ اَقْتُلَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ قَدْ عَنَّانَا وَسَاَلَنَا الصَّدَقَةَ قَالَ وَاَيْضًا وَاللّٰهِ قَالَ فَاِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ فَنَكْرَهُ اَنْ نَدَعَهُ حَتّٰى نَنْظُرَ اِلٰى مَا يَصِيْرُ اَمْرُهُ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتّٰى اسْتَمْكَنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ

২৮১৯ কুতাইবা ইব্ন সাঈদ (র) .....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ একবার বললেন, 'কে আছ যে কা'ব ইব্ন আশরাফ-এর (হত্যার) দায়িত্ব নিবে? কেননা সে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -কে কষ্ট দিয়েছে।' মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি পছন্দ করেন যে, আমি তাকে হত্যা করি?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ।' বর্ণনাকারী বলেন, তারপর মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) কা'ব ইব্ন আশরাফের নিকট গিয়ে বললেন, 'এ ব্যক্তি অর্থাৎ নবী ﷺ আমাদের কষ্টে ফেলেছে এবং আমাদের থেকে সাদকা চাচ্ছে।' রাবী বলেন, তখন কা'ব বলল, 'এখন আর কী হয়েছে? তোমরা তো তার থেকে আরো অতিষ্ট হয়ে পড়বে।' মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, 'আমরা তাঁর অনুসরণ করেছি, এখন তাঁর পরিণতি না দেখা পর্যন্ত তাঁকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করা পছন্দ করি না।' রাবী বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) এভাবে তার সাথে কথা বলতে থাকেন এবং সুযোগ পেয়ে তাকে হত্যা করে ফেলেন।

١٩٠٠. بَابُ الْفَتْكِ بِاَهْلِ الْحَرْبِ

১৯০০. পরিচ্ছেদ ঃ হারবীকে গোপনে হত্যা করা

٢٨٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْاَشْرَفِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ اَتُحِبُّ اَنْ اَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاْذَنْ لِيْ فَاَقُوْلَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ

২৮২০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র) .....জাবির (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেন, 'কা'ব ইব্ন আশরাফকে হত্যা করার দায়িত্ব কে নিবে?' তখন মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, 'আপনি কি এ পছন্দ করেন যে, আমি তাকে হত্যা করি?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা) বললেন, 'তবে আমাকে অনুমতি দিন, আমি যেন তাকে কিছু বলি।' তিনি বললেন, 'আমি অনুমতি প্রদান করলাম।'

banglainternet.com

١٩٠١. بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنَ الاِحْتِيَالِ وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ يَخْشَى مَعَرَّتَهُ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ انْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ فَحُدِّثَ بِهِ فِىْ نَخْلٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ النَّخْلَ طَفِقَ يَتَّقِىْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَابْنُ صَيَّادٍ فِىْ قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْرَمَةٌ ، فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَاصَافِ هٰذَا مُحَمَّدٌ فَوَثَبَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ

১৯০১. পরিচ্ছেদ ঃ যার থেকে ক্ষতির আশংকা থাকে তার সাথে কৌশল ও সতর্কতা অবলম্বন করা বৈধ। লায়স (র)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাই ইব্ন কা'ব (রা)-কে সাথে নিয়ে ইব্ন সাইয়াদের নিকট গমন করেন। তখন লোকেরা বলল, সে খেজুর বাগানে আছে। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার নিকট খেজুর বাগানে পৌছলেন, তখন তিনি খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডের আড়াল করতে লাগলেন। ইব্ন সাইয়াদ তখন তার চাদর জড়িয়ে গুণগুণ করছিল। তখন ইব্ন সাইয়াদ-এর মা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখে বলে উঠল, হে সাফ ! (ইব্ন সাইয়াদের সংক্ষিপ্ত নাম) এই যে, মুহাম্মদ ﷺ । তখন ইব্ন সাইয়াদ লাফিয়ে উঠল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি এ মহিলা তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দিত, তবে ব্যাপারটি প্রকাশ হয়ে যেত।

١٩٠٢. بَابُ الرَّجَزِ فِى الْحَرْبِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِىْ حَفْرِ الْخَنْدَقِ فِيْهِ سَهْلٌ وَأَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ وَفِيْهِ يَزِيْدُ عَنْ سَلَمَةَ

১৯০২. পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে কবিতা আবৃত্তি করা ও পরীখা খননকালে স্বর উঁচু করা। এ প্রসঙ্গে সাহল ও আনাস (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত আছে, আর ইয়াযিদ (র) সালামা (রা) থেকেও বর্ণিত আছে

٢٨٢١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتّٰى وَارَى التُّرَابُ شَعْرَ صَدْرِهِ وَكَانَ رَجُلاً كَثِيْرَ الشَّعْرِ وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ

banglainternet.com

اَللّٰهُمَّ لَوْ لاَ اَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا = وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا = وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لاَ قَيْنَا

اِنَّ الْاَعْدَاءَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا = اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ

২৮২১ মুসাদ্দাদ (র).....বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে খন্দক যুদ্ধের দিন দেখেছি, তিনি স্বয়ং মাটি বহন করেছেন। এমনকি তাঁর সমগ্র বক্ষদেশের কেশরাজিকে মাটি আবৃত করে ফেলেছে আর তাঁর শরীরে অনেক পশম ছিল। তখন তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা) রচিত কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন ঃ "হে আল্লাহ্ আপনি যদি আমাদেরকে হিদায়ত না করতেন, তাহলে আমরা হিদায়ত পেতাম না। আর আমরা সাদ্কা করতাম না এবং সালাত আদায় করতাম না। আপনি আমাদের প্রতি প্রশান্তি অবতীর্ণ করুন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদেরকে অবিচল রাখুন। শত্রুগণ আমাদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে, যখন তারা ফিত্না সৃষ্টির সংকল্প করেছে, আমরা তা অস্বীকার করেছি।" আর তিনি এ কবিতাগুলো আবৃত্তিকালে স্বর উঁচু করেছিলেন।

١٩٠٣. بَابُ مَنْ لاَ يَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ

১৯০৩. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারে না

٢٨٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اِدْرِيْسَ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا حَجَبَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلاَ رَاٰنِيْ اِلاَّ تَبَسَّمَ فِيْ وَجْهِيْ وَلَقَدْ شَكَوْتُ اِلَيْهِ اَنِّيْ لاَ اَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِيْ صَدْرِيْ وَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًا

২৮২২ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন নুমাইর (র).....জারীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করেছি তখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তাঁর কাছে প্রবেশ করতে বাধা দেননি এবং যখনই তিনি আমার চেহারার দিকে তাকাতেন তখন তিনি মুচকি হাসতেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আমার অসুবিধার কথা জানালাম যে, আমি ঘোড়ার পিঠে স্থির থাকতে পারি না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার বুকে হাত দিয়ে আঘাত করলেন এবং এ দু'আ করলেন, 'হে আল্লাহ্! তাকে (ঘোড়ার পিঠে) স্থির রাখুন এবং তাকে হিদায়তকারী ও হিদায়তপ্রাপ্ত বানান।'

banglainternet.com

١٩٠٤. بَابُ دَوَاءِ الْجُرْحِ بِاِحْرَاقِ الْحَصِيْرِ وَغَسْلِ الْمَرْأَةِ عَنْ اَبِيْهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَحَمْلِ الْمَاءِ فِى التُّرْسِ

১৯০৪. পরিচ্ছেদ ঃ চাটাই পুড়ে যখমের চিকিৎসা করা এবং মহিলা কর্তৃক নিজ পিতার মুখমণ্ডলের রক্ত ধৌত করা, ঢাল ভর্তি করে পানি বহন করে আনা

٢٨٢٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَازِمٍ قَالَ سَاَلُوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِىَّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِاَىِّ شَىْءٍ دُوْوِىَ جُرْحُ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ مَا بَقِىَ مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ اَعْلَمُ بِهِ مِنِّىْ كَانَ عَلِىٌّ يَجِىءُ بِالْمَاءِ فِىْ تُرْسِهِ وَكَانَتْ يَعْنِىْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَاُخِذَ حَصِيْرٌ فَاُحْرِقَ ثُمَّ حُشِىَ بِهِ جُرْحُ رَسُوْلِ اللّٰهِ

২৮২৩ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র).....সাহল ইব্ন সা'দ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করেছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যখম কিরূপে চিকিৎসা করা হয়েছিল? তখন সাহল (রা) বলেন, এখন আর এ বিষয়ে আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত কেউ অবশিষ্ট নেই। আলী (রা) তাঁর ঢালে করে পানি বহন করে নিয়ে আনছিলেন, আর ফাতিমা (রা) তাঁর মুখমণ্ডল হতে রক্ত ধৌত করছিলেন এবং একটি চাটাই নিয়ে পোড়ানো হয় আর তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যখমের মধ্যে পুরে দেওয়া হয়।

١٩٠٥. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّنَازُعِ ، وَالْاِخْتِلَافِ فِى الْحَرْبِ وَعُقُوْبَةِ مَنْ عَصٰى اِمَامَهُ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ يَعْنِى الْحَرْبَ

১৯০৫ পরিচ্ছেদ ঃ যুদ্ধক্ষেত্রে ঝগড়া ও মতবিরোধ করা অপছন্দনীয়। কেউ যদি ইমামের অবাধ্যতা করে তার শাস্তি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আর তোমরা ঝগড়া-বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। (৮ ঃ ৪৬) الرِّيْحُ অর্থাৎ যুদ্ধ

٢٨٢٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا وَاَبَا مُوْسٰى اِلَى الْيَمَنِ قَالَ يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا

banglainternet.com

২৮২৪ ইয়াহ্ইয়া (র).....আবূ মূসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআয ও আবূ

মূসা (রা)-কে ইয়ামানে প্রেরণ করেন ও নির্দেশ দেন যে, 'লোকদের প্রতি নম্রতা করবে, কঠোরতা করবে না, তাদের সুসংবাদ দিবে, ঘৃণা সৃষ্টি করবে না। পরস্পর মতৈক্য পোষণ করবে, মতভেদ করবে না।'

٢٨٢٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ اُحُدٍ وَكَانُوْا خَمْسِيْنَ رَجُلاً عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ اِنْ رَاَيْتُمُوْنَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلاَ تَبْرَحُوْا مَكَانَكُمْ هٰذَا حَتّٰى اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ وَاِنْ رَاَيْتُمُوْنَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَاَوْطَانَاهُمْ فَلاَ تَبْرَحُوْا حَتّٰى اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ ، فَهَزَمَهُمْ قَالَ فَاَنَا وَاللّٰهِ رَاَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ قَدْ بَدَتْ خَلاَخِلُهُنَّ وَسُوْقُهُنَّ رَافِعَاتٍ ثِيَابَهُنَّ ، فَقَالَ اَصْحَابُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْغَنِيْمَةَ اَىْ قَوْمِ الْغَنِيْمَةَ ظَهَرَ اَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُوْنَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جُبَيْرٍ اَنَسِيْتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا وَاللّٰهِ لَنَاتِيَنَّ النَّاسَ فَلَنُصِيْبَنَّ مِنَ الْغَنِيْمَةِ فَلَمَّا اَتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوْهُهُمْ فَاَقْبَلُوْا مُنْهَزِمِيْنَ فَذَاكَ اِذْ يَدْعُوْهُمُ الرَّسُوْلُ فِىْ اُخْرَاهُمْ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرُ اِثْنَى عَشَرَ رَجُلاً فَاَصَابُوْا مِنَّا سَبْعِيْنَ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَصْحَابُهُ اَصَابُوْا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ بَدْرٍ اَرْبَعِيْنَ وَمِائَةً سَبْعِيْنَ اَسِيْرًا وَسَبْعِيْنَ قَتِيْلاً ، فَقَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ اَفِى الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُجِيْبُوْهُ ثُمَّ قَالَ : اَفِى الْقَوْمِ ابْنُ اَبِىْ قُحَافَةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ : اَفِى الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى اَصْحَابِهِ فَقَالَ اَمَّا هٰؤُلاَءِ فَقَدْ قُتِلُوْا فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ كَذَبْتَ وَاللّٰهِ يَا عَدُوَّ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ عَدَدْتَ لاَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ وَقَدْ بَقِىَ لَكَ مَا يَسُوْؤُكَ، قَالَ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَال اِنَّكُمْ سَتَجِدُوْنَ فِى الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ اٰمُرْبِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِىْ ، ثُمَّ اَخَذَ يَرْتَجِزُ اُعْلُ

banglainternet.com

هُبَلْ اُعْلُ هُبَلْ ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلاَ تُجِيْبُوْهُ لَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا نَقُوْلُ قَالَ قُوْلُوْا اللّٰهُ اَعْلٰى وَاَجَلُّ قَالَ اِنَّ لَنَا الْعُزّٰى وَلاَ عُزّٰى لَكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلاَ تُجِيْبُوْهُ لَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا نَقُوْلُ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُ مَوْلاَنَا وَلاَ مَوْلٰى لَكُمْ

২৮২৫ আমর ইব্ন খালিদ (র).....বারা ইব্ন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহুদ যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-কে পঞ্চাশ জন পদাতিক যোদ্ধার উপর আমীর নিযুক্ত করেন এবং বলেন, তোমরা যদি দেখ যে, আমাদেরকে পক্ষীকুল ছোঁ মেরে নিয়ে যাচ্ছে, তথাপি তোমরা আমার পক্ষ হতে সংবাদ প্রেরণ করা ব্যতীত স্বস্থান ত্যাগ করবে না। আর যদি তোমরা দেখ যে, আমরা শত্রু দলকে পরাস্ত করেছি এবং আমরা তাদেরকে পদদলিত করেছি, তখনও আমার পক্ষ হতে সংবাদ প্রেরণ করা ব্যতীত স্ব-স্থান ত্যাগ করবে না। অনন্তর মুসলমানগণ কাফিরদেরকে যুদ্ধে পরাস্ত করে দিল। বারা (রা) বলেন, আল্লাহ্র শপথ! আমি মুশরিকদের মহিলাদেরকে দেখতে পেলাম তারা নিজ পরিধেয় বস্ত্র উপরে উঠিয়ে পলায়ন করেছে। যাতে পায়ের অলঙ্কার ও পায়ের নলা উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা)-এর সহযোগীগণ বলতে লাগলেন, 'লোক সকল! এখন তোমরা গনীমতের মাল সংগ্রহ কর। তোমাদের সাথীরা বিজয় লাভ করেছে। আর অপেক্ষা কিসের?' তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবাইর (রা) বললেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাদেরকে যা বলেছিলেন, তা তোমরা ভুলে গিয়েছো?' তাঁরা বললেন, 'আল্লাহ্র শপথ, আমরা লোকদের সাথে মিলিত হয়ে গনীমতের মাল সংগ্রহে অংশগ্রহণ করব।' তারপর যখন তাঁরা স্বস্থান ত্যাগ করে নিজেদের লোকজনের নিকট পৌছল, তখন (কাফিরগণ কর্তৃক) তাঁদের মুখ ফিরিয়ে দেয়া হয় আর তাঁরা পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে থাকেন। এটা সে সময় যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে পেছন থেকে ডাকছিলেন। তখন নবী ﷺ -এর সঙ্গে বারজন লোক ব্যতীত অপর কেউই অবশিষ্ট ছিল না। কাফিরগণ এ সুযোগে মুসলমানদের সত্তর ব্যক্তিকে শহীদ করে ফেলে। এর পূর্বে বদর যুদ্ধে নবী ﷺ -ও তাঁর সাথীগণ মুশরিকদের সত্তরজনকে বন্দী ও সত্তর জনকে নিহত করেন। এ সময় আবূ সুফিয়ান তিনবার আওয়াজ দিল, 'লোকদের মধ্যে কি মুহাম্মদ জীবিত আছে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উত্তর দিতে নিষেধ করেন। পুনরায় তিনবার আওয়াজ দিল--'লোকদের মধ্যে কি আবূ কুহাফার পুত্র (আবূ বকর (রা) জীবিত আছে?' পুনরায় তিনবার আওয়াজ দিল, 'লোকদের মধ্যে কি খাত্তাবের পুত্র (উমর (রা) জীবিত আছে?' তারপর সে নিজ লোকদের নিকট গিয়ে বলল, 'এরা সবাই নিহত হয়েছে।' এ সময় উমর (রা) ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না। তিনি বলে উঠলেন, 'ওহে আল্লাহ্র শত্রু! আল্লাহ্র শপথ, তুমি মিথ্যা বলছো। যাঁদের তুমি নাম উচ্চারণ করেছো তাঁরা সবাই জীবিত আছেন। তোমাদের জন্য চরম পরিণতি অবশিষ্ট রয়েছে।' আবূ সুফিয়ান বলল, 'আজ বদরের দিনের প্রতিশোধ। যুদ্ধ তো বালতির ন্যায়। তোমরা তোমাদের লোকদের মধ্যে নাক-কান কর্তিত দেখবে, আমি এর আদেশ করিনি কিন্তু তা আমি অপছন্দও করিনি।' এরপর বলতে লাগল, 'হে হুবাল (মূর্তি)! তুমি উন্নত শির হও। হে হুবাল! তুমি উন্নত শির হও।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা এর উত্তর দিবে না?' তাঁরা বললেন, 'ইয়া

banglainternet.com

রাসূলাল্লাহ! আমরা কি বলব?' তিনি বললেন, 'তোমরা বল, আল্লাহ তা'আলাই সর্বোচ্চ মর্যাদাবান, তিনিই মাহিমান্বিত।' আবূ সুফিয়ান বলল, আমাদের জন্য উয্যা (দেবতা) রয়েছে, তোমাদের উয্যা নেই।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা কি তার উত্তর দিবে না?' বারা (রা) বলেন, 'সাহাবাগণ বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি বলব?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা বল, আল্লাহ আমাদের সাহায্যকারী বন্ধু, তোমাদের কোন সাহায্যকারী বন্ধু নেই।'

١٩٠٦. بَابُ اِذَا فَزِعُوْا بِاللَّيْلِ

১৯০৬. পরিচ্ছেদ ঃ রাতে যখন (শত্রুর) ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়

٢٨٢٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحْسَنَ النَّاسِ وَاَجْوَدَ النَّاسِ وَاَشْجَعَ النَّاسِ قَالَ وَقَدْ فَزِعَ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً سَمِعُوْا صَوْتًا ، قَالَ فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِىُّ ﷺ عَلٰى فَرَسٍ لاَبِىْ طَلْحَةَ عُرْىٍ وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوْا لَمْ تُرَاعُوْا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَدْتُهُ بَحْرًا يَعْنِىْ الْفَرَسَ

২৮২৬ কুতায়বা (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বাধিক সুন্দর, সর্বাধিক দানশীল ও সর্বাধিক শৌর্য-বীর্যের অধিকারী ছিলেন। আনাস (রা) বলেন, একবার এমন হয়েছিল যে, মদীনাবাসী রাতের বেলায় একটি আওয়াজ শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন, তখন নবী ﷺ আবূ তালহা (রা)-এর গদীবিহীন ঘোড়ায় আরোহণ করে তরবারী ঝুলিয়ে তাদের সম্মুখে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা ভয় পেয়ো না, তোমরা ভয় পেয়ো না।' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি এ ঘোড়াটিকে দ্রুতগামী পেয়েছি।'

١٩٠٧. بَابُ وَمَنْ رَأَى الْعَدُوَّ فَنَادَى بِاَعْلٰى صَوْتِهِ يَاصَبَاحَاهُ حَتّٰى يُسْمِعَ النَّاسَ

১৯০৭. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি শত্রু দেখে উচ্চস্বরে বলে, "বিপদ আসন্ন!" যাতে লোকদেরকে তা শুনাতে পারে

٢٨٢٧ حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الْغَابَةِ حَتّٰى اِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِىْ غُلاَمٌ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ قُلْتُ وَيْحَكَ مَابِكَ

banglainternet.com

قَالَ اُخِذَتْ لِقَاحُ النَّبِيِّ ﷺ قُلْتُ مَنْ اَخَذَهَا : قَالَ غَطَفَانُ وَفَزَارَةُ ، فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ اَسْمَعْتُ مَابَيْنَ لَابَتَيْهَا يَا صَبَاحَاهُ ثُمَّ انْدَفَعْتُ حَتّٰى اَلْقَاهُمْ وَقَدْ اَخَذُوْهَا ، فَجَعَلْتُ اَرْمِيْهِمْ وَاَقُوْلُ : اَنَا ابْنُ الْاَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ اَنْ يَشْرَبُوْا فَاَقْبَلْتُ بِهَا اَسُوْقُهَا فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ ﷺ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ وَاِنِّيْ اَعْجَلْتُهُمْ اَنْ يَشْرَبُوْا سَقْيَهُمْ فَابْعَثْ فِي اِثْرِهِمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْاَكْوَعِ : مَلَكْتَ فَاَسْجِحْ ، اِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِيْ قَوْمِهِمْ

২৮২৭ মক্কী ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র).....সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি গাবাহ্ নামক স্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হলাম। যখন আমি গাবাহর উঁচুস্থানে পৌছলাম, সেখানে আমার সাথে আবদুর রাহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর গোলামের সাক্ষাত হল। আমি বললাম, আশ্চর্য! তোমার কি হয়েছে? সে বলল, নবী ﷺ -এর দুগ্ধবতী উটনীগুলো ছিনতাই হয়েছে। আমি বললাম, কারা ছিনতাই করেছে? সে বলল, গাতফান ও ফাযারাহ্ গোত্রের লোকেরা। তখন আমি বিপদ, বিপদ বলে তিন বার চিৎকার দিলাম। আর মদীনার দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে যত লোক ছিল সকলকে আওয়ায শুনিয়ে দিলাম। এরপর আমি দ্রুত ছুটে গিয়ে ছিনতাইকারীদের পেয়ে গেলাম। তারা উটনীগুলোকে নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে থাকলাম। আর বলতে লাগলাম, আমি আকওয়ায়ের পুত্র (সালামা) আর আজ কমিনাদের ধ্বংসের দিন। আমি তাদের থেকে উটগুলো ছিনিয়ে নিলাম, তখনও তারা পানি পান করতে পারেনি। আর আমি সেগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে আসছিলাম। এ সময়ে নবী ﷺ -এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! লোকগুলো পিপাসার্ত। আমি এত দ্রুততার সাথে কাজ সেরেছি যে, তারা পানি পান করার অবকাশ পায়নি। শীঘ্র তাদের পেছনে সৈন্য পাঠিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন, 'হে ইব্‌ন আক্‌ওয়া! তুমি তাদের উপর জয়ী হয়েছ, এখন তাদের ব্যাপার ছাড়। তারা তাদের গোত্রের নিকট পৌছে গেছে, তথায় তাদের আতিথেয়তা হচ্ছে।'

١٩٠٨. بَابُ مَنْ قَالَ خُذْهَا وَاَنَا ابْنُ فُلَانٍ وَقَالَ سَلَمَةُ خُذْهَا وَاَنَا ابْنُ الْاَكْوَعِ

১৯০৮. পরিচ্ছেদ ঃ তীর নিক্ষেপকালে যে বলেছে, এটা লও (পালিও না) আমি অমুকের পুত্র। আর সালামা (ইব্‌ন আকওয়া (রা) তীর নিক্ষেপ কালে) বলেছেন, এটা লও (পালিও না) আমি আকওয়ার পুত্র।

٢٨٢٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ سَاَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا اَبَا عُمَارَةَ اَوَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ ، قَالَ

banglainternet.com

الْبَرَاءُ وَأَنَا أَسْمَعُ ، أَمَّا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يُوَلِّ يَوْمَئِذٍ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ أَخِذًا بِعِنَانِ بَغْلَتِهِ ، فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ فَجَعَلَ يَقُولُ : أَنَا النَّبِيُّ لاَ كَذِبْ ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ ، قَالَ فَمَا رُؤِيَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُ

২৮২৮ উবাইদুল্লাহ (র) .....আবূ ইসহাক (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বারা ইব্ন আযিব (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল এবং বলল, হে আবূ উমারাহ! আপনারা কি হুনাইনের যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিলেন? বারা (রা) বললেন, (আবু ইসহাক (র) বলেন), আর আমি তা শুনছিলাম, সেদিন তো রাসূলুল্লাহ ﷺ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেননি। আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারিস (রা) তাঁর খচ্চরের লাগাম ধরেছিলেন। যখন মুশরিকগণ তাঁকে ঘিরে ফেলল, তখন তিনি অবতরণ করলেন এবং বলতে লাগলেন, আমি আল্লাহ্‌র নবী, মিথ্যা নয়। আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান । তিনি (বারা) (রা) বলেন, সেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা সুদৃঢ় আর কাউকে দেখা যায়নি।

١٩٠٩. بَابُ إِذَا نَزَلَ الْعَدُوُّ عَلَى حُكْمِ رَجُلٍ

১৯০৯. পরিচ্ছেদ ঃ শত্রুপক্ষ কারো মীমাংসা মেনে (দুর্গ থেকে) বেরিয়ে আসলে

٢٨٢٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ هُوَ ابْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَعَثَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ ، فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ ، فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَؤُلاَءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ وَأَنْ تُسْبَى الذُّرِّيَّةُ قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ

২৮২৯ সুলাইমান ইব্ন হারব (র)..... আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন বনী কুরায়যার ইয়াহূদীরা সা'দ ইব্ন মুআয (রা)-এর মীমাংসায় দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে ডেকে পাঠান। আর তিনি তখন ঘটনাস্থলের নিকটেই ছিলেন। তখন সা'দ (রা) একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে আসলেন। যখন তিনি নিকটবর্তী হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা 'তোমাদের নেতার প্রতি দণ্ডায়মান হও।' তিনি এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট

banglainternet.com

বসলেন। তখন তাঁকে বললেন, 'এরা তোমার মীমাংসায় সম্মত হয়েছে। (কাজেই তুমিই তাদের ব্যাপারে ফয়সালা কর)।' সা'দ (রা) বলেন, 'আমি এই রায় ঘোষণা করছি যে, তাদের মধ্য থেকে যুদ্ধ করতে সক্ষমদেরকে হত্যা করা হবে এবং মহিলা ও শিশুদের বন্দী করা হবে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ফয়সালার অনুরূপ ফয়সালাই করেছ।'

١٩١٠. بَابُ قَتْلِ الْأَسِيْرِ وَقَتْلِ الصَّبْرِ

১৯১০. পরিচ্ছেদ ঃ বন্দীকে হত্যা করা এবং হাত পা বেঁধে হত্যা করা

٢٨٣٠ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلٰى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوْهُ

২৮৩০ ইসমাঈল (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, মক্কা বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ মাথায় শিরস্ত্রাণ পরিহিত অবস্থায় (মক্কায়) প্রবেশ করেন। যখন তিনি তা খুলে ফেললেন, এক ব্যক্তি এসে বললো, ইব্‌ন খাতাল্ কা'বার পর্দা ধরে জড়িয়ে আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তাকে হত্যা কর।'

١٩١١ بَابُ هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ وَمَنْ لَمْ يَسْتَأْسِرْ وَمَنْ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ

১৯১১. পরিচ্ছেদ ঃ স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ করবে কি? এবং যে বন্দীত্ব বরণ করেনি আর যে ব্যক্তি নিহত হওয়ার সময় দু' রাকআত (সালাত) আদায় করল

٢٨٣١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ بْنِ اَسِيْدِ بْنِ جَارِيَةَ الثَّقَفِيُّ ، وَهُوَ حَلِيْفٌ لِبَنِيْ زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَشَرَةَ رَهْطٍ سَرِيَّةً عَيْنًا ، وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيَّ جَدَّ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَانْطَلَقُوْا حَتّٰى اِذَا كَانُوْا بِالْهَدْاَةِ وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ذُكِرُوْا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ لِحْيَانَ فَنَفَرُوْا لَهُمْ قَرِيْبًا مِنْ مِائَتَيْ رَجُلٍ كُلُّهُمْ رَامٍ فَاقْتَصُّوْا اٰثَارَهُمْ

banglainternet.com

حَتّٰى وَجَدُوْا مَأْكَلَهُمْ تَمْرًا تَزَوَّدُوْهُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالُوْا هٰذَا تَمْرُ يَثْرِبَ فَاقْتَصُّوْا اٰثَارَهُمْ ، فَلَمَّا رَاٰهُمْ عَاصِمٌ وَاَصْحَابُهُ لَجَؤُا اِلٰى فَدْفَدٍ وَاَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ ، فَقَالُوْا لَهُمْ اَنْزِلُوْا فَاَعْطُوْنَا بِاَيْدِيْكُمْ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيْثَاقُ لَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ اَحَدًا فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ اَمِيْرُ السَّرِيَّةِ اَمَّا اَنَا فَوَاللّٰهِ لَا اَنْزِلُ الْيَوْمَ فِىْ ذِمَّةِ كَافِرٍ ، اَللّٰهُمَّ اَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوْا عَاصِمًا فِىْ سَبْعَةٍ ، فَنَزَلَ اِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ بِالْعَهْدِ وَالْمِيْثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الْاَنْصَارِىُّ وَابْنُ دَثِنَةَ وَرَجُلٌ اٰخَرُ ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوْا مِنْهُمْ اَطْلَقُوْا اَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَاَوْثَقُوْهُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هٰذَا اَوَّلُ الْغَدْرِ ، وَاللّٰهِ لَا اَصْحَبُكُمْ اِنَّ فِىْ هٰؤُلَاءِ لَاُسْوَةً يُرِيْدُ الْقَتْلٰى فَجَرَّرُوْهُ وَعَالَجُوْهُ عَلٰى اَنْ يَصْحَبَهُمْ فَاَبٰى فَقَتَلُوْهُ فَانْطَلَقُوْا بِخُبَيْبٍ وَابْنِ دَثِنَةَ حَتّٰى بَاعُوْهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ فَابْتَاعَ خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِرٍ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ اَسِيْرًا فَاَخْبَرَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيَاضٍ اَنَّ بِنْتَ الْحَارِثِ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهُمْ حِيْنَ اجْتَمَعُوْا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوْسٰى يَسْتَحِدُّ بِهَا فَاَعَارَتْهُ ، فَاَخَذَ ابْنًا لِىْ وَاَنَا غَافِلَةٌ حِيْنَ اَتَاهُ قَالَتْ فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلٰى فَخِذِهِ وَالْمُوْسٰى بِيَدِهِ ، فَفَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فِىْ وَجْهِىْ ، فَقَالَ تَخْشَيْنَ اَنْ اَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِاَفْعَلَ ذٰلِكَ ، وَاللّٰهِ مَا رَاَيْتُ اَسِيْرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ فَاللّٰهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا يَاْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ فِىْ يَدِهِ وَاِنَّهُ لَمُوْثَقٌ فِى الْحَدِيْدِ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرٍ ، وَكَانَتْ تَقُوْلُ اِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنَ اللّٰهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا فَلَمَّا خَرَجُوْا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوْهُ فِى الْحِلِّ ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ : ذَرُوْنِىْ اَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ، فَتَرَكُوْهُ

banglainternet.com

فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْلاَ اَنْ تَظُنُّوْا اَنَّ مَا بِىْ جَزَعٌ لَطَوَّلْتُهَا اَللّٰهُمَّ اَحْصِهِمْ عَدَدًا وَقَالَ

لَسْتُ اُبَالِىْ حِيْنَ اُقْتَلُ مُسْلِمًا * عَلٰى اَىِّ شِقٍّ كَانَ لِلّٰهِ مَصْرَعِىْ

وَذٰلِكَ فِىْ ذَاتِ الْاِلٰهِ وَاِنْ يَشَأْ * يُبَارِكْ عَلٰى اَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعٍ

فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ ، فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ لِكُلِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا ، فَاسْتَجَابَ اللّٰهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ اُصِيْبَ ، فَاَخْبَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ وَمَا اُصِيْبُوْا وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ اِلٰى عَاصِمٍ حِيْنَ حُدِّثُوْا اَنَّهُ قُتِلَ لِيُؤْتَوْا بِشَىْءٍ مِنْهُ يُعْرَفُ ، وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ فَبُعِثَ عَلٰى عَاصِمٍ مِثْلُ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ فَحَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلٰى اَنْ يَقْطَعُوْا مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا

২৮৩১ আবুল ইয়ামান (র).....আমর ইব্ন আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ ব্যক্তিকে গোয়েন্দা হিসেবে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেন এবং আসিম ইব্ন সাবিত আনসারীকে তাঁদের দলপতি নিযুক্ত করেন। যিনি আসিম ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাবের মাতামহ ছিলেন। তাঁরা রওয়ানা হয়ে গেলেন, যখন তাঁরা উসফান ও মক্কার মধ্যবর্তী হাদআত নামক স্থানে পৌছেন, তখন হুযায়েল গোত্রের একটি প্রশাখা যাদেরকে লেহ্ইয়ান বলা হয় তাদের কাছে তাঁদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তারা প্রায় দু'শত তীরন্দাজ ব্যক্তিকে তাঁদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করে। এরা তাঁদের চিহ্ন অনুসরণ করে চলতে থাকে। সাহাবীগণ মদীনা থেকে সাথে নিয়ে আসা খেজুর যেখানে বসে খেয়েছিলেন, অবশেষে এরা সে স্থানের সন্ধান পেয়ে গেল, তখন এরা বলল, ইয়াসরিবের খেজুর। এরপর এরা তাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে লাগল। যখন আসিম ও তাঁর সাথীগণ এদের দেখলেন, তখন তাঁরা একটি উঁচু স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। আর কাফিরগণ তাঁদের ঘিরে ফেলল এবং তাঁদেরকে বলতে লাগল, তোমরা অবতরণ কর ও স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণ কর। আমরা তোমাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে আমরা হত্যা করব না। তখন গোয়েন্দা দলের নেতা আসিম ইব্ন সাবিত (রা) বললেন, 'আল্লাহ্র কসম! আমি তো আজ কাফিরদের নিরাপত্তায় অবতরণ করবো না। হে আল্লাহ! আমাদের পক্ষ থেকে আপনার নবীকে সংবাদ পৌছিয়ে দিন।' অবশেষে কাফিরগণ তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করল। আর তারা আসিম (রা) সহ সাত জনকে শহীদ করলো। এরপর অবশিষ্ট তিন জন খুবাইব আনসারী, যায়দ ইব্ন দাসিনা (রা) ও অপর একজন তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করে তাঁদের নিকট অবতরণ করলেন। যখন কাফিররা তাদেরকে আয়ত্বে নিয়ে নিল, তখন তারা তাদের ধনুকের রশি খুলে ফেলে (সেই রশি দিয়ে) তাঁদের বেঁধে ফেললো। তখন

banglainternet.com

তৃতীয় জন বলে উঠলেন, 'সূচনাতেই বিশ্বাসঘাতকতা! আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের সাথে যাবো না, আমি তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করব, যাঁরা শাহাদাত বরণ করেছেন।' কাফিরগণ তাঁকে তাদের সঙ্গে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি যেতে অস্বীকার করেন। তখন তারা তাঁকে শহীদ করে ফেলে এবং তারা খুবাইব ও ইব্‌ন দাসিনাকে নিয়ে চলে যায়। অবশেষে তাঁদের উভয়কে মক্কায় বিক্রয় করে ফেলে। এ বদর যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের কথা। তখন খুবাইবকে হারিস ইব্‌ন আ'মিরের পুত্রগণ ক্রয় করে নেয়। আর বদর যুদ্ধের দিন খুবাইব (রা) হারিস ইব্‌ন আমিরকে হত্যা করেছিলেন। খুবাইব (রা) কিছু দিন তাদের নিকট বন্দী থাকেন। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন, আমাকে উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন আয়ায্ অবহিত করেছেন, তাঁকে হারিসের কন্যা জানিয়েছে যে, যখন হারিসের পুত্রগণ খুবাইব (রা)-কে শহীদ করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিল, তখন তিনি তার নিকট থেকে ক্ষৌর কাজ সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে একটা ক্ষুর ধার চাইলেন। তখন হারিসের কন্যা তাকে একখানা ক্ষুর ধার দিল। (সে বলেছে) সে সময় ঘটনাক্রমে আমার এক ছেলে আমার অজ্ঞাতে খুবাইবের নিকট চলে যায় এবং আমি দেখলাম যে, আমার ছেলে খুবাইবের উরুর উপর বসে রয়েছে এবং খুবাইবের হাতে রয়েছে ক্ষুর। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। খুবাইব আমার চেহারা দেখে বুঝতে পারলেন যে, আমি ভয় পাচ্ছি। তখন তিনি বললেন, তুমি কি এ ভয় করো যে, আমি এ শিশুটিকে হত্যা করে ফেলব? কখনো আমি তা করব না। (হারিসের কন্যা বলল) আল্লাহ্‌র কসম! আমি খুবাইবের ন্যায় উত্তম বন্দী কখনো দেখিনি। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি একদিন দেখলাম, তিনি লোহার শিকলে আবদ্ধ অবস্থায় আঙ্গুর ছড়া থেকে খাচ্ছেন, যা তাঁর হাতেই ছিল। অথচ এসময় মক্কায় কোন ফলই পাওয়া যাচ্ছিল না। হারিসের কন্যা বলতো, এ তো ছিল আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রদত্ত জীবিকা, যা তিনি খুবাইবকে দান করেছেন। এরপর তারা খুবাইবকে শহীদ করার উদ্দেশ্যে হেরেম থেকে হিল্লের দিকে নিয়ে বের হয়ে পড়ল, তখন খুবাইব (রা) তাদের বললেন, আমাকে দু'রাকআত সালাত আদায় করতে দাও। তারা তাঁকে সে অনুমতি দান করল। তিনি দু'রাকআত সালাত আদায় করে নিলেন। তারপর তিনি বললেন, 'তোমরা যদি ধারণা না করতে যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি তবে আমি সালাতকে দীর্ঘায়িত করতাম। হে আল্লাহ! তাদেরকে এক এক করে ধ্বংস করুন।' তারপর তিনি এ কবিতা দু'টি আবৃত্তি করলেন ঃ 'যখন আমি মুসলিম হিসাবে শহীদ হচ্ছি তখন আমি কোন রূপ ভয় করি না। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে আমাকে যেখানেই মাটিতে লুটিয়ে ফেলা হোক না কেন, (তাতে আমার কিছু যায় আসে না)। আমার এ মৃত্যু আল্লাহ তা'আলার জন্যই হচ্ছে। তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমার দেহের প্রতিটি খন্ডিত জোড়াসমূহে বরকত সৃষ্টি করে দিবেন।" অবশেষে হারিসের পুত্র তাঁকে শহীদ করে ফেলে। বস্তুত যে মুসলিম ব্যক্তিকে বন্দী অবস্থায় শহীদ করা হয় তার জন্য দু'রাকআত সালাত আদায়ের এ রীতি খুবাইব (রা)-ই প্রবর্তন করে গেছেন। যে দিন আসিম (রা) শাহাদত বরণ করেছিলেন, সেদিন আল্লাহ তা'আলা তাঁর দু'আ কবুল করেছিলেন। সেদিনই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবাগণকে তাঁদের সংবাদ ও তাঁদের উপর যা' যা' আপতিত হয়েছিল সবই অবহিত করেছিলেন। আর যখন কুরাইশ কাফিরদেরকে এ সংবাদ পৌছানো হয় যে, আসিম (রা)-কে শহীদ করা হয়েছে তখন তারা তাঁর নিকট এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করে, যাতে সে ব্যক্তি তাঁর মরদেহ থেকে কিছু অংশ কেটে নিয়ে আসে। যেন তারা তা দেখে চিনতে পারে। কারণ, বদর যুদ্ধের দিন আসিম (রা) কুরাইশদের জনৈক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলেন। আসিমের মরদেহের (হেফাজতের জন্য) মৌমাছির ঝাঁক প্রেরিত হল (এই মৌমাছিরা) তাঁর দেহ আবৃত করে রেখে তাদের ষড়যন্ত্র থেকে হেফাজত করল। ফলে তারা তাঁর দেহ হতে কোন এক টুকরা গোশ্‌ত কেটে নিতে সক্ষম হয়নি।

banglainternet.com

١٩١٢. بَابُ فَكَاكِ الْأَسِيْرِ فِيْهِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

১৯১২. পরিচ্ছেদ ঃ বন্দীকে মুক্ত করা। এ বিষয়ে আবূ মূসা (রা) কর্তৃক নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত রয়েছে

٢٨٣٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فُكُّوا الْعَانِىَ ، يَعْنِى الْاَسِيْرَ ، وَاَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيْضَ

২৮৩২ কুতাইবা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবূ মূসা (আশয়ারী) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা বন্দীকে মুক্ত কর, ক্ষুধার্তকে আহার দান কর এবং রুগীর সেবা-শুশ্রূষা কর।

٢٨٣٣ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ اَنَّ عَامِرًا حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِعَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْىِ اِلَّا مَافِىْ كِتَابِ اللّٰهِ قَالَ لَا وَالَّذِىْ فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا اَعْلَمُهُ اِلَّا فَهْمًا يُعْطِيْهِ اللّٰهُ رَجُلًا فِى الْقُرْاٰنِ وَمَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قُلْتُ وَمَا فِىْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ الْاَسِيْرِ ، وَاَنْ لَايُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

২৮৩৩ আহ্মদ ইব্ন ইউনুস (র).....আবূ জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ্র কুরআনে যা কিছু আছে তা ছাড়া আপনাদের নিকট ওহীর কোন কিছু আছে কি? তিনি বললেন, না, সে আল্লাহ তা'আলার কসম! যিনি শস্যদানাকে বিদীর্ণ করেন এবং প্রাণী সৃষ্টি করেন। আল্লাহ্ কুরআন সম্পর্কে মানুষকে যে জ্ঞান দান করেছেন এবং সহীফার মধ্যে যা রয়েছে, এ ছাড়া আমি আর কিছু জানি না। আমি বললাম, এ সহীফাটিতে কি আছে? তিনি বললেন, 'দীয়াতের বিধান, বন্দী মুক্তকরণ এবং কোন মুসলিমকে যেন কোন কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা না হয় (এ সম্পর্কিত নির্দেশ)।'

١٩١٣. بَابُ فِدَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ

১৯১৩. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের মুক্তিপণ

banglainternet.com

٢٨٣٤ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رِجَالاً مِنَ الْاَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ اُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ فَقَالَ لاَ تَدَعُوْنَ مِنْهَا دِرْهَمًا ، وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَجَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِيْ فَاِنِّيْ فَادَيْتُ نَفْسِيْ وَفَادَيْتُ عَقِيْلاً فَقَالَ خُذْ فَاَعْطَاهُ فِيْ ثَوْبِهِ

২৮৩৪ ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ উয়াইস (র)...আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, আনসারীগণের কয়েকজন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট অনুমতি চেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি আমাদের অনুমতি দান করেন, তবে আমরা আমাদের ভাগ্নে আব্বাসের মুক্তিপণ ছেড়ে দিতে পারি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, একটি দিরহামও ছেড়ে দিবে না। ইব্‌রাহীম (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ -এর নিকট বাহরাইন থেকে অর্থ-সম্পদ আনা হয়। তখন তাঁর নিকট আব্বাস (রা) এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু দিন। আমি আমার নিজের মুক্তিপণ আদায় করেছি এবং আকীলেরও মুক্তিপণ আদায় করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিয়ে নিন এবং তাঁর কাপড়ে দিয়ে দিলেন।

٢٨٣٥ حَدَّثَنِيْ مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ جَاءَ فِيْ اُسَارَى بَدْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ

২৮৩৫ মাহমুদ (র).....জুবাইর (ইব্‌ন মুতয়িম) (রা) থেকে বর্ণিত, আর তিনি (কাফির থাকা অবস্থায়) বদর যুদ্ধে বন্দীদের মুক্ত করার জন্য (রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট) এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে মাগরিবের সালাতে সূরায়ে তূর পড়তে শুনেছি।

١٩١٤. بَابُ الْحَرْبِيِّ اِذَا دَخَلَ دَارَ الْاِسْلاَمِ بِغَيْرِ اَمَانٍ

১৯১৪. পরিচ্ছেদঃ হারবী (দারুল হারবের অধিবাসী) যদি নিরাপত্তা ব্যতীত দারুল ইসলামে প্রবেশ করে

٢٨٣٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا اَبُو الْعُمَيْسِ عَنْ اِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ فِيْ سَفَرٍ فَجَلَسَ عِنْدَ اَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُطْلُبُوْهُ وَاقْتُلُوْهُ فَنَفَلَهُ سَلَبَهُ يَعْنِيْ اَعْطَاهُ

banglainternet.com

২৮৩৬ আবূ নুআঈম (র)..... সালামা ইব্‌ন আক্‌ওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর কোন এক সফরে মুশরিকদের একদল গুপ্তচর তাঁর নিকট এল এবং তাঁর সাহাবীগণের সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলতে লাগল ও কিছুক্ষণ পরে চলে গেল। তখন নবী ﷺ বললেন, 'তাকে খুঁজে আন এবং হত্যা কর।' নবী ﷺ তার মালপত্র হত্যাকারীকে দিয়ে দিলেন।

١٩١٥. بَابُ يُقَاتَلُ عَنْ اَهْلِ الذِّمَّةِ وَلاَ يُسْتَرَقُّوْنَ

১৯১৫. পরিচ্ছেদ ঃ জিম্মীদের নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে গোলাম বানানো যাবে না

٢٨٣٧ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَاُوْصِيْهِ بِذِمَّةِ اللّٰهِ وَ ذِمَّةِ رَسُوْلِهِ ﷺ اَنْ يُوْفٰى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ وَاَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ وَلاَ يُكَلَّفُوْا اِلاَّ طَاقَتَهُمْ

২৮৩৭ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (আমার পর যিনি খলীফা হবেন) আমি তাঁকে এ অসীয়ত করছি যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে কাফিরদের সাথে কৃত অঙ্গীকার যেন যথাযথভাবে পূরণ করা হয়, তাদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে যুদ্ধ করা হয়, তাদের সামর্থ্যের বাইরে তাদের উপর যেন জিযিয়া (নিরাপত্তা কর) ধার্য করা না হয়।'

١٩١٦. بَابُ هَلْ يُسْتَشْفَعُ اِلٰى اَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مُعَامَلَتِهِمْ

১৯১৬. পরিচ্ছেদ ঃ জিম্মীদের জন্য সুপারিশ করা যাবে কি এবং তাদের সাথে আচার-আচরণ

١٩١٧. بَابُ جَوَائِزِ الْوَفْدِ

১৯১৭. পরিচ্ছেদ ঃ প্রতিনিধি দলকে উপঢৌকন প্রদান

٢٨٣٨ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْخَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ ثُمَّ بَكٰى حَتّٰى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصْبَاءَ ، فَقَالَ اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فَقَالَ ائْتُوْنِىْ بِكِتَابٍ اَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ اَبَدًا فَتَنَازَعُوْا وَلاَ يَنْبَغِىْ عِنْدَ نَبِىٍّ تَنَازُعٌ ، فَقَالُوْا اَهَجَرَ رَسُوْلُ

banglainternet.com

اللّٰهِ ﷺ قَالَ دَعُوْنِىْ فَالَّذِىْ اَنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُوْنِىْ اِلَيْهِ ، وَاَوْصٰى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ ، اَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ ، وَاَجِيْزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ اُجِيْزُهُمْ ، وَنَسِيْتُ الثَّالِثَةَ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَالَ يَعْقُوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَاَلْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَقَالَ مَكَّةُ وَالْمَدِيْنَةُ وَالْيَمَامَةُ وَالْيَمَنُ، وَقَالَ يَعْقُوْبُ : وَالْعَرْجُ اَوَّلُ تِهَامَةَ

২৮৩৮ কাবীসা (র).....ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি (কোন এক সময়) বললেন, বৃহস্পতিবার! হায় বৃহস্পতিবার! এরপর তিনি কাঁদতে শুরু করলেন, এমনকি তাঁর অশ্রুতে (যমিনের) কঙ্করগুলো সিক্ত হয়ে গেল। আর তিনি বলতে লাগলেন, 'বৃহস্পতিবারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রোগ যাতনা বেড়ে যায়। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার জন্য লিখার কোন জিনিস নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখিয়ে দিব। যাতে এরপর তোমরা কখনও পথভ্রষ্ট না হও। এতে সাহাবীগণ পরস্পরে মতপার্থক্য করেন। অথচ নবীর সম্মুখে মতপার্থক্য সমীচীন নয়। তাদের কেউ কেউ বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়া ত্যাগ করছেন?' তিনি বললেন, 'আচ্ছা, আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। তোমরা আমাকে যে অবস্থার দিকে আহবান করছো তার চেয়ে আমি যে অবস্থায় আছি তা উত্তম।' অবশেষে তিনি ইন্তিকালের সময় তিনটি বিষয়ে ওসীয়ত করেন। (১) মুশরিকদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে বিতাড়িত কর, (২) প্রতিনিধি দলকে আমি যেরূপ উপঢৌকন দিয়েছি তোমরাও অনুরূপ দিও (রাবী বলেন) তৃতীয় ওসীয়তটি আমি ভুলে গিয়েছি। আবূ আব্দুল্লাহ (র) বলেন, ইব্ন মুহাম্মদ (র) ও ইয়াকূব (র) বলেন, আমি মুগীরা ইব্ন আবদুর রাহমানকে জাযীরাতুল আরব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন, তাহলো মক্কা, মদীনা ইয়ামামা ও ইয়ামান। ইয়াকূব (র) বলেন, 'তিহামা আরম্ভ হল 'আরজ থেকে।'

١٩١٨. بَابُ التَّجَمُّلِ لِلْوُفُوْدِ

১৯১৮. পরিচ্ছেদ ঃ প্রতিনিধিদলের আগমন উপলক্ষে সুসজ্জিত হওয়া

٢٨٣٩ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ اِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِى السُّوْقِ فَاَتٰى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِبْتَعْ هٰذِهِ الْحُلَّةَ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيْدِ وَلِلْوُفُوْدِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ اَوْ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ، ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ بِجُبَّةِ دِيْبَاجٍ فَاَقْبَلَ بِهَا عُمَرُ حَتّٰى

banglainternet.com

اَتٰى بِهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ اِنَّمَا هٰذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ اَوْ اِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ ، ثُمَّ اَرْسَلْتَ اِلَىَّ بِهٰذِهِ ، فَقَالَ تَبِيْعُهَا اَوْ تُصِيْبُ بِهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ .

২৮৩৯ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র).....(আবদুল্লাহ) ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) একজোড়া রেশমী কাপড় বাজারে বিক্রি হতে দেখতে পেলেন। তিনি তা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট নিয়ে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ এ রেশমী কাপড় জোড়া আপনি খরীদ করুন এবং ঈদ ও প্রতিনিধিদল আগমন উপলক্ষে এর দ্বারা আপনি সুসজ্জিত হবেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এ লেবাস তো তার (আখিরাতে) যার কোন অংশ নেই। অথবা (বলেন, রাবীর সন্দেহ) এরূপ লেবাস সে-ই পরিধান করে (আখিরাতে) যার কোন অংশ নাই।' এ অবস্থায় উমর (রা) কিছুদিন অবস্থান করেন, যে পরিমাণ সময় আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছে ছিল। এরপর নবী ﷺ একটি রেশমী জুব্বা উমর (রা)-এর নিকট পাঠিয়ে দেন। তিনি তা নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ! আপনি বলেছিলেন যে, এ তো তারই লেবাস (আখিরাতে) যার কোন অংশ নাই, কিংবা (রাবীর সন্দেহ) এ লেবাস তো সে-ই পরিধান করে, যার (আখিরাতে) কোন অংশ নাই। এরপরও আপনি তা আমার জন্য প্রেরণ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, (এজন্য প্রেরণ করেছি যে,) তুমি তা বিক্রয় করে ফেলবে অথবা (রাবীর সন্দেহ) বলেছেন, (এজন্য প্রেরণ করেছি যে), তুমি তা তোমার কোন কাজে লাগাবে।

١٩١٩. بَابُ كَيْفَ يُعْرَضُ الْاِسْلاَمُ عَلَى الصَّبِىِّ

১৯১৯. পরিচ্ছেদ ঃ কিভাবে শিশু-কিশোরদের নিকট ইসলাম পেশ করা হবে?

٢٨٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَخْبَرَنِىْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ فِىْ رَهْطٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ حَتّٰى وَجَدُوْهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ اُطُمِ بَنِىْ مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَئِذٍ ابْنُ صَيَّادٍ يَحْتَلِمُ فَلَمْ يَشْعُرْ بِشَىْءٍ حَتّٰى ضَرَبَ النَّبِىُّ ﷺ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَتَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَظَرَ اِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ ، فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ الْاُمِّيِّيْنَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَتَشْهَدُ اَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاَنْكَرَهُ النَّبِىُّ ﷺ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَاذَا تَرٰى ، قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ يَاْتِيْنِىْ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ خُلِّطَ

banglainternet.com

عَلَيْكَ الْاَمْرُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنِّىْ قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْئًا قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّخُّ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُ وَقَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِئْذَنْ لِىْ فِيْهِ اَضْرِبْ عُنُقَهُ ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِىْ قَتْلِهِ * قَالَ ابْنُ عُمَرَ اِنْطَلَقَ النَّبِىُّ ﷺ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ يَأْتِيَانِ النَّخْلَ الَّذِىْ فِيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ حَتّٰى اِذَا دَخَلَ النَّخْلَ طَفِقَ النَّبِىُّ ﷺ يَتَّقِىْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ ابْنَ صَيَّادٍ اَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلٰى فِرَاشِهِ فِىْ قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا رَمْزَةٌ ، فَرَاَتْ اُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِىْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ اَىْ صَافُ وَهُوَ اِسْمُهُ فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَوْتَرَكَتْهُ بَيَّنَ وَقَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ فِى النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنِّىْ اُنْذِرُكُمُوْهُ وَمَا مِنْ نَبِىٍّ اِلَّا وَقَدْ اَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، لَقَدْ اَنْذَرَهُ نُوْحٌ قَوْمَهُ ، وَلٰكِنْ سَاَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِىٌّ لِقَوْمِهِ : تَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ اَعْوَرُ ، وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ

২৮৪০ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) কয়েকজন সাহাবীসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ইব্ন সাইয়াদের কাছে যান । তাঁরা তাকে বনী মাগালার টিলার উপর ছেলে-পেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করতে দেখতে পান। আর এ সময় ইব্ন সাইয়াদ বালিগ হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর (আগমন সম্পর্কে) সে কোন কিছু টের না পেতেই নবী ﷺ তার পিঠে হাত দিয়ে মৃদু আঘাত করলেন। এরপর নবী ﷺ বললেন, (হে ইব্ন সাইয়াদ!) তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসূল? তখন ইব্ন সাইয়াদ তাঁর প্রতি তাকিয়ে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মী লোকদের রাসূল। ইব্ন সাইয়াদ নবী ﷺ-কে বলল, আপনি কি এ সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল? নবী ﷺ তাকে বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর সকল রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। নবী ﷺ তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি দেখ? ইব্ন সাইয়াদ বলল, আমার নিকট সত্য সংবাদ ও মিথ্যা সবাদ সবই আসে। নবী ﷺ বললেন, প্রকৃত অবস্থা তোমার নিকট সত্য- মিথ্যা মিশ্রিত হয়ে আছে। নবী ﷺ আরও বললেন, আচ্ছা! আমি আমার অন্তরে তোমার জন্য কিছু কথা গোপন রেখেছি (বলতো তা' কি?) ইব্ন সাইয়াদ বলল, তা' হচ্ছে ধুঁয়া। নবী ﷺ বললেন, আরে থাম, তুমি তোমার সীমার বাইরে যেতে পার না। উমর (রা) বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নবী ﷺ বললেন, যদি

banglainternet.com

সে প্রকৃত দাজ্জাল হয়, তবে তুমি তাকে কাবু করতে পারবে না আর যদি সে দাজ্জাল না হয়, তবে তাকে হত্যা করে তোমার কোন লাভ নেই। ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ও উবাই ইব্‌ন কা'ব (রা) উভয়ে সে খেজুর বৃক্ষের নিকট গমন করেন, যেখানে ইব্‌ন সাইয়াদ অবস্থান করছিল। যখন নবী ﷺ সেখানে পৌঁছলেন, তখন তিনি খেজুর ডালের আড়ালে চলতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে, ইব্‌ন সাইয়াদের অজ্ঞাতসারে তিনি তার কিছু কথা শুনে নিবেন। ইব্‌ন সাইয়াদ নিজ বিছানা পেতে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল এবং কি কি যেন গুণগুণ করছিল। তার মা নবী ﷺ -কে দেখে ফেলেছিল যে, তিনি খেজুর বৃক্ষ ডালের আড়ালে আসছেন। তখন সে ইব্‌ন সাইয়াদকে বলে উঠল, হে সাফ! আর এ ছিল তার নাম। সে দ্রুত উঠে দাঁড়াল। তখন নবী ﷺ বললেন, মহিলাটি যদি তাকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিত, তবে তার ব্যাপারটা প্রকাশ পেয়ে যেত। আর সালিম (র) বলেন, ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, এরপর নবী লোকদের মাঝে দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ তা'আলার যথাযথ প্রশংসা করলেন। তারপর দাজ্জাল সম্পর্কে উল্লেখ করলেন। আর বললেন, আমি তোমাদের দাজ্জাল থেকে সতর্ক করে দিচ্ছি। প্রত্যেক নবীই তাঁর সম্প্রদায়কে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। নূহ (আ) তাঁর সম্প্রদায়কেও দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। কিন্তু আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে এমন একটি কথা জানিয়ে দিব, যা কোন নবী তাঁর সম্প্রদায়কে জানান নি। তোমরা জেনে রেখ যে, সে হবে কানা আর অবশ্যই আল্লাহ কানা নন।

١٩٢٠. بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْيَهُوْدِ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا قَالَهُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ

১৯২০. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়াহুদীদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী ঃ "ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপত্তা লাভ করবে"। এ বাণী মাকবুরী আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন

١٩٢١. بَابُ اِذَا اَسْلَمَ قَوْمٌ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَهُمْ مَالٌ وَاَرْضُوْنَ فَهِيَ لَهُمْ

১৯২১. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কোন সম্প্রদায় দারুল হারবে ইসলাম গ্রহণ করে, আর তাদের ধন-সম্পদ ও জমিজমা থাকলে তা তাদেরই থাকবে

٢٨٤٧ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِيْ حَجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مَنْزِلاً ، ثُمَّ قَالَ : نَحْنُ نَازِلُوْنَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِيْ كِنَانَةَ الْمُحَصَّبِ حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ وَذٰلِكَ اَنَّ بَنِيْ كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِيْ هَاشِمٍ اَنْ لاَ يُبَايِعُوْهُمْ وَلاَ يُؤْوُوْهُمْ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِيْ

banglainternet.com

২৮৪৭ মাহমুদ (র)..... উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আগামীকাল আপনি মক্কায় পৌঁছে কোথায় অবতরণ করবেন? তিনি

বললেন, আকীল কি আমাদের জন্য কোন ঘর বাড়ি অবশিষ্ট রেখেছে? এরপর বললেন, আমরা আগামীকাল খায়ফে বানূ কানানার মুহাস্সাব নামক স্থানে অবতরণ করব। যেখানে কুরায়েশ লোকেরা কুফরীর উপর শপথ করেছিল। আর তা হচ্ছে এই যে, বানূ কানানা ও কুরায়েশগণ একত্রে এ শপথ করেছিল যে, তারা বানূ হাশেমের সহিত ক্রয়-বিক্রয় করবে না এবং তাদের নিজগৃহে আশ্রয়ও দিবে না। যুহরী (র) বলেন, খায়ফ হচ্ছে একটি উপত্যকা।

٢٨٤٢ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعٰى هُنَيًّا عَلَى الْحِمٰى ، فَقَالَ يَاهُنَىُّ اُضْمُمْ جَنَاحَكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ مُسْتَجَابَةٌ ، وَاَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ ، وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ ، وَاِيَّاىَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ فَاِنَّهُمَا اِنْ تَهْلِكْ مَا شِيَتُهُمَا يَرْجِعَا اِلٰى زَرْعٍ وَ نَخْلٍ وَاِنَّ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ ، وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ اِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا ، يَأْتِنِىْ بِبَنِيْهِ فَيَقُوْلُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَفَتَارِكُهُمْ اَنَا لَا اَبَالَكَ فَالْمَاءُ وَالْكَلَاُ اَيْسَرُ عَلَىَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَاَيْمُ اللّٰهِ اِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ اَنْ قَدْ ظَلَمْتُهُمْ اِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ فَقَاتَلُوْا عَلَيْهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ ، وَاَسْلَمُوْا عَلَيْهَا فِى الْاِسْلَامِ ، وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْلَا الْمَالُ الَّذِىْ اَحْمِلُ عَلَيْهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا

২৮৪২ ইসমাঈল (র).....আসলামা (রা) থেকে বর্ণিত, উমর (রা) হুনাইয়া নামক তাঁর এক আযাদকৃত গোলামকে সরকারী চারণভূমির তত্ত্বাবধানে নিয়োগ করেন। আর তাকে আদেশ করেন, হে হুনাইয়া! মুসলমানদের সাথে অত্যন্ত বিনয়ী থাকবে, মজলুমের বদ দুআ থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ, মজলুমের দু'আ কবূল হয়। আর স্বল্প সংখ্যক উট ও স্বল্প সংখ্যক বকরীর মালিককে এ (চারণভূমিতে) প্রবেশ করতে দিবে। আর আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ ও উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর পশু ব্যাপারে সর্তক থাকবে (প্রবেশ করতে দিবে না)। কেননা যদি তাঁদের পশুগুলো ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তাঁরা তাঁদের কৃষি ক্ষেত ও খেজুর বাগানের প্রতি মনোনিবেশ করবেন। কিন্তু স্বল্প সংখ্যক উট-বকরীর মালিকদের পশু ধ্বংস হয়ে গেলে তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হবে। আর বলবে, হে আমীরুল মুমিনীন! হে আমীরুল মুমিনীন! আমি কি তাদের বঞ্চিত করতে পারব? হে অবুঝ! সুতরাং পানি ও ঘাস দেওয়া আমার পক্ষে সহজ, স্বর্ণ-রৌপ্য দেওয়ার চাইতে। আল্লাহর শপথ! এ সব লোকেরা মনে করবে, আমি তাদের প্রতি জুলুম করেছি। এটা তাদেরই শহর, জাহেলী যুগে তারা এতে যুদ্ধ করেছে, ইসলামের যুগে তারা এতেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে মহান আল্লাহর শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, যে সব ঘোড়ার উপর আমি যোদ্ধাগণকে আল্লাহর

banglainternet.com

রাস্তায় আরোহণ করিয়ে থাকি যদি সেগুলো না হতো তবে আমি তাদের দেশের এক বিঘত পরিমাণ জমিও সংরক্ষণ করতাম না।

١٩٢٢. بَابُ كِتَابَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ

১৯২২. পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম কর্তৃক লোকদের নাম তালিকাভুক্ত করা

٢٨٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اُكْتُبُوا لِيْ مَنْ يَلْفِظُ بِالْإِسْلَامِ مِنَ النَّاسِ فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةِ رَجُلٍ ، فَقُلْنَا نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَخَمْسُمِائَةٍ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا ابْتُلِينَا حَتّٰى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّيْ وَحْدَهُ وَهُوَ خَائِفٌ

২৮৪৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, মানুষের মধ্যে যারা ইসলামের কলেমা উচ্চারণ করেছে, তাদের নাম তালিকাভুক্ত করে আমাকে দাও। হুযাইফা (রা) বলেন, তখন আমরা একহাজার পাঁচশ' লোকের নাম তালিকাভুক্ত করে তাঁর নিকট পেশ করি। তখন আমরা বলতে লাগলাম, আমরা একহাজার পাঁচশত লোক, এক্ষণে আমাদের ভয় কিসের? (রাবী) হুযাইফা (রা) বলেন, পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে, আমরা এমনভাবে ফিতনায় পতিত হয়েছি যাতে লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় একা একা সালাত আদায় করছে।

٢٨٤٤ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ فَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسَمِائَةٍ ، وَقَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ مَابَيْنَ سِتَّمِائَةٍ إِلٰى سَبْعَمِائَةٍ

২৮৪৪ আবদান (র).....আ'মাশ (র) থেকে এ রিওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন, তাতে উল্লেখ হয়েছে, আমরা তাদের পাঁচশ' পেয়েছি। আবূ মুয়াবিয়ার বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে, ছয়শ' হতে সাতশ' এর মাঝামাঝি।

٢٨٤٥ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْ مَعْبَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ كُتِبْتُ فِيْ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَامْرَأَتِيْ حَاجَّةٌ ، قَالَ ارْجِعْ ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

banglainternet.com

২৮৪৫ আবূ নু'আইম (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ অমুক অমুক যুদ্ধে আমার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে আর আমার স্ত্রী

হজ্জ আদায়ের সংকল্প করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'ফিরে যাও এবং তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ করে নাও।'

١٩٢٣. بَابُ اِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

১৯২৩. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তা'আলা মন্দ লোকের দ্বারা কখনো কখনো দীনের সাহায্য করেন

٢٨٤٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِى الْاِسْلاَمَ ، هٰذَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيْدًا فَاَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ ، فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ الَّذِىْ قُلْتَ اَنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَاِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيْدًا وَقَدْ مَاتَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِلَى النَّارِ قَالَ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ اَنْ يَرْتَابَ فَبَيْنَمَا هُمْ عَلٰى ذٰلِكَ اِذْ قِيْلَ اَنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلٰكِنَّ بِهِ جِرَاحًا شَدِيْدًا ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَاُخْبِرَ النَّبِىُّ ﷺ بِذٰلِكَ فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ثُمَّ اَمَرَ بِلاَلاً فَنَادَى بِالنَّاسِ اَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلاَّ نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيُؤَيِّدُ هٰذَا الدِّيْنَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

২৮৪৬ আবুল ইয়ামান ও মাহমুদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে এক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি ইসলামের দাবীদার এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, এ ব্যক্তি জাহান্নামী অথচ যখন যুদ্ধ শুরু হল, তখন সে লোকটি ভীষণ যুদ্ধ করল এবং আহত হল। তখন বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে লোকটি সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন, সে লোকটি জাহান্নামী। আজ সে ভীষণ যুদ্ধ করেছে এবং মারা গেছে। নবী ﷺ বললেন, সে জাহান্নামে গেছে। রাবী বলেন, একথার উপর কারো কারো অন্তরে এ বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টির উপক্রম হয় এবং তাঁরা এ সম্পর্কিত কথাবার্তায় রয়েছেন, এসময় সংবাদ এল যে, লোকটি মরে যায়নি বরং মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। যখন রাত্রি হল, সে আঘাতের কষ্টে ধৈর্যধারণ করতে পারল না এবং আত্মহত্যা করল। তখন নবী ﷺ -এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছানো হল, তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহু আকবার! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার বান্দা এবং তাঁর রাসূল। এরপর নবী ﷺ বিলাল (রা)-কে আদেশ করলেন, তখন তিনি লোকদের মধ্যে

banglainternet.com

ঘোষণা দিলেন যে, মুসলমান ব্যতীত কেউ বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না। আর আল্লাহ তা'আলা (কখনো কখনো) এই দীনকে মন্দ লোকের দ্বারা সাহায্য করেন।

١٩٢٤. بَابُ مَنْ تَأَمَّرَ فِى الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ امْرَةٍ اِذَا خَافَ الْعَدُوَّ

১৯২৪. পরিচ্ছেদ ঃ শত্রুর আশংকা দেখা দিলে আমীরের অনুমতি ব্যতীত নিজেই সেনাদলের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করা

٢٨٤٧ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَاُصِيْبَ ثُمَّ اَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَاُصِيْبَ ، ثُمَّ اَخَذَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَاُصِيْبَ ، ثُمَّ اَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ مِنْ غَيْرِ امْرَةٍ فَفُتِحَ عَلَيْهِ وَمَا يَسُرُّنِىْ اَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمْ اَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَقَالَ وَاِنَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفَانِ

২৮৪৭ ইয়াকূব ইব্‌ন ইব্‌রাহীম (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুত্‌বা দিতে গিয়ে বললেন; (মোতার যুদ্ধে) যায়িদ (ইব্‌ন সাবিত (রা) পতাকা ধারণ করেছেন এবং শাহাদাত বরণ করেছেন, এরপর জাফর (ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) পতাকা ধারণ করেছেন এবং শাহাদাত বরণ করেছেন। তারপর আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা) পতাকা ধারণ করেছেন এবং শাহাদাত বরণ করেছেন। এরপর খালিদ ইব্‌ন অলীদ (রা) মনোনয়ন ছাড়াই পতাকা ধারণ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমে বিজয় দান করেছেন আর বললেন, এ আমার নিকট পছন্দনীয় নয় অথবা রাবী বলেন, তাদের কাছে পছন্দনীয় নয় যে, তারা দুনিয়ায় আমার নিকট অবস্থান করতো। রাবী বলেন,(রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথা বলেছিলেন) আর তাঁর চক্ষু যুগল হতে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল।

١٩٢٥. بَابُ الْعَوْنِ بِالْمَدَدِ

১৯২৫. পরিচ্ছেদ ঃ সাহায্যকারী দল প্রেরণ করা

٢٨٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِىٍّ وَسَهْلُ بْنُ يُوْسُفَ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَتَاهُ رِعْلٌ وَذَكْوَانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُوْ لَحْيَانَ فَزَعَمُوْا اَنَّهُمْ قَدْ اَسْلَمُوْا وَاسْتَمَدُّوْهُ عَلٰى قَوْمِهِمْ فَاَمَدَّهُمُ النَّبِىُّ ﷺ بِسَبْعِيْنَ مِنَ الْاَنْصَارِ ، قَالَ اَنَسٌ : كُنَّا نُسَمِّيْهِمْ

banglainternet.com

الْقُرَّاءَ يَحْطِبُوْنَ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّوْنَ بِاللَّيْلِ فَانْطَلَقُوْا بِهِمْ حَتّٰى بَلَغُوْ بِئْرَ مَعُوْنَةَ غَدَرُوْا بِهِمْ وَقَتَلُوْهُمْ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلٰى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَبَنِىْ لَحْيَانَ قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا اَنَسٌ اَنَّهُمْ قَرَءُوْا بِهِمْ قُرْاٰنًا اَلاَ بَلِّغُوْا عَنَّا قَوْمَنَا بِاَنَّا قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِىَ عَنَّا وَاَرْضَانَا ثُمَّ رُفِعَ ذٰلِكَ بَعْدُ

২৮৪৮ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর নিকট রি-ল, যাকওয়ান, উসাইয়া ও বানূ লাহ্ইয়ান গোত্রের কিছু লোক এসে বলল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। এবং তারা তাঁর নিকট তাদের সম্প্রদায়ের মোকাবেলায় সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন নবী ﷺ সত্তর জন আনসার পাঠিয়ে তাদের সাহায্য করলেন। আনাস (রা) বলেন, আমরা তাঁদের ক্বারী নামে আখ্যায়িত করতাম। তাঁরা দিনের বেলায় লাকড়ী সংগ্রহ করতেন, আর রাত্রিকালে সালাতে মগ্ন থাকতেন। তারা তাঁদের নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল। যখন তাঁরা বীরে মাউনা নামক স্থানে পৌঁছল, তখন তারা বিশ্বাসঘাতকতা করল এবং তাঁদের হত্যা করে ফেলল। এ সংবাদ শোনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ রিল, যাকওয়ান ও বানূ লাহ্ইয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে দুআ করে একমাস যাবত কুনূতে নাযিলা পাঠ করেন। কাতাদা (র) বলেন, আনাস (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা তাদের সম্পর্কে কিছুকাল যাবৎ কুরআনের এ আয়াতটি পড়তে থাকেন ঃ "আমাদের সংবাদ আমাদের কাওমের নিকট পৌঁছিয়ে দাও যে, আমরা আমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত পেয়েছি। তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তিনি আমাদের সন্তুষ্ট করেছেন।' এরপর এ আয়াত পাঠ করা বন্ধ করে দেওয়া হয় অর্থাৎ মানসূখ হয়ে যায়।

١٩٢٦. بَابُ مَنْ غَلَبَ الْعَدُوُّ فَاَقَامَ عَلٰى عَرْصَتِهِمْ ثَلاَثًا

১৯২৬. পরিচ্ছেদ ঃ শত্রুর উপর বিজয় লাভ করে তাদের বহিরাঙ্গনে তিন দিন অবস্থান করা

٢٨٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ ذَكَرَلَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ اِذَا ظَهَرَ عَلٰى قَوْمٍ اَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ * تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ عَنْ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

২৮৪৯ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুর রাহীম (র).....আবূ তালহা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর বিজয় লাভ করতেন, তখন তিনি তাদের বহিরাঙ্গনে তিন রাত অবস্থান করতেন। মুআয ও আবদুল আ'লাও আবূ তালহা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনায় রাওহ ইবনে উবাদা (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

banglainternet.com

١٩٢٧. بَابُ مَنْ قَسَمَ الْغَنِيْمَةَ فِىْ غَزْوِهِ وَسَفَرِهِ وَقَالَ رَافِعٌ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَاَصَبْنَا غَنَمًا وَاِبِلاً ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ

১৯২৭. পরিচ্ছেদ ঃ সফর ও যুদ্ধক্ষেত্রে গনীমতের মাল বন্টন করা। রাফে' (রা) বলেন, আমরা যুল-হুলাইফা নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। তখন আমরা (গনীমত স্বরূপ) উট ও বকরী লাভ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ দশটি বকরীকে একটি উটের সমান গণ্য করেন

٢٨٥٠. حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّ اَنَسًا اَخْبَرَهُ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ

২৮৫০ হুদবা ইব্ন খালিদ (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ জিরানা নামক স্থান থেকে উমরার জন্য ইহরাম বাঁধলেন, যেখানে তিনি হুনাইন যুদ্ধের গনীমত বন্টন করেছিলেন।

١٩٢٨. بَابُ اِذَا غَنِمَ الْمُشْرِكُوْنَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ ذَهَبَ فَرَسٌ لَهُ فَاَخَذَهُ الْعَدُوُّ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِىْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَبَقَ عَبْدٌ لَهُ ، فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ

১৯২৮. পরিচ্ছেদ ঃ যদি মুশরিকরা মুসলমানের মাল লুট করে নেয়, তারপর মুসলমানগণ (বিজয় লাভের) মাধ্যমে তা প্রাপ্ত হয়। ইব্ন নুমায়র .....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তাঁর একটি ঘোড়া ছুটে গেলে শত্রু তা আটক করে। এরপর মুসলমানগণ তাদের উপর বিজয় অর্জন করেন। তখন সে ঘোড়াটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমলেই তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়। আর তাঁর একটি গোলাম পলায়ন করে রোমের কাফিরদের সাথে মিলিত হয়। এরপর মুসলমানগণ তাদের উপর বিজয় লাভ করেন। তখন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের পর তা তাঁকে ফেরত দিয়ে দেন

٢٨٥١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدًا لِابْنِ عُمَرَ اَبَقَ فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَرَدَّهُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ ، وَاَنَّ فَرَسًا لِابْنِ عُمَرَ ، عَارَ فَلَحِقَ بِالرُّوْمِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ ، فَرَدُّوْهُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَيْثٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَارَ اِشْتَقَّ مِنَ الْعِيْرِ وَهُوَ حِمَارُ الْوَحْشِ اَىْ هَرَبَ .

banglainternet.com

২৮৫১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্‌শার (র)..... নাফি (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্ন উমর (রা)-এর একটি গোলাম পলায়ন করে রোমের মুশরিকদের সাথে মিলিত হয়। এরপর খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা) রোম জয় করেন। তখন তিনি সে গোলামটি আবদুল্লাহ (ইব্ন উমর) (রা)-কে ফেরত দিয়ে দেন। আর আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা)-এর একটি ঘোড়া ছুটে গিয়ে রোমে পৌঁছে যায়। এরপর উক্ত এলাকা মুসলমানদের করতলগত হলে তারা ঘোড়াটি ইব্ন উমর (রা)-কে ফেরত দিয়ে দেন। আবূ আবদুল্লাহ (রা) বলেন, عَارَ শব্দটি عِيْرٌ থেকে উদগত। আর তা হল বন্য গাধা। عَارَ-এর অর্থ هَرَبَ অর্থাৎ পলায়ন করেছে।

٢٨٥٢ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُوْسٰى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَانَ عَلٰى فَرَسٍ يَوْمَ لَقِيَ الْمُسْلِمُوْنَ وَاَمِيْرُ الْمُسْلِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعَثَهُ اَبُوْ بَكْرٍ فَاَخَذَهُ الْعَدُوُّ فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ رَدَّ خَالِدٌ فَرَسَهُ

২৮৫২ আহমদ ইব্ন ইউনুস (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি একটি ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলেন, যখন মুসলমানগণ রোমীদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন, সে সময় মুসলমানদের অধিনায়ক হিসেবে খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-কে আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রা) নিয়োগ করেছিলেন। সে সময় শত্রুরা তাঁর ঘোড়াটিকে নিয়ে যায়। এরপর যখন শত্রুদল পরাজিত হল তখন খালিদ ইবন ওয়ালীদ (রা) তাঁর ঘোড়াটি তাঁকে ফেরত দেন।

١٩٢٩. بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَالرُّطَانَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى : وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ ، وَقَالَ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ ، اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ .

১৯২৯. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি ফার্সী অথবা অন্য কোন অনারবী ভাষায় কথা বলে। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ আর তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতার মধ্যে (৩০ ঃ ২২) এবং তিনি আরও বলেছেন ঃ আর আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তার স্বজাতির ভাষাভাষী করে পাঠিয়েছি। (১৪ঃ৪)

٢٨٥٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِيْ سُفْيَانَ اَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا وَطَحَنَّتْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ فَتَعَالَ اَنْتَ وَنَفَرٌ فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا اَهْلَ الْخَنْدَقِ اِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُؤْرًا فَحَيَّ هَلاً بِكُمْ

banglainternet.com

২৮৫৩ আমর ইব্ন আলী (র)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার একটি বকরী ছানা যবেহ করেছি এবং আমার স্ত্রী এক সা যবের আটা পাকিয়েছে। আপনি কয়েকজন সঙ্গীসহ আসুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, হে আহলে খন্দক! জাবির তোমাদের জন্য খাবার আয়োজন করেছে, তাই তোমরা চল।

٢٨٥٤ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسٰى اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَتْ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَعَ اَبِيْ وَعَلَيَّ قَمِيْصٌ اَصْفَرُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَنَهْ سَنَهْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَذَهَبْتُ اَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِيْ اَبِيْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهَا ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبْلِيْ وَاَخْلِفِيْ ثُمَّ اَبْلِيْ وَاَخْلِفِيْ ثُمَّ اَبْلِيْ وَاَخْلِقِيْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَبَقِيَتْ حَتّٰى ذُكِّرَتْ

২৮৫৪ হিব্বান ইব্ন মূসা (র)..... উম্মে খালিদ বিনতে খালিদ ইব্ন সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতার সঙ্গে হলুদ বর্ণের জামা পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সান্না-সান্না। (রাবী) আবদুল্লাহ (র) বলেন, হাবশী ভাষায় তা সুন্দর অর্থে ব্যবহৃত। উম্মে খালিদ (রা) বলেন, এরপর আমি তাঁর মহরে নবুয়্যতের স্থান নিয়ে কৌতুক করতে লাগলাম। আমার পিতা আমাকে ধমক দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন 'ছোট মেয়ে তাকে করতে দাও।' এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, এ কাপড় পরিধান কর আর পুরানো কর, আবার পরিধান কর, পুরানো কর, আবার পরিধান কর, পুরানো কর। (অর্থাৎ দীর্ঘদিন পরিধান কর)। আবদুল্লাহ (ইব্ন মুবারক) (র) বলেন, উম্মে খালিদ (রা) এতদিন জীবিত থাকেন যে, তাঁর আলোচনা চলতে থাকে।

٢٨٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ اَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِيْ فِيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كِخْ كِخْ اَمَا تَعْرِفُ اَنَّا لَا نَاْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ عِكْرِمَةُ سَنَهْ الْحَسَنَةُ بِالْحَبَشَةِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لَمْ تَعِشْ امْرَاَةٌ مِثْلَ مَا عَاشَتْ هٰذِهِ يَعْنِيْ اُمَّ خَالِدٍ

২৮৫৫ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (রা)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, হাসান ইব্ন আলী (রা) সাদ্কার খেজুর থেকে একটি খেজুর নিয়ে তা তাঁর মুখে রাখেন। তখন নবী ﷺ কাখ্-কাখ্ (ফেলে দাও, ফেলে দাও) বললেন, তুমি কি জান না যে, আমরা (বনূ হাশিম) সাদ্কা খাই না। ইকরিমা (র) বলেন, সান্নাহ হাবশী ভাষায় সুন্দর অর্থে ব্যবহৃত হয়। আবূ আবদুল্লাহ (র) বলেন, উম্মে খালিদের মত কোন মহিলা এত দীর্ঘজীবী হয়নি।

banglainternet.com

١٩٣٠. بَابُ الْغُلُوْلِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَمَنْ يَّغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

১৯৩০ পরিচ্ছেদ ঃ গনীমতের মাল আত্মসাত করা। আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ আর যে ব্যক্তি গনীমতের মাল আত্মসাত করে, সে কিয়ামতের দিন সেই মালসহ উপস্থিত হবে। (৩ ঃ ১৬১)

٢٨٥٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِيْنَا النَّبِىُّ ﷺ فَذَكَرَ الْغُلُوْلَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ اَمْرَهُ قَالَ لَا اُلْفِيَنَّ اَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلٰى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلٰى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ ، فَاَقُوْلُ لَا اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ وَعَلٰى رَقَبَتِهِ بَعِيْرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ ، فَاَقُوْلُ لَا اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ وَعَلٰى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ فَاَقُوْلُ لَا اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ وَعَلٰى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ فَيَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ فَاَقُوْلُ لَا اَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ اَبْلَغْتُكَ وَقَالَ اَيُّوْبُ السَّخْتِيَانِىُّ عَنْ اَبِىْ حَيَّانَ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ

২৮৫৬ মুসাদ্দাদ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন এবং গনীমতের মাল আত্মসাত প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। আর তিনি তা মারাত্মক অপরাধ হওয়া ও তার ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদের কাউকে যেন এ অবস্থায় কিয়ামতের দিন না পাই যে, তার কাঁধে বকরী বয়ে বেড়াচ্ছে আর তা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে চিৎকার দিচ্ছে। অথবা তাঁর কাঁধে রয়েছে ঘোড়া আর তা হি হি করে আওয়াজ দিচ্ছে। ঐ ব্যক্তি আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট (আল্লাহর বিধান) পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে উট যা চিৎকার করছে, সে আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একটু সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে ধন-দৌলত এবং আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি। অথবা কেউ তার কাঁধে বয়ে বেড়াবে কাপড়ের টুকরাসমূহ যা দুলতে থাকবে। সে আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না; আমি তো (দুনিয়ায়) তোমার নিকট পৌঁছে দিয়েছি।

banglainternet.com

١٩٣١. بَابُ الْقَلِيْلِ مِنَ الْغُلُوْلِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ ، وَهٰذَا أَصَحُّ

১৯৩১. পরিচ্ছেদ ঃ গনীমতের সামান্য পরিমাণ মাল আত্মসাৎ করা। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এ বর্ণনায় তিনি আত্মসাৎকারীর মালপত্র জ্বালিয়ে দিয়েছেন" কথাটি উল্লেখ করেন নি। এর এটাই বিশুদ্ধ।

٢٨٥٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ ابْنُ سَلَامٍ : كَرْكَرَةُ يَعْنِيْ بِفَتْحِ الْكَافِ ، وَهُوَ مَضْبُوْطٌ كَذَا

২৮৫৭ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পাহারা দেওয়ার জন্য এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিল। তাকে কার্‌কারা নামে ডাকা হত। সে মারা গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে জাহান্নামী! লোকেরা তার অবস্থা দেখতে গেল তারা একটি আবা পেল যা সে আত্মসাত করেছিল। আবূ আবদুল্লাহ (র) বলেন, ইবন সালাম (র) বলেছেন, কারকারা।

١٩٣٢. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ ذَبْحِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ ، فِي الْمَغَانِمِ

১৯৩২. পরিচ্ছেদ ঃ গনীমতের উট ও বকরী (বন্টনের পূর্বে) যবেহ করা মাকরূহ

٢٨٥٨ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ إِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوْعٌ وَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَمًا ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَعَجِلُوْا فَنَصَبُوا الْقُدُوْرَ فَأَمَرَ بِالْقُدُوْرِ فَأُكْفِئَتْ ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيْرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيْرٌ وَفِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيْرَةٌ فَطَلَبُوْهُ فَأَعْيَاهُمْ فَأَهْوٰى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللّٰهُ فَقَالَ هٰذِهِ الْبَهَائِمُ لَهَا أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ ، فَاصْنَعُوْا بِهِ هٰكَذَا ، فَقَالَ

banglainternet.com

جَدِّىْ : اِنَّا نَرْجُوْ اَوْ نَخَافُ اَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى اَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ ، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ : اَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَاَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

২৮৫৮ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র)..... রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সাথে যুল-হুলাইফায় অবস্থান করছিলাম। লোকেরা ক্ষুধার্ত হয়েছিল। আর আমরা গনীমত স্বরূপ কিছু উট ও বকরী লাভ করেছিলাম। তখন নবী ﷺ লোকদের পেছন সারিতে ছিলেন। লোকেরা তাড়াতাড়ি করে (জন্তু যবেহ করে) ডেগ চড়িয়ে দিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ডেগগুলো (উপুড় করে ফেলার) নির্দেশ দিলেন এবং উপুড় করে ফেলে দেওয়া হল। এরপর তিনি দশটি বকরীকে একটি উটের সমান ধরে তা বন্টন করে দিলেন। তার মধ্য থেকে একটি উট পালিয়ে গেল। লোকদের নিকট ঘোড়া কম ছিল। তাঁরা তা অনুসন্ধানে বেরিয়ে গেল এবং তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। এরপর এক ব্যক্তি উটটির প্রতি তীর নিক্ষেপ করল, আল্লাহ তা'আলা তার গতিরোধ করে দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'এ সকল গৃহপালিত জন্তুর মধ্যেও কতক বন্য জন্তুর মত অবাধ্য হয়ে যায়। সুতরাং যা তোমাদের নিকট হতে পলায়ন করে তার সঙ্গে এরূপ আচরণ করবে।' রাবী বলেন, আমার দাদা রাফি ইব্ন খাদীজ (রা) বলেছেন, আমরা আশা করি কিংবা বলেছেন আশঙ্কা করি যে, আমরা আগামীকাল শত্রুর মুখোমুখী হব। আর আমাদের সঙ্গে ছুরি নেই। আমরা কি বাঁশের ধারালো চোকলা দ্বারা যবেহ করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং (যার যবেহকালে) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে (বিস্‌মিল্লাহ পাঠ করা হয়েছে) তা আহার কর। কিন্তু দাঁত ও নখ দিয়ে নয়। কারণ আমি বলে দিচ্ছি ঃ তা এই যে, দাঁত হল হাঁড় আর নখ হল হাবশীদের ছুরি।'

١٩٣٣. بَابُ الْبِشَارَةِ فِى الْفُتُوْحِ

১৯৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ বিজয়ের সুসংবাদ দান করা

٢٨٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِىْ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا تُرِيْحُنِىْ مِنْ ذِى الْخَلَصَةِ وَكَانَ بَيْتًا فِيْهِ خَثْعَمُ يُسَمّٰى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ فَانْطَلَقْتُ فِىْ خَمْسِيْنَ وَمِائَةٍ مِنْ اَحْمَسَ وَكَانُوْا اَصْحَابَ خَيْلٍ فَاَخْبَرْتُ النَّبِىَّ ﷺ اِنِّىْ لَا اَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ فِىْ صَدْرِىْ حَتّٰى رَاَيْتُ اَثَرَ اَصَابِعِهِ فِىْ صَدْرِىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا ، فَانْطَلَقَ اِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا فَاَرْسَلَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ يُبَشِّرُهُ فَقَالَ

banglainternet.com

رَسُوْلُ جَرِيْرٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتّٰى تَرَكْتُهَا كَاَنَّهَا جَمَلٌ اَجْرَبُ ، فَبَارَكَ عَلٰى خَيْلِ اَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ قَالَ مُسَدَّدٌ بَيْتٌ فِىْ خَثْعَمَ

২৮৫৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র)..... জারীর ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, 'তুমি কি যুলখালাসা মন্দিরটিকে ধ্বংস করে আমাকে সান্ত্বনা দিবে না?' এ ঘরটি খাসআম গোত্রের একটি মন্দির ছিল। যাকে ইয়ামানের কা'বা বলা হতো। এরপর আমি আহমাস গোত্রের দেড়শ' লোক নিয়ে রওয়ানা হলাম। তাঁরা সবাই নিপুণ অশ্বারোহী ছিলেন। আমি নবী ﷺ -কে জানালাম যে, আমি ঘোড়ার উপর স্থির থাকতে পারি না। তখন তিনি আমার বুকে হাত দ্বারা আঘাত করলেন। এমনকি আমি আমার বুকে তাঁর আঙ্গুলির ছাপ দেখতে পেলাম এবং তিনি আমার জন্য দুআ করে বললেন, 'হে আল্লাহ! তাকে ঘোড়ার পিঠে স্থির রাখ এবং তাকে পথপ্রদর্শক ও সুপথপ্রাপ্ত করুন।' অবশেষে জারীর (রা) তথায় গমন করলেন। ঐ মন্দিরটি ভেঙ্গে দিলেন ও জ্বালিয়ে দিলেন। এরপর নবী ﷺ-কে সুসংবাদ প্রদানের জন্য দূত প্রেরণ করলেন। জারীর (রা)-এর দূত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বললেন, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, সে সত্তার কসম! আমি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার নিকট আসিনি, যতক্ষণ না আমি তাকে জ্বালিয়ে কাল উটের ন্যায় করে ছেড়েছি। (অর্থাৎ তা জ্বালিয়ে ছাই করে দিয়েছি)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আহমাস গোত্রের অশ্বারোহী ও পদাতিক লোকদের জন্য পাঁচবার বরকতের দু'আ করলেন। মুসাদ্দাদ (র) বলেন, হাদীসে উল্লেখিত যুলখালাসা অর্থ খাসআম গোত্রের একটি ঘর।

١٩٣٤ بَابُ مَا يُعْطَى الْبَشِيْرُ وَاَعْطَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ثَوْبَيْنِ حِيْنَ بُشِّرَ بِالتَّوْبَةِ

১৯৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ সুসংবাদদাতাকে পুরস্কৃত করা। কাব ইব্‌ন মালিক (রা)-কে যখন তাওবা কবুলের সুসংবাদ দান করা হয়, তখন তিনি সংবাদদাতাকে পুরস্কার স্বরূপ দু'খানা কাপড় দান করেন

١٩٣٥ بَابُ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

১৯৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ (মক্কা) বিজয়ের পর হিজরতের প্রয়োজন নেই

٢٨٦٠ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ بْنِ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا

২৮৬০ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র)..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, মক্কা বিজয়ের পর থেকে (মক্কা থেকে) হিজরতের প্রয়োজন নেই। কিন্তু জিহাদ ও নেক কাজের নিয়্যাত অবশিষ্ট রয়েছে আর যখন তোমাদের জিহাদের আহবান জানান হবে তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে।'

banglainternet.com

٢٨٦١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى اَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ مُجَاشِعٌ بِاَخِيْهِ مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ هٰذَا مُجَالِدٌ يُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ فَقَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ وَلٰكِنْ اُبَايِعُهُ عَلَى الْاِسْلَامِ

২৮৬১ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র).....মুজাশি' ইব্‌ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুজাশি' তাঁর ভাই মুজালিদ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, 'এ মুজালিদ আপনার কাছে হিজরত করার জন্য বাইয়াত করতে চায়। 'তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরতের প্রয়োজন নেই। কাজেই আমি তার কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে বায়য়াত নিচ্ছি।'

٢٨٦٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُوْلُ : ذَهَبْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اِلٰى عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَهِىَ مُجَاوِرَةٌ بِثَبِيْرٍ فَقَالَتْ لَنَا : اِنْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ مُنْذُ فَتَحَ اللّٰهُ عَلٰى نَبِيِّهِ ﷺ مَكَّةَ

২৮৬২ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা).....আতা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উবাইদ ইব্‌ন উমাইর (রা) সহ আয়িশা (রা)-এর নিকট গমন করি। তখন তিনি সাবীর পাহাড়ের উপর অবস্থান করছিলেন। তিনি আমাদের বললেন, 'যখন থেকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -কে মক্কা বিজয় দান করেছেন, তখন হিজরত বন্ধ হয়ে গিয়েছে।'

١٩٣٦. بَابُ اِذَا اُضْطُرَّ الرَّجُلُ اِلَى النَّظَرِ فِى شُعُوْرِ اَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ اِذَا عَصَيْنَ اللّٰهَ وَتَجْرِيْدِهِنَّ

১৯৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ প্রয়োজনবোধে জিম্মী অথবা মুসলিম মহিলার চুল দেখা এবং তাদের বিবস্ত্র করা, যখন তারা আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করে

٢٨٦٣ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَوْشَبٍ الطَّائِفِىُّ حَدَّثَنَا حُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَكَانَ عُثْمَانِيًّا فَقَالَ لِاِبْنِ عَطِيَّةَ وَكَانَ عَلَوِيًّا اِنِّىْ لَاَعْلَمُ مَا الَّذِىْ جَرَّ اَصَاحِبَكَ عَلَى الدِّمَاءِ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ بَعَثَنِى النَّبِىُّ ﷺ وَالزُّبَيْرَ فَقَالَ اِئْتُوْا رَوْضَةَ كَذَا وَكَذَا (طَاخٍ)

banglainternet.com

وَتَجِدُوْنَ بِهَا امْرَأَةً اَعْطَاهَا حَاطِبٌ كِتَابًا فَاَتَيْنَا الرَّوْضَةَ ، فَقُلْنَا الْكِتَابَ قَالَتْ لَمْ يُعْطِنِىْ فَقُلْنَا لَتُخْرِجَنَّ اَوْ لَا جُرِدَنَّكِ فَاَخْرَجَتْ مِنْ حُجْزَتِهَا فَاَرْسَلَ اِلٰى حَاطِبٍ ، فَقَالَ لَا تَعْجَلْ وَاللّٰهِ مَاكَفَرْتُ وَلَا ازْدَدْتُ لِلْاِسْلَامِ اِلَّا حُبًّا وَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِكَ اِلَّا وَلَهُ بِمَكَّةَ مَنْ يَدْفَعُ اللّٰهُ بِهٖ عَنْ اَهْلِهٖ وَمَالِهٖ وَلَمْ يَكُنْ لِىْ اَحَدٌ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا فَصَدَّقَهُ النَّبِىُّ ﷺ قَالَ عُمَرُ : دَعْنِىْ اَضْرِبْ عُنُقَهُ فَاِنَّهُ قَدْ نَافَقَ فَقَالَ : مَايُدْرِيْكَ لَعَلَّ اللّٰهَ اطَّلَعَ عَلٰى اَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ : اِعْمَلُوْا مَاشِئْتُمْ فَهٰذَا الَّذِىْ جَرَّاَهُ

২৮৬৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ইব্‌ন হাওশাব তায়িফী (র).....আবূ আবদুর রাহমান (র) থেকে বর্ণিত, আর তিনি ছিলেন উসমান (রা)-এর সমর্থক। তিনি ইব্‌ন আতিয়্যাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যিনি আলী (রা)-এর সমর্থক ছিলেন, কোন্ বস্তু তোমাদের সাথী (আলী (রা)-কে রক্তপাতে সাহস যুগিয়েছে, তা আমি জানি। আমি তাঁর কাছে শুনেছি, তিনি বলতেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এবং যুবাইর (ইব্‌ন আওয়াম) (রা)-কে প্রেরণ করেছেন, আর বলেছেন, তোমরা খাক বাগান অভিমুখে চলে যাও, সেখানে তোমরা একজন মহিলাকে পাবে, হাতিব তাকে একটি পত্র দিয়েছে।' আমরা সে বাগানে পৌঁছলাম এবং মহিলাটিকে বললাম, পত্রখানি দাও, সে বলল, (হাতিব) আমাকে কোন পত্র দেয়নি। তখন আমরা বললাম, 'হয় তুমি পত্র বের করে দাও, নচেৎ আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করব।' তখন সে মহিলা তার কেশের ভাঁজ থেকে পত্রখানা বের করে দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ (আমাদের পত্রসহ প্রত্যাবর্তনের পর) হাতিবকে ডেকে পাঠান। তখন সে বলল, 'আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না। আল্লাহর কসম! আমি কুফরী করিনি, আমার হৃদয়ে ইসলামের প্রতি অনুরাগই বর্ধিত হয়েছে। আপনার সাহাবীগণের মধ্যে কেউই এমন নেই, মক্কায় যার সাহায্যকারী আত্মীয়-স্বজন না আছে। যদ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁর পরিবার-পরিজন ধন-সম্পদ রক্ষা করেছেন। আর আমার এমন কেউ নেই। তাই আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চেয়েছি। (যার বিনিময়ে তারা আমার মাল-আওলাদ হিফাজত করবে।)' তখন নবী ﷺ তাকে সত্যবাদীরূপে স্বীকার করে নিলেন। উমর (রা) বললেন, 'লোকটিকে আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই, সে তো মুনাফিকী করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি জান কি? অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা আহলে বদর সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত রয়েছেন এবং তাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'তোমরা যেমন ইচ্ছা আমল কর।' একথাই তাঁকে (আলী (রা) দুঃসাহসী করেছে।

١٩٣٧. بَابُ اسْتِقْبَالِ الْغُزَاةِ

১৯৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ বিজয়ী যোদ্ধাগণকে অভ্যর্থনা জানানো

٢٨٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ زُرَيْعٍ وَحُمَيْدُ بْنُ الْاَسْوَدِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِابْنِ

banglainternet.com

جَعْفَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَتَذْكُرُ اِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَاَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ فَحَمَلَنَا وَتَرَكَكَ

২৮৬৪ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবুল আসওয়াদ (র).....ইব্‌ন আবূ মুলাইকা (র) থেকে বর্ণিত যে, ইব্‌ন যুবাইর (রা), ইব্‌ন জাফর (রা)-কে বললেন, তোমার কি স্মরণ আছে, যখন আমি ও তুমি এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলাম ? ইব্‌ন জাফর (রা) বললেন, হ্যাঁ, স্মরণ আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বাহনে তুলে নিলেন আর তোমাকে ছেড়ে আসেন।

٢٨٦٥ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ذَهَبْنَا نَتَلَقّٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَعَ الصِّبْيَانِ اِلٰى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ

২৮৬৫ মালিক ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... সায়িব ইব্‌ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে আমরাও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত গিয়েছিলাম।

١٩٣٨. بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا رَجَعَ مِنَ الْغَزْوِ

১৯৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যা বলবে ঃ

٢٨٦٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَفَلَ كَبَّرَ ثَلَاثًا قَالَ : اٰيِبُوْنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا سَاجِدُوْنَ صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ

২৮৬৬ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র).....আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন নবী ﷺ জিহাদ থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তিনবার তাকবীর বলতেন। এরপর বলতেন, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, গুনাহ থেকে তাওবাকারী, তাঁরই ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, আমাদের প্রতিপালককে সিজ্‌দাকারী। আল্লাহ তাআলা তাঁর অঙ্গীকার সত্য প্রমাণিত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রু দলকে পরাস্ত করেছেন।

٢٨٦٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مَقْفَلَهُ مِنْ

banglainternet.com

عُسْفَانَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَقَدْ اَرْدَفَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ فَصُرِعَا جَمِيْعًا ، فَاقْتَحَمَ اَبُوْ طَلْحَةَ ، فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ جَعَلَنِىَ اللّٰهُ فِدَاكَ قَالَ : عَلَيْكَ الْمَرْاَةَ فَقَلَبَ ثَوْبًا عَلٰى وَجْهِهِ وَاَتَاهَا فَاَلْقَاهُ عَلَيْهَا وَاَصْلَحَ لَهُمَا مَرْكَبَهُمَا فَرَكِبَا وَ اكْتَنَفْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا اَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ : اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُ ذٰلِكَ حَتّٰى دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ

২৮৬৭ আবূ মামার (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসফান থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাওয়ারীর উপর আরোহী ছিলেন। তিনি সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই (রা)-কে তাঁর পেছনে সাওয়ারীর উপর বসিয়েছিলেন। এ সময় উট পিছলিয়ে গেল এবং তাঁরা উভয়ে ছিটকে পড়েন। এ দেখে আবূ তালহা (রা) দ্রুত এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আগে মহিলার খোঁজ নাও। আবূ তালহা (রা) তখন একখানি কাপড় দিয়ে নিজ মুখমণ্ডল ঢেকে তাঁর নিকট আসলেন এবং উক্ত কাপড়খানি দিয়ে তাকে ঢেকে দিলেন। এরপর তাঁদের উভয়ের জন্য সাওয়ারীকে ঠিক করলেন। তাঁরা উভয়ে আরোহণ করলেন, আর আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চারপাশে বেষ্টন করে চললাম। যখন আমরা মদীনার নিকটবর্তী হলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এ দু'আ পড়লেন, اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, আমরা তাওবাকারী, আমরা ইবাদতকারী, আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী। আর মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত তিনি এ দু'আ পড়তে থাকলেন।

٢٨٦٨ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ اَقْبَلَ هُوَ وَاَبُوْ طَلْحَةَ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَمَعَ النَّبِىِّ ﷺ صَفِيَّةُ يُرْدِفُهَا عَلٰى رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ فَصُرِعَ النَّبِىُّ وَالْمَرْاَةُ ، وَاَنَّ اَبَا طَلْحَةَ قَالَ : اَحْسِبُ قَالَ اقْتَحَمَ عَنْ بَعِيْرِهِ فَاَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ جَعَلَنِىَ اللّٰهُ فِدَاكَ هَلْ اَصَابَكَ مِنْ شَىْءٍ قَالَ لَا : وَلٰكِنْ عَلَيْكَ بِالْمَرْاَةِ فَاَلْقَى اَبُوْ طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلٰى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصْدَهَا ، فَاَلْقٰى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا فَقَامَتِ الْمَرْاَةُ فَشَدَّ لَهُمَا عَلٰى رَاحِلَتِهِمَا فَرَكِبَا فَسَارُوْا حَتّٰى اِذَا كَانُوْا

banglainternet.com

بِظَهْرِ الْمَدِيْنَةِ ، اَوْ قَالَ : اَشْرَفُوْا عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اٰيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ فَلَمْ يَزَلْ يَقُوْلُهَا حَتّٰى دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ

২৮৬৮ আলী (রা)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ও আবূ তালহা (রা) নবী ﷺ -এর সঙ্গে চলছিলেন। আর নবী ﷺ -এর সঙ্গে সাফিয়্যা (রা)-ও ছিলেন। তিনি তাঁকে নিজ সাওয়ারীতে তাঁর পেছনে বসিয়ে ছিলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় উটনীটির পা পিছলিয়ে গেল। এতে নবী ﷺ ও সাফিয়্যা (রা) ছিটকে পড়ে গেলেন। আর আবূ তালহা (রা) তার উট থেকে তাড়াতাড়ি নেমে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বললেন, 'ইয়া নবী আল্লাহ! আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার জন্য কুরবান করুন। আপনার কি কোন আঘাত লেগেছে?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'না। তবে তুমি মহিলাটির খোঁজ নাও।' আবূ তালহা (রা) একখানা কাপড় দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে তাঁর কাছে গেলেন আর সেই কাপড় দিয়ে তাঁকে ঢেকে দিলেন। তখন সাফিয়্যা (রা) উঠে দাঁড়ালেন। তারপর তিনি আবূ তালহা (রা) তাঁদের উভয়ের জন্য সাওয়ারীটি উত্তমরূপে বাঁধলেন। আর তাঁরা উভয়ে (তার উপর) আরোহণ করে চলতে শুরু করেন। অবশেষে যখন তাঁরা মদীনার উপকণ্ঠে পৌঁছলেন অথবা বর্ণনাকারী বলেন, যখন মদীনার নিকটবর্তী হলেন, তখন নবী ﷺ এ দু'আ পড়লেন, "আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের প্রতিপালকের প্রশংসাকারী।' আর মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত তিনি এ দু'আ পড়তে থাকেন।

١٩٣٩. بَابُ الصَّلَاةِ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

১৯৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সালাত আদায় করা

٢٨٦٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ قَالَ لِيْ اُدْخُلِ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

২৮৬৯ সুলাইমান ইব্‌ন হারব (র).....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সফরে আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা যখন মদীনায় পৌঁছলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, '(হে জাবির!) মসজিদে প্রবেশ কর এবং দু' রাকআত সালাত আদায় কর।'

٢٨٧٠ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ اَبِيْهِ وَعَمِّهِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ضُحًى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّجْلِسَ

banglainternet.com

২৮৭০ আবূ আসিম (র).....কাব (ইব্‌ন মালিক) (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ যখন চাশতের সময় সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু' রাকআত সালাত আদায় করে নিতেন।

١٩٤٠. بَابُ الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُوْمِ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ

১৯৪০ পরিচ্ছেদ ঃ সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে আহার করা আর (আবদুল্লাহ) ইব্‌ন উমর (রা) আগত মেহমানের সম্মানে সাওম পালন করতেন না

٢٨٧١ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ نَحَرَ جَزُوْرًا اَوْ بَقَرَةً وَ زَادَ مُعَاذٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اشْتَرَى مِنِّى النَّبِىُّ ﷺ بَعِيْرًا بِوُقِيَّتَيْنِ وَدِرْهَمٍ اَوْ دِرْهَمَيْنِ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا اَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَاَكَلُوْا مِنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اَمَرَنِىْ اَنْ اٰتِىَ الْمَسْجِدَ فَاُصَلِّىَ رَكْعَتَيْنِ وَوَزَنَ لِىْ ثَمَنَ الْبَعِيْرِ

২৮৭১ মুহাম্মদ (ইব্‌ন সালাম) (র).....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন তিনি একটি উট অথবা একটি গাভী যবেহ করতেন। আর মুআয (রা)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, (জাবির (রা) বলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট থেকে একটি উট দু' উকিয়া ও এক দিরহাম কিংবা দু' দিরহাম দ্বারা ক্রয় করেন এবং তিনি যখন সিরার নামক স্থানে পৌঁছেন, তখন একটি গাভী যবেহ করার নির্দেশ দেন। এরপর তা যবেহ করা হয় এবং সকলে তার গোশ্‌ত আহার করে। আর যখন তিনি মদীনায় পৌঁছলেন তখন আমাকে মসজিদে প্রবেশ করে দু' রাকআত সালাত আদায় করার আদেশ দিলেন এবং আমাকে উটের মূল্য পরিশোধ করে দিলেন।

٢٨٧٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ * صِرَارٌ مَوْضِعٌ نَاحِيَةَ الْمَدِيْنَةِ

২৮৭২ আবুল ওয়ালীদ (র).....জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম। তখন নবী ﷺ আমাকে বললেন, 'দু' রাকআত সালাত আদায় করে নাও।' সিরার হচ্ছে মদীনার উপকণ্ঠে একটি স্থানের নাম।

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١٩٤١. بَابُ فَرْضِ الْخُمُسِ

১৯৪১. পরিচ্ছেদ ঃ খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) নির্ধারিত হওয়া

٢٨٧٣ وحَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ اَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيًا قَالَ كَانَتْ لِيْ شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبِيْ مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ اَعْطَانِيْ شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ ، فَلَمَّا اَرَدْتُ اَنْ اَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَعْدَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِيْ قَيْنُقَاعَ اَنْ يَرْتَحِلَ مَعِيَ فَنَاتِيَ بِاِذْخِرٍ ، اَرَدْتُ اَنْ اَبِيْعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِيْنَ وَاَسْتَعِيْنَ بِهِ فِيْ وَلِيْمَةِ عُرْسِيْ ، فَبَيْنَا اَنَا اَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الْاَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ اِلٰى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَرَجَعْتُ حِيْنَ جَمَعْتُ مَاجَمَعْتُ فَاِذَا شَارِفَايَ قَدْ اُجِبَّتْ اَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا وَاُخِذَ مِنْ اَكْبَادِهِمَا ، فَلَمْ اَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِيْنَ رَاَيْتُ ذٰلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا ، فَقُلْتُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا فَقَالُوْا : فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ فِيْ هٰذَا الْبَيْتِ فِيْ شَرْبٍ مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَعَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ وَجْهِيَ الَّذِيْ لَقِيْتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَالَكَ ؟ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : مَا رَاَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ ، عَدَا حَمْزَةُ عَلٰى نَاقَتَيَّ ، فَاَجَبَّ اَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِيْ بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِيْ وَاتَّبَعْتُهُ اَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتّٰى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ حَمْزَةُ ، فَاسْتَاْذَنَ فَاَذِنُوْا لَهُمْ،

banglainternet.com

فَاِذَا هُمْ شَرْبٌ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَلُوْمُ حَمْزَةَ فِيْمَا فَعَلَ . فَاِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اِلٰى رُكْبَتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اِلٰى سُرَّتِهِ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ اِلٰى وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ هَلْ اَنْتُمْ اِلَّا عَبِيْدٌ لِاَبِىْ فَعَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ فَنَكَصَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرٰى وَخَرَجْنَا مَعَهُ .

২৮৭ আবদান (র).....আলী (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের গনীমতের মালের মধ্য থেকে যে অংশ আমি পেয়েছিলাম, তাতে একটি জওয়ান উটনীও ছিল। আর নবী ﷺ খুমুসের মধ্য থেকে আমাকে একটি জওয়ান উটনী দান করেন। আর আমি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্যা ফাতিমা (রা)-এর সাথে বাসর যাপন করব, তখন আমি বানূ কায়নুকা গোত্রের জনৈক স্বর্ণকারের সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলাম যে, সে আমার সঙ্গে যাবে এবং আমরা উভয়ে মিলে ইযখির ঘাস (জঙ্গল হতে) সংগ্রহ করে আনব। আমার ইচ্ছা তা স্বর্ণকারদের নিকট বিক্রয় করে তা দিয়ে আমার বিবাহের ওয়ালীমা সম্পন্ন করব। ইতিমধ্যে আমি যখন আমার জওয়ান উটনী দু'টির জন্য আসবাবপত্র যেমন পালান (বসার আসন) থলে ও রশি ইত্যাদি একত্রিত করছিলাম, আর আমার উটনী দু'টি জনৈক আনসারীর হুজরার পার্শ্বে বসা ছিল। আমি আসবাবপত্র যোগাড় করে এসে দেখি উট দু'টির কুঁজ কেটে ফেলা হয়েছে এবং কোমরের দিকে পেট কেটে কলিজা বের করে নেয়া হয়েছে। উটনী দু'টির এ দৃশ্য দেখে আমি অশ্রু সম্বরণ করতে পারলাম না। আমি বললাম, কে এমনটি করেছে? লোকেরা বলল, 'হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব এমনটি করেছে। সে এ ঘরে আছে এবং শরাব পানকারী কতিপয় আনসারীর সাথে আছে।' আমি নবী ﷺ -এর নিকট চলে গেলাম। তখন তাঁর নিকট যায়দ ইব্ন হারিসা (রা) উপস্থিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার চেহারা দেখে আমার মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করতে পারলেন। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমার কি হয়েছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আজকের মত দুঃখজনক অবস্থা দেখিনি। হামযা আমার উট দু'টির উপর অত্যাচার করেছে। সে দু'টির কুঁজ কেটে ফেলেছে এবং পাঁজর ফেড়ে ফেলেছে। আর সে এখন অমুক ঘরে শরাব পানকারী দলের সাথে আছে।' তখন নবী ﷺ তাঁর চাদরখানি আনতে আদেশ করলেন এবং চাদরখানি জড়ায়ে পায়ে হেঁটে চললেন। আমি এবং যায়দ ইব্ন হারিসা (রা) তাঁর অনুসরণ করলাম। হামযা যে ঘরে ছিল সেখানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তারা অনুমতি দিল। তখন তারা শরাব পানে মত্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হামযাকে তার কাজের জন্য তিরস্কার করতে লাগলেন। হামযা তখন পূর্ণ নেশাগ্রস্ত। তার চক্ষু দু'টি ছিল রক্তলাল। হামযা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি তাকাল। তারপর সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল এবং তাঁর হাঁটু পানে তাকাল। পুনরায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর নাভীর প্রতি তাকাল। আবার সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখমণ্ডলের প্রতি তাকাল। এরপর হামযা বলল, তোমরাই তো আমার পিতার গোলাম। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বুঝতে পারলেন, সে এখন পূর্ণ নেশাগ্রস্ত আছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পেছনে হেঁটে সরে আসলেন। আর আমরাও তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে আসলাম। (এ ছিল মদ হারাম হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা)।

banglainternet.com

٢٨٧٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَاَلَتْ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيْرَاثَهَا مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِمَّا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا اَبُوْ بَكْرٍ : اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَهَجَرَتْ اَبَا بَكْرٍ فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتّٰى تُوُفِّيَتْ وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سِتَّةَ اَشْهُرٍ ، قَالَتْ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْاَلُ اَبَا بَكْرٍ نَصِيْبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكٍ وَصَدَقَتِهِ بِالْمَدِيْنَةِ ، فَاَبٰى اَبُوْ بَكْرٍ عَلَيْهَا ذٰلِكَ : وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ اِلَّا اَنِّىْ عَمِلْتُ بِهِ فَاِنِّىْ اَخْشٰى اِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ اَمْرِهِ اَنْ اَزِيْغَ فَاَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِيْنَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ اِلٰى عَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ فَاَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكٌ فَاَمْسَكَهَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَانَتَا لِحُقُوْقِهِ الَّتِىْ تَعْرُوْهُ وَنَوَائِبِهِ وَاَمْرُهُمَا اِلٰى مَنْ وَلِىَ الْاَمْرَ ، قَالَ فَهُمَا عَلٰى ذٰلِكَ اِلَى الْيَوْمِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ اِعْتِرَاكٌ اِفْتِعَلْتُ مِنْ عَرَوْتُهُ اَصَبْتُهُ وَعَنْهُمْ يَعْرُوْهُ وَاعْتَرَانِىْ

২৮৭৪। আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)..... উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্‌তিকালের পর তাঁর মিরাস বন্টনের দাবী করেন। যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ফায় (বিনা যুদ্ধে লব্ধ সম্পদ) হিসাবে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁকে প্রদত্ত সম্পদ থেকে রেখে গেছেন। তখন আবূ বাক্‌র (রা) তাঁকে বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমাদের পরিত্যক্ত সম্পদ বন্টিত হবে না আমরা যা ছেড়ে যাই, তা সাদ্‌কা রূপে গণ্য হয়।' এতে ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হলেন এবং আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলা ছেড়ে দিলেন। এ অবস্থা তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর ফাতিমা (রা) ছয় মাস জীবিত ছিলেন। আয়িশা (রা) বলেন, ফাতিমা (রা) আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক ত্যাজ্য খায়বার ও ফাদাকের ভূমি এবং মদীনার সাদ্‌কাতে তাঁর অংশ দাবী

banglainternet.com

করেছিলেন। আবূ বকর (রা) তাঁকে তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানান এবং তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা আমল করতেন, আমি তাই আমল করব। আমি তার কোন কিছুই ছেড়ে দিতে পারি না। কেননা আমি আশংকা করি যে, তাঁর কোন কথা ছেড়ে দিয়ে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে না যাই। অবশ্য রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মদীনার সাদ্‌কাকে উমর (রা) তা আলী ও আব্বাস (রা)-কে হস্তান্তর করেন। আর খায়বার ও ফাদাকের ভূমিকে পূর্ববৎ রেখে দেন। উমর (রা) এ প্রসঙ্গে বলেন, 'এ সম্পত্তি দু'টিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জরুরী প্রয়োজন পূরণ ও বিপদকালীন সময়ে ব্যয়ের জন্য রেখেছিলেন। সুতরাং এ সম্পত্তি দু'টি তাঁরই দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে, যিনি মুসলমানদের শাসন ক্ষমতার অধিকারী খলীফা হবেন।' যুহরী (র) বলেন, এ সম্পত্তি দু'টির ব্যবস্থাপনা অদ্যাবধি সেরূপই রয়েছে।

٢٨٧٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ ذَكَرَ لِيْ ذِكْرًا مِنْ حَدِيْثِهٖ ذٰلِكَ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلٰى مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ فَسَاَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ الْحَدِيْثِ فَقَالَ مَالِكٌ بَيْنَا اَنَا جَالِسٌ فِيْ اَهْلِيْ حِيْنَ مَتَعَ النَّهَارُ اِذَا رَسُوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَاْتِيْنِيْ ، فَقَالَ اَجِبْ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ : فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتّٰى اَدْخُلَ عَلٰى عُمَرَ فَاِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلٰى رِمَالِ سَرِيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ مُتَّكِئٌ عَلٰى وِسَادَةٍ مِنْ اَدَمٍ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ ، فَقَالَ يَا مَالِ اِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ اَهْلُ اَبْيَاتٍ ، وَقَدْ اَمَرْتُ فِيْهِمْ بِرَضْخٍ فَاقْبِضْهُ فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ ، فَقُلْتُ : يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَوْ اَمَرْتَ بِهٖ غَيْرِيْ قَالَ اَقْبِضْهُ اَيُّهَا الْمَرْءُ ، فَبَيْنَا اَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ اَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ فِيْ عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ ابْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ يَسْتَاْذِنُوْنَ ، قَالَ نَعَمْ : فَاَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا فَسَلَّمُوْا وَجَلَسُوْا ، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَا يَسِيْرًا ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ لَكَ فِيْ عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ، قَالَ نَعَمْ ، فَاَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلَا فَسَلَّمَا فَجَلَسَا ، فَقَالَ عَبَّاسٌ : يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ هٰذَا ، وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيْمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ﷺ مِنْ بَنِي النَّضِيْرِ ، فَقَالَ الرَّهْطُ : عُثْمَانُ وَاَصْحَابُهُ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْضِ

banglainternet.com

بَيْنَهُمَا ، وَارِحْ اَحَدَهُمَا مِنَ الْاٰخَرِ ، قَالَ عُمَرُ : تَيِدَكُمَ اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ الَّذِىْ بِاِذْنِهٖ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ ، هَلْ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، يُرِيْدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَفْسَهُ ، قَالَ الرَّهْطُ : قَدْ قَالَ ذٰلِكَ ، فَاَقْبَلَ عُمَرُ عَلٰى عَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ اَتَعْلَمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذٰلِكَ ، قَالَا : قَدْ قَالَ ذَالِكَ، قَالَ عُمَرُ : فَاِنِّىْ اُحَدِّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْاَمْرِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ خَصَّ رَسُوْلَهُ ﷺ فِىْ هٰذَا الْفَىْءِ بِشَىْءٍ لَمْ يُعْطِهِ اَحَدًا غَيْرَهُ ، ثُمَّ قَرَاَ : وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ ، فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ ، وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ، فَكَانَتْ هٰذِهٖ خَالِصَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ مَا اَحْتَازَهَا دُوْنَكُمْ ، وَلَا اسْتَاْثَرَبِهَا عَلَيْكُمْ ، قَدْ اَعْطَاكُمُوْهُ وَبَثَّهَا فِيْكُمْ ، حَتّٰى بَقِىَ مِنْهَا هٰذَا الْمَالُ ، فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلٰى اَهْلِهٖ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هٰذَا الْمَالِ ، ثُمَّ يَاْخُذُ مَا بَقِىَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللّٰهِ فَعَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِذٰلِكَ حَيَاتَهُ، اَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُوْنَ ذٰلِكَ ، قَالُوْا نَعَمْ : ثُمَّ قَالَ لِعَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذٰلِكَ ، قَالَ عُمَرُ : ثُمَّ تُوُفِّى اللّٰهُ نَبِيَّهُ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ اَنَا وَلِىُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَبَضَهَا اَبُوْ بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُ فِيْهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ تُوُفِّى اللّٰهُ اَبَا بَكْرٍ فَكُنْتُ اَنَا وَلِىُّ ، اَبِىْ بَكْرٍ فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ اِمَارَتِىْ اَعْمَلُ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا عَمِلَ فِيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنِّىْ فِيْهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ جِئْتُمَانِىْ تُكَلِّمَانِىْ وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَاَمْرُكُمَا وَاحِدٌ ، جِئْتَنِىْ يَا عَبَّاسُ تَسْاَلُنِىْ نَصِيْبَكَ مِنِ ابْنِ اَخِيْكَ ، وَجَاءَنِىْ هٰذَا ، يُرِيْدُ عَلِيًّا ،

banglainternet.com

يُرِيْدُ نَصِيْبَ امْرَأَتِهِ مِنْ اَبِيْهَا ، فَقُلْتُ لَكُمَا اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ، فَلَمَّا بَدَالِيْ اَنْ اَدْفَعَهُ اِلَيْكُمَا قُلْتُ : اِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا ، عَلٰى اَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللّٰهِ وَمِيْثَاقَهُ لَتَعْمَلاَنِ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَبِمَا عَمِلَ فِيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ ، وَبِمَا عَمِلْتُ مُنْذُ وَلِيْتُهَا فَقُلْتُمَا ادْفَعْهَا اِلَيْنَا ، فَبِذٰلِكَ دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا ، فَاَنْشُدُكُمْ بِاللّٰهِ هَلْ دَفَعْتُهَا اِلَيْهِمَا بِذٰلِكَ ، قَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ ، ثُمَّ اَقْبَلَ عَلٰى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ اَنْشُدُكُمَا بِاللّٰهِ هَلْ دَفَعْتُهَا اِلَيْكُمَا بِذٰلِكَ ، قَالاَ نَعَمْ ، قَالَ فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّيْ قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ ، فَوَاللّٰهِ الَّذِيْ بِاِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالاَرْضُ لاَ اَقْضِيْ فِيْهَا قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ ، فَاِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا اِلَيَّ ، فَاِنِّيْ اَكْفِيْكُمَاهَا

২৮৭৫ ইসহাক ইব্ন মুহাম্মদ ফারবী (র).....মালিক ইব্ন আউস ইব্ন হাদাসান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি আমার পরিবার-পরিজনের সাথে বসা ছিলাম, যখন রোদ প্রখর হল তখন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর দূত আমার নিকট এসে বলল, আমীরুল মু'মিনীন আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি তার সঙ্গে রওয়ানা হয়ে উমর (রা)-এর নিকট পৌঁছলাম। দেখতে পেলাম, তিনি একটি চাটাইয়ের উপর বসা ছিলেন। যাতে কোন বিছানা ছিল না। আর তিনি চামড়ার একটি বালিশে হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করে বসে পড়লাম। তিনি বললেন, হে মালিক! তোমার গোত্রের কতিপয় লোক আমার নিকট এসেছেন। আমি তাদের জন্য স্বল্প পরিমাণ ত্রাণ সামগ্রী প্রদানের আদেশ দিয়েছি। তুমি তা বুঝে নিয়ে তাদের মধ্যে বন্টন করে দাও। আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ কাজটির জন্য আমাকে ছাড়া যদি অন্য কাউকে নির্দেশ দিতেন। তিনি বললেন, ওহে তুমি তা গ্রহণ কর। আমি তাঁর কাছেই বসা ছিলাম। এমন সময় তাঁর দারোয়ান ইয়ারফা এসে বলল, উসমান ইব্ন আফ্ফান, আবদুর রাহমান ইব্ন আউফ, যুবাইর (ইব্ন আওয়াম) ও সাদ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) আপনার কাছে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছেন। উমর (রা) বললেন, হ্যাঁ, তাঁদের আসতে দাও। তাঁরা এসে সালাম করে বসে পড়লেন। ইয়ারফা ক্ষণিক সময় পরে এসে বলল, আলী ও আব্বাস (রা) আপনার সাক্ষাতের জন্য অনুমতির অপেক্ষায় আছেন। উমর (রা) বললেন, হ্যাঁ, তাঁদেরকে আসতে দাও। এরপর তাঁরা উভয়ে প্রবেশ করে সালাম করলেন এবং বসে পড়লেন। আব্বাস (রা) বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার ও এ ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করে দিন। বানূ নাযীরের সম্পদ থেকে আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যা দান করেছিলেন, তা নিয়ে তাঁরা উভয়ে বিরোধ করছিলেন। উসমান (রা) এবং তাঁর সাথীগণ বললেন, হ্যাঁ, আমীরুল মু'মিনীন! এঁদের মধ্যে মীমাংসা করে দিন এবং তাঁদের একজনকে অপরজন থেকে নিরুদ্বেগ করে দিন। উমর (রা) বললেন, একটু থামুন। আমি আপনাদেরকে সে মহান সত্তার শপথ দিয়ে বলছি, যাঁর আদেশে আসমান ও যমীন স্থির রয়েছে। আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের (নবীগণ) মীরাস বন্টিত হয় না। আমরা যা রেখে যাই তা সাদ্কারূপে

banglainternet.com

গণ্য হয়? এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেকেই উদ্দেশ্য করেছেন। উসমান (রা) ও তাঁর সাথীগণ বললেন, হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এইরূপ বলেছেন। এরপর উমর (রা) আলী এবং আব্বাস (রা)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি। আপনারা কি জানেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ বলেছেন? তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ, তিনি এরূপ বলেছেন। উমর (রা) বললেন, এখন এ বিষয়টি সম্পর্কে আপনাদের বুঝিয়ে বলছি। ব্যাপার হলো এই যে, আল্লাহ তা'আলা ফায়-এর সম্পদ থেকে স্বীয় রাসূল ﷺ -কে বিশেষভাবে দান করেছেন যা তিনি ছাড়া কাউকেই দান করেন নি। এরপর উমর (রা) নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করেন ঃ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ، فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ -কে তাদের অর্থাৎ ইহুদীদের নিকট থেকে যে ফায় (যুদ্ধ ব্যতীত লব্ধ সম্পদ) দিয়েছেন, তজ্জন্য তোমরা ঘোড়া কিংবা উটে আরোহণ করে যুদ্ধ করনি। আল্লাহ্ তা'আলাই তো যাদের উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলগণকে কর্তৃত্ব দান করেন। আল্লাহ তা'আলা সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (৫৯ ঃ ৬)। সুতরাং এ সকল সম্পত্তি নির্দিষ্টরূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য নির্ধারিত ছিল। কিন্তু আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সকল সম্পত্তি নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখেননি এবং আপনাদের বাদ দিয়ে অন্য কাউকে দেননি। বরং আপনাদেরকেও দিয়েছেন এবং আপনাদের কাজেই ব্যয় করেছেন। এ সম্পত্তি থেকে যা উদ্বৃত্ত রয়েছে, তা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ পরিবার-পরিজনের বাৎসরিক খরচ নির্বাহ করতেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকতো, তা আল্লাহর সম্পদে (বায়তুলমালে) জমা করে দিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আজীবন এরূপই করেছেন। আপনাদেরকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আপনারা কি তা অবগত আছেন? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, আমরা অবগত আছি। এরপর উমর (রা) আলী ও আব্বাস (রা)-কে লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, আপনারা কি এ বিষয় অবগত আছেন? এরপর উমর (রা) বললেন, এরপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী ﷺ -কে ওফাত দিলেন তখন আবূ বকর (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত একথা বলে তিনি এ সকল সম্পত্তি নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এ সবের আয়-উৎপাদন যে সব কাজে ব্যয় করতেন, সে সকল কাজে ব্যয় করেন। আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, তিনি এক্ষেত্রে সত্যবাদী, পুণ্যবান, সুপথপ্রাপ্ত ও সত্যাশ্রয়ী ছিলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা আবূ বকর (রা)-কে ওফাত দেন। এখন আমি আবূ বকর (রা)-এর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত। আমি আমার খিলাফতকালের প্রথম দু'বছর এ সম্পত্তি আমার দায়িত্বে রেখেছি এবং এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর (রা) যা যা করতেন, তা করেছি। আল্লাহ তা'আলাই জানেন যে, আমি এক্ষেত্রে সত্যবাদী, পুণ্যবান, সুপথপ্রাপ্ত ও সত্যাশ্রয়ী রয়েছি। এরপর এখন আপনারা উভয়ে আমার নিকট এসেছেন। আর আমার সঙ্গে এ সম্পর্কে আলোচনা করছেন এবং আপনাদের উভয়ের কথা একই। আর আপনাদের ব্যাপার একই। হে আব্বাস (রা)! আপনি আমার নিকট আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের সম্পত্তির অংশের দাবী নিয়ে এসেছেন আর আলী (রা)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন যে, ইনি আমার নিকট তাঁর স্ত্রী কর্তৃক পিতার সম্পত্তিতে প্রাপ্য অংশ নিতে এসেছেন। আমি আপনাদের উভয়কেই বলছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমরা নবীগণের সম্পদ বন্টিত হয় না আমরা যা ছেড়ে যাই তা সাদকা রূপে গণ্য হয়।' এরপর আমি সঙ্গত মনে করেছি যে, এ সম্পত্তিকে আপনাদের দায়িত্বে অর্পণ করব। এখন আমি আপনাদের বলছি যে, আপনারা যদি চান, তবে আমি এ সম্পত্তি আপনাদের নিকট সমর্পণ করে দিব। এ শর্তে যে, আপনাদের উপর আল্লাহ তা'আলার প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গীকার থাকবে, আপনারা এ সম্পত্তির আয় আমদানী সে সকল কাজে ব্যয় করবেন, যে সকল কাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বকর (রা) ও আমি আমার খিলাফতকালে এযাবৎ ব্যয় করে এসেছি। তদুত্তরে আপনারা বলেছেন, এ সম্পত্তিকে আমাদের নিকট সমর্পণ করুন। আমি উক্ত শর্তের

banglainternet.com

উপর আপনাদের প্রতি সমর্পণ করেছি। আপনাদেরকে (উসমান (রা) ও তাঁর সাথীগণকে) উদ্দেশ্য করে আমি আল্লাহ্‌র কসম দিচ্ছি যে, বলুন তো আমি কি তাঁদেরকে এ শর্তে এ সম্পত্তি সমর্পণ করেছি? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। এরপর উমর (রা) আলী ও আব্বাস (রা)-এর প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আমি আপনাদের উভয়কে আল্লাহ্‌র নামে কসম দিচ্ছি, বলুন তো আমি কি এ শর্তে আপনাদের প্রতি এ সম্পত্তি সমর্পণ করেছি? তাঁরা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ। এরপর উমর (রা) বললেন, আপনারা কি আমার নিকট এ ছাড়া অন্য কোন মীমাংসা চান? আল্লাহ্‌র কসম! যাঁর আদেশে আকাশ ও পৃথিবী আপন স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে, আমি এক্ষেত্রে এর বিপরীত কোন মীমাংসা করব না। যদি আপনারা এ শর্ত পালনে অপারগ হন, তবে এ সম্পত্তি আমার দায়িত্বে অর্পণ করুন। আপনাদের উভয়ের পক্ষ থেকে এ সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে আমিই যথেষ্ট।

١٩٤٢. بَابُ اَدَاءُ الْخُمُسِ مِنَ الدِّيْنِ

১৯৪২. পরিচ্ছেদ ঃ খুমুস (এক পঞ্চমাংশ) আদায় করা দীনের অংশ

٢٨٧٦ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَبِىْ جَمْرَةَ الضُّبَعِىِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ ، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : اِنَّا هٰذَا الْحَىَّ مِنْ رَبِيْعَةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَلَسْنَا نَصِلُ اِلَيْكَ ، اِلاَّ فِى الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَمُرْنَا بِاَمْرٍ نَأْخُذُ مِنْهُ وَ نَدْعُوْ اِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا ، قَالَ : اٰمُرُكُمْ بِاَرْبَعٍ ، وَاَنْهَاكُمْ عَنْ اَرْبَعٍ، اَلْاِيْمَانِ بِاللّٰهِ : شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ، وَعَقَدَ بِيَدِهِ ، وَاِقَامِ الصَّلاَةِ ، وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ ، وَاَنْ تُؤَدُّوْا لِلّٰهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيْرِ ، وَالْحَنْتَمِ ، وَالْمُزَفَّتِ

২৮৭৬ আবু নু'মান (র)..... ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা রাবী'আ গোত্রের একটি উপদল। আপনার ও আমাদের মাঝে মুযার (কাফির) গোত্রের বসবাস। তাই আমরা আপনার নিকট নিষিদ্ধ মাসসমূহ ব্যতীত অন্য সময় আসতে পারি না। কাজেই আপনি আমাদের এমন কাজের আদেশ করুন, যার উপর আমরা আমল করব এবং আমাদের পশ্চাতে যারা রয়ে গেছে, তাদেরকেও তা আমল করতে আহবান জানাব। তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি কাজের আদেশ করছি এবং চারটি কাজ থেকে নিষেধ করছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতের অঙ্গুলিতে তা গণনা করে বলেন, আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আন। আর তা হচ্ছে এ সাক্ষ্য দান করা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই আর সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দান করা, রামাযান মাসে সিয়াম পালন করা এবং আল্লাহর জন্য গনীমাত লব্ধ সম্পদের

banglainternet.com

এক পঞ্চমাংশ আদায় করা[১]। আর আমি তোমাদের শুষ্ক লাউয়ের খোলে তৈরী পাত্র, খেজুর গাছের মূল দ্বারা তৈরী পাত্র, সবুজ মটকা, আলকাতরা প্রলিপ্ত মটকা ব্যবহার করতে নিষেধ করছি।

١٩٤٣. بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ

১৯৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পর তাঁর সহধর্মিণীগণের ভরণ-পোষণ

٢٨٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَ مُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ

২৮৭৭ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, '(আমার ওফাতের পর) আমার উত্তরাধিকারীগণ একটি দীনারও ভাগ বন্টন করে নিবে না। আমি যা রেখে যাব, তা থেকে আমার সহধর্মিণীগণের ব্যয়ভার ও আমার কর্মচারীদের ব্যয় নির্বাহের পর অবশিষ্ট যা থাকবে, তা সাদ্‌কারূপে গণ্য হবে।'

٢٨٧٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَمَا فِي بَيْتِي مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ ، إِلَّا شَطْرُ شَعِيرٍ فِي رَفٍّ لِي ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيَّ فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ

২৮৭৮ আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ শাইবা (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাত হল, তখন আমার ঘরে এমন কোন বস্তু ছিল না, যা খেয়ে কোন প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে। শুধুমাত্র তাকের উপর আধা ওয়াসাক আটা পড়ে রয়েছিল। আমি তা থেকে খেতে থাকলাম এবং বেশ কিছুদিন কেটে গেল। এরপর আমি তা মেপে দেখলাম, ফলে তা নিঃশেষ হয়ে গেল।'

٢٨٧٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحٰقَ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَأَرْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً

banglainternet.com

১। চারটি কাজের নির্দেশের কথা থাকলেও এখানে পাঁচটির উল্লেখ রয়েছে। যেহেতু এই উপজাতিটি যুদ্ধমান ছিল তাই খুমুসের বিষয়টি এখানে অতিরিক্ত বলা হয়েছে।

২৮৭৯ মুসাদ্দাদ (র)..... আমর ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নবী ﷺ তাঁর যুদ্ধাস্ত্র, সাদা খচ্চর ও কিছু যমীন ব্যতীত কিছুই রেখে যান নি এবং তাও তিনি সাদ্‌কারূপে রেখে গেছেন।'

١٩٤٤. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ بُيُوْتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَا نُسِبَ مِنَ الْبُيُوْتِ إِلَيْهِنَّ ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ ، وَلاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ ﷺ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ

১৯৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর সহধর্মিনীগণের ঘর এবং যে সব ঘর তাঁদের সাথে সম্পর্কিত সে সবের বর্ণনা আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ তোমরা নিজেদের ঘরে অবস্থান কর। (৩৩-৩৩) (হে মুসলমানগণ) তোমরা নবী ﷺ -এর ঘরে অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশ করবে না। (৩৩ ঃ ৫৩)

٢٨٨٠ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسٰى وَ مُحَمَّدٌ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَيُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَمَّا ثَقُلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِيْ بَيْتِيْ فَأَذِنَّ لَهُ

২৮৮০ হিব্বান ইব্ন মূসা ও মুহাম্মদ (র).....উবায়দুল্লাহ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন উতবা ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা) বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রোগ যখন অত্যধিক বেড়ে গেল তখন তিনি আমার ঘরে অবস্থান করে রোগের পরিচর্যা বিষয়ে তাঁর অপর সহধর্মিণীগণের নিকট অনুমতি চান। তাঁরা তাঁকে অনুমতি প্রদান করেন।'

٢٨٨١ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِيْ مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ بَيْتِيْ وَفِيْ نَوْبَتِيْ وَبَيْنَ سَحْرِيْ وَنَحْرِيْ وَجَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَ رِيْقِيْ وَرِيْقِهِ ، قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِسِوَاكٍ فَضَعُفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَمَضَغْتُهُ ثُمَّ سَنَنْتُهُ بِهِ

২৮৮১ ইবন আবূ মারইয়াম (র)....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার ঘরে আমার পালার দিন আমার কণ্ঠ ও বুকের মধ্য বরাবর মাথা রাখা অবস্থায় নবী ﷺ -এর ওফাত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা (মৃত্যুকালেও) তাঁর ও আমার মুখের লালাকে একত্রিত করেছেন। তিনি বলেন, আবদুর রাহমান (রা) একটি মিস্‌ওয়াক নিয়ে প্রবেশ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা চিবুতে অপারগ হন। তখন আমি সে মিস্‌ওয়াকটি নিয়ে নিজে চিবিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাঁত মেজে দেই।

banglainternet.com

٢٨٨٢ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ اَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ تَزُوْرُهُ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِىْ الْمَسْجِدِ ، فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ قَرِيْبًا مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانِ مِنَ الْاَنْصَارِ ، فَسَلَّمَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ نَفَذَا ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رِسْلِكُمَا ، قَالاَ سُبْحَانَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، وَكَبُرَ عَلَيْهِمَا ذٰلِكَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْاِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ ، وَاِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ يَقْذِفَ فِىْ قُلُوْبِكُمَا شَيْئًا

২৮৮২ সাঈদ ইব্ন উফাইর (র)..... আলী ইব্ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর সহধর্মিণী সাফিয়্যা (রা) তাঁকে জানিয়েছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসেন। তখন তিনি রমযানের শেষ দশকে মসজিদে ইতিকাফ রত ছিলেন। এরপর যখন তিনি (সাফিয়্যা (রা) ফিরে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ান, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর অপর সহধর্মিনী উম্মে সালামা (রা)-এর দরজার নিকটবর্তী মসজিদের দরজার নিকট পৌছলেন তখন দু'জন আনসার তাঁদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উদ্দেশে বললেন, একটু থাম, (এ মহিলা আমার স্ত্রী) তারা বলল, সুবহানাল্লাহ! ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এরূপ বলাটা তাদের নিকট কষ্টদায়ক মনে হল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'শয়তান মানুষের রক্ত কণিকার ন্যায় সর্বত্র বিচরণ করে। আমার আশঙ্কা হয়েছিল, না জানি সে তোমাদের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক করে দেয়।'

٢٨٨٣ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْضِىْ حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ

২৮৮৩ ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,আমি (আমার বোন) হাফসা (রা)-এর ঘরের উপর (ছাদে) আরোহণ করি। তখন আমি দেখতে পেলাম, নবী ﷺ কিবলাকে পেছন দিকে রেখে শাম (সিরিয়া) মুখী হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে নিচ্ছেন।

banglainternet.com

٢٨٨٤ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا

২৮৮৪ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুনযির (র)..... আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত তখন আদায় করতেন, যখন সূর্যের আলো তার আঙ্গিনা থেকে বেরিয়ে যায়নি।

٢٨٨٥ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيْبًا فَاَشَارَ نَحْوَ مَسْكَنِ عَائِشَةَ فَقَالَ هُنَا الْفِتْنَةُ ثَلَاثًا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ

২৮৮৫ মূসা ইব্‌ন ইসমাঈল (র)..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী ﷺ খুত্‌বা দিতে দাঁড়িয়েছিলেন। এ সময় তিনি আয়িশা (রা)-এর ঘরের দিকে ইঙ্গিত করে তিনবার বললেন, এ দিক থেকেই (পূর্বদিক) ফিত্‌না, যে দিক থেকে সূর্য উদয়ের সময় শয়তান দাঁড়িয়ে থাকে।

٢٨٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا وَاَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ اِنْسَانٍ يَسْتَأْذِنُ فِىْ بَيْتِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِىْ بَيْتِكَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُرَاهُ فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، اِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ

২৮৮৬ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র).....আমরা বিন্‌ত আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -এর সহধর্মিনী আয়িশা (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা তাঁর নিকট ছিলেন। তখন আয়িশা (রা) আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, জনৈক ব্যক্তি হাফসা (রা)-এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যক্তি আপনার ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার মনে হয়, সে অমুক, হাফসা (রা)-এর দুধ চাচা। (নবীজী বললেন) দুধপান তা-ই হারাম করে, যা জন্মগত সম্পর্কের কারণে হারাম হয়।

banglainternet.com

١٩٤٥. بَابُ مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتَمِهِ وَمَا اسْتَعْمَلَ

الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذٰلِكَ مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ قِسْمَتُهُ وَمِنْ شَعْرِهِ وَنَعْلِهِ وَآنِيَتِهِ مِمَّا شَرِكَ فِيهِ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ وَفَاتِهِ

১৯৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বর্ম, লাঠি, তরবারী, পেয়ালা ও মুহর এবং তাঁর পরবর্তী খলীফাগণ সে সব থেকে যা ব্যবহার করেছেন, আর তা যার বন্টনের উল্লেখ করা হয়নি এবং তাঁর চুল, পাদুকা ও পাত্র নবী ﷺ -এর ওফাতের পর তাঁর সাহাবীগণ ও অন্যরা (বরকত হাসিলে) শরীক ছিলেন

٢٨٨٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ لَهُ هٰذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ ، بِخَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ : مُحَمَّدٌ سَطْرٌ وَرَسُولٌ سَطْرٌ وَاللّٰهُ سَطْرٌ

২৮৮৭ মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (র).....আনাস (ইব্ন মালিক) (রা) থেকে বর্ণিত, যখন আবূ বকর (রা) খলীফা হন, তখন তিনি তাঁকে বাহরাইনে প্রেরণ করেন এবং তাঁর এ বিষয়ে একটি নিয়োগপত্র লিখে দেন। আর তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুহর দ্বারা মুহরাংকিত করে দেন। উক্ত মুহরে তিনটি লাইন খোদিত ছিল। এক লাইনে মুহাম্মদ, এক লাইনে রাসূল ও এক লাইনে আল্লাহ।

٢٨٨٨ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ ، قَالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسٌ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْنِ لَهُمَا قِبَالَانِ ، فَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ بَعْدُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُمَا نَعْلَا النَّبِيِّ ﷺ

২৮৮৮ আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... ঈসা ইব্ন তাহমান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আনাস (রা) দু'টি পশম বিহীন পুরাতন চপ্‌পল বের করলেন, যাতে দু'টি ফিতা লাগানো ছিল। সাবিত বুনানী (র) পরে আনাস (রা) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, এ দু'টি নবী ﷺ -এর পাদুকা (মুবারক) ছিল।

٢٨٨٩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كِسَاءً مُلَبَّدًا ، وَقَالَتْ فِي هٰذَا نُزِعَ رُوحُ النَّبِيِّ ﷺ وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنْ هٰذِهِ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْمُلَبَّدَةَ

banglainternet.com

২৮৮৯ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র).....আবূ বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আয়িশা (রা) একটি মোটা তালী বিশিষ্ট কম্বল বের করলেন আর বললেন, এ কম্বল জড়ানো অবস্থায়ই নবী ﷺ-এর ওফাত হয়েছে। আর সুলাইমান (র) হুমাইদ (র) সূত্রে আবূ বুরদা (রা) থেকে বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন যে, আয়িশা (রা) ইয়ামানে তৈরী একটি মোটা তহবন্দ এবং একটি কম্বল যাকে তোমরা জোড়া লাগানো বলে থাক, আমাদের কাছে বের করেন।

٢٨٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ انْكَسَرَ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ ، قَالَ عَاصِمٌ رَاَيْتُ الْقَدَحَ ، وَشَرِبْتُ فِيْهِ

২৮৯০ আবদান (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ-এর পেয়ালা ভেঙ্গে যায়। তখন তিনি ভাঙ্গার স্থানে রূপার পাত দিয়ে জোড়া লাগালেন। আসিম (র) বলেন, আমি সে পেয়ালাটি দেখেছি এবং তাতে আমি পান করেছি।

٢٨٩١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِيْ اَنَّ الْوَلِيْدَ بْنَ كَثِيْرٍ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيِّ حَدَّثَهُ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ اَنَّهُمْ حِيْنَ قَدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ اِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَاْمُرُنِيْ بِهَا ، فَقُلْتُ لَهُ لاَ فَقَالَ لَهُ فَهَلْ اَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ ، وَاَيْمُ اللّٰهِ لَئِنْ اَعْطَيْتَنِيْهِ لاَ يُخْلَصُ اِلَيْهِ اَبَدًا ، حَتّٰى تُبْلَغَ نَفْسِيْ ، اِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ اَبِيْ جَهْلٍ عَلٰى فَاطِمَةَ فَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فِيْ ذٰلِكَ عَلٰى مِنْبَرِهِ هٰذَا : وَاَنَا يَوْمَئِذٍ لَمُحْتَلِمٌ فَقَالَ اِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّيْ وَاَنَا اَتَخَوَّفُ اَنْ تُفْتَنَ فِيْ دِيْنِهَا ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ شَمْسٍ فَاَثْنٰى عَلَيْهِ فِيْ مُصَاهَرَتِهِ اِيَّاهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ فَصَدَقَنِيْ ، وَوَعَدَنِيْ فَوَفٰى لِيْ ، وَاِنِّيْ لَسْتُ اُحَرِّمُ حَلاَلاً ، وَلاَ اُحِلُّ حَرَامًا ، وَلٰكِنْ وَاللّٰهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللّٰهِ اَبَدًا

banglainternet.com

২৮৯১ সাঈদ ইব্‌ন মুহাম্মদ জারমী (র).....আলী ইব্‌ন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, যখন তাঁরা ইয়াযীদ ইব্‌ন মুআবিয়ার নিকট থেকে হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের পর মদীনায় আসলেন, তখন তাঁর সঙ্গে মিসওয়ার ইব্‌ন মাখরামা (রা) মিলিত হলেন এবং বললেন, আপনার কি আমার কাছে কোন প্রয়োজন আছে? তবে তা বলুন। তখন আমি তাঁকে বললাম, না। তখন মিসওয়ার (রা) বললেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর তরবারীটি দিবেন? আমার আশঙ্কা হয়, লোকেরা আপনাকে কাবু করে তা ছিনিয়ে নিবে। আল্লাহ্‌র কসম! আপনি যদি আমাকে এটি দেন, তবে আমার জীবন থাকা পর্যন্ত কেউ আমার নিকট থেকে তা নিতে পারবে না। একবার আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) ফাতিমা (রা) থাকা অবস্থায় আবূ জাহল কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। আমি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর মিম্বারে দাঁড়িয়ে লোকদের এ খুত্‌বা দিতে শুনেছি, আর তখন আমি সাবালক। রাসূলুল্লাহ ﷺ (উক্ত ভাষণে) বললেন, 'ফাতিমা আমার থেকে (অতি আদরের)। আমি আশঙ্কা করছি সে দীনের ব্যাপারে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে পড়ে।' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বানূ আবদে শামস গোত্রের এক জামাতার প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর জামাতা সম্পর্কে প্রশংসা করেন এবং বলেন, সে আমার সঙ্গে যা বলেছে, তা সত্য বলেছে, আমার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছে, তা পূরণ করেছে। আমি হালালকে হারামকারী নই এবং হারামকে হালালকারী নই। কিন্তু আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহর রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহর শত্রুর কন্যা একত্রিত হতে পারে না।

٢٨٩٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ مُنْذِرٍ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ لَوْكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ذَاكِرًا عُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَهُ نَاسٌ فَشَكَوْا سُعَاةَ عُثْمَانَ فَقَالَ لِيْ عَلِيٌّ اذْهَبْ اِلٰى عُثْمَانَ فَاَخْبِرْهُ اَنَّهَا صَدَقَةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَمُرْ سُعَاتَكَ يَعْمَلُوْا بِهَا فَاَتَيْتُهُ بِهَا ، فَقَالَ اَغْنِهَا عَنَّا ، فَاَتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ضَعْهَا حَيْثُ اَخَذْتَهَا * قَالَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا الثَّوْرِيَّ عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ اَرْسَلَنِيْ اَبِيْ خُذْ هٰذَا الْكِتَابَ فَاذْهَبْ بِهِ اِلٰى عُثْمَانَ فَاِنَّ فِيْهِ اَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الصَّدَقَةِ

২৮৯২ কুতাইবা (র).....ইব্‌ন হানাফিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) যদি উসমান (রা)-এর সমালোচনা করতেন, তবে সেদিনই করতেন, যেদিন তাঁর নিকট কিছু লোক এসে উসমান (রা) কর্তৃক নিযুক্ত যাকাত উসূলকারী কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। আলী (রা) আমাকে জানিয়েছেন, উসমান (রা)-এর নিকট যাও এবং তাঁকে সংবাদ দাও যে, এটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফরমান। কাজেই আপনার কর্মচারীদের কাজ করার আদেশ দিন। তারা যেন সে অনুসারে কাজ করে। তা নিয়ে আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি বললেন, আমার এটির দরকার নেই। তারপর আমি তা নিয়ে আলী (রা)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করি। তখন তিনি বললেন, এটি যেখান থেকে নিয়েছ সেখানে রেখে দাও।

banglainternet.com

হুমাইদী (র)..... ইব্ন হানাফিয়্যাহ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে বলেন, আমাকে পাঠিয়ে বলেন, এ ফরমানটি নাও এবং এটি উসমান (রা)-এর কাছে নিয়ে যাও, এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদ্‌কা (যাকাত) সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন।

١٩٤٦. بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالْمَسَاكِيْنِ وَاِيْثَارِ النَّبِيِّ ﷺ اَهْلَ الصُّفَّةِ وَالْاَرَامِلَ حِيْنَ سَاَلَتْهُ فَاطِمَةُ وَشَكَتْ اِلَيْهِ الطَّحْنَ وَالرَّحٰى اَنْ يُّخْدِمَهَا مِنَ السَّبْيِ فَوَكَلَهَا اِلَى اللّٰهِ

১৯৪৬ পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে আকস্মিক প্রয়োজনাদি ও অভাবগ্রস্তদের জন্য গনীমতের এক পঞ্চমাংশ। যখন ফাতিমা (রা) তাঁর নিকট আটা পিষার কষ্টের কথা জানিয়ে বন্দীদের থেকে তাঁর খেদমতের জন্য দাসী চাইলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আহলে সুফ্‌ফা ও বিধবাদের অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি তাঁকে আল্লাহর সোপর্দ করেন

٢٨٩٣ حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِى الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ لَيْلٰى حَدَّثَنَا عَلِيٌّ اَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ مَا تَلْقٰى مِنَ الرَّحٰى مِمَّا تَطْحَنُ فَبَلَغَهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِيَ بِسَبْيٍ فَاَتَتْهُ تَسْاَلُهُ خَادِمًا فَلَمْ تُوَافِقْهُ ، فَذَكَرَتْ لِعَائِشَةَ فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ لَهُ ، فَاَتَانَا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا ، فَذَهَبْنَا لِنَقُوْمَ ، فَقَالَ عَلٰى مَكَانِكُمَا حَتّٰى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلٰى صَدْرِىْ فَقَالَ اَلَا اَدُلُّكُمَا عَلٰى خَيْرٍ مِمَّا سَاَلْتُمَاهُ ، اِذَا اَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا فَكَبِّرَا اللّٰهَ اَرْبَعًا وَثَلَاثِيْنَ ، وَاحْمَدَا ثَلَاثًا وَّثَلَاثِيْنَ ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ فَاِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمَا مِمَّا سَاَلْتُمَاهُ

২৮৯৩ বদল ইব্ন মুহব্বার (র).....আলী (রা) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা (রা) আটা পিষার কষ্টের কথা জানান। তখন তাঁর নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কয়েকজন বন্দী আনা হয়েছে। ফাতিমা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে একজন খাদিম চাইলেন। তিনি তাঁকে পেলেন না। তখন তিনি আয়িশা (রা)-এর কাছে তা উল্লেখ করেন। তারপর নবী ﷺ এলে আয়িশা (রা) তাঁর কাছে বিষয়টি বললেন। (রাবী বলেন) রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে এলেন। তখন আমরা শয্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমরা উঠতে উদ্যত হলাম। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাক। আমি তাঁর পায়ের শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। তখন তিনি বললেন, 'তোমরা যা চেয়েছ, আমি কি তোমাদের তার চাইতে উত্তম বস্তুর সন্ধান দিব না? (তিনি বললেন) যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করবে, তখন চৌত্রিশ বার 'আল্লাহু

banglainternet.com

আকবার', তেত্রিশবার 'আল্‌হামদু লিল্লাহ' এবং তেত্রিশবার 'সুব্‌হানাল্লাহ' বলবে, এ-ই তোমাদের জন্য তার চাইতে উত্তম, যা তোমরা চেয়েছ।'

١٩٤٧. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ يَعْنِى لِلرَّسُوْلِ قَسْمَ ذٰلِكَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ ، وَاللّٰهُ يُعْطِىْ

১৯৪৭ পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ নিশ্চয় এক পঞ্চমাংশ আল্লাহর ও রাসূলের। (৮ ঃ ৪১) তা বন্টনের ইখতিয়ার রাসূলেরই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি বন্টনকারী ও হেফাজতকারী আর আল্লাহ তা'আলাই দিয়ে থাকেন

٢٨٩٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ وَمَنْصُوْرٍ وَقَتَادَةَ سَمِعُوْا سَالِمَ بْنَ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِنَ الْاَنْصَارِ غُلَامٌ فَاَرَادَ اَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِىْ حَدِيْثِ مَنْصُوْرٍ اِنَّ الْاَنْصَارِىَّ قَالَ حَمَلْتُهُ عَلٰى عُنُقِىْ فَاَتَيْتُ بِهِ النَّبِىَّ ﷺ وَفِىْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانَ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَاَرَادَ اَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا قَالَ سَمُّوْا بِاسْمِىْ وَلَا تَكْنُوْا بِكُنْيَتِىْ فَاِنِّىْ اِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ حُصَيْنٌ بُعِثْتُ قَاسِمًا اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ * وَقَالَ عَمْرٌو اَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا عَنْ جَابِرٍ اَرَادَ اَنْ يُسَمِّيَهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ سَمُّوْا بِاسْمِىْ وَلَا تَكْنُوْا بِكُنْيَتِىْ

২৮৯৪ আবুল ওয়ালীদ (র).....জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের আনসারীর এক ব্যক্তির একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। সে তার নাম মুহাম্মদ রাখার ইচ্ছা করল। মানসূর (র) সূত্রে বর্ণিত হাদীসে শুবা বলেন, সে আনসারী বলল, আমি তাকে আমার ঘাড়ে তুলে নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এলাম। আর সুলায়মান (র) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, তার একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। তখন সে তার নাম মুহাম্মাদ রাখার ইচ্ছা করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তোমরা আমার নামে নাম রাখ। কিন্তু আমার কুনীয়াতের অনুরূপ কুনীয়াত রেখ না। আমাকে বন্টনকারী করা হয়েছে। আমি তোমাদের মধ্যে বন্টন করি।' আর হুসাইন (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আমি বন্টনকারীরূপে প্রেরিত হয়েছি। আমি তোমাদের মধ্যে বন্টন করি।' আর আমর (র) জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সে ব্যক্তি তার সন্তানের নাম কাসিম রাখতে চেয়েছিল, তখন নবী ﷺ বলেন, 'তোমরা আমার নামে নাম রাখ, আমার কুনীয়াতের অনুরূপ কুনীয়াত রেখ না।'

banglainternet.com

٢٨٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِى الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِّنَا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لَا نُكَنِّيْكَ اَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَاَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وُلِدَ لِىْ غُلَامٌ فَسَمَّيْتُهُ الْقَاسِمَ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ لَا نُكَنِّيْكَ اَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَحْسَنَتِ الْاَنْصَارُ تَسَمَّوْا بِاِسْمِىْ وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِىْ فَاِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ

২৮৯৫ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে এক জনের পুত্র সন্তান জন্ম হয়। সে তার নাম রাখল কাসিম। তখন আনসারগণ বললেন, আমরা তোমাকে আবুল কাসিম কুনীয়াত ব্যবহার করতে দিব না এবং এর দ্বারা তোমার চক্ষু শীতল করব না। সে ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে। আমি তার নাম রেখেছি কাসিম। তখন আনসারগণ বললেন, আমরা তোমাকে আবুল কাসিম কুনীয়াত ব্যবহার করতে দিব না এবং এর দ্বারা তোমার চক্ষু শীতল করব না। নবী ﷺ বললেন, 'আনসারগণ ভালই করেছে। তোমরা আমার নামে নাম রাখ, কিন্তু কুনীয়াত ব্যবহার করো না। কেননা, আমি তো কাসিম (বন্টনকারী)।'

٢٨٩٦ حَدَّثَنَا حِبَّانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ وَاللّٰهُ الْمُعْطِىْ وَاَنَا الْقَاسِمُ وَلَا تَزَالُ هٰذِهِ الْاُمَّةُ ظَاهِرِيْنَ عَلٰى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَاْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ ظَاهِرُوْنَ

২৮৯৬ হিব্বান ইব্ন মূসা (র)..... মু'আবিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা যার মঙ্গল চান, তাকে দীনের প্রজ্ঞা দান করেন। আল্লাহই দানকারী আর আমি বন্টনকারী। এ উম্মাত সর্বদা তাদের প্রতিপক্ষের উপর বিজয়ী থাকবে, আল্লাহ্র আদেশ (কিয়ামত) আসা পর্যন্ত আর তারা থাকবে বিজয়ী।'

٢٨٩٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اُعْطِيْكُمْ وَلَا اَمْنَعُكُمْ اِنَّمَا اَنَا قَاسِمٌ اَضَعُ حَيْثُ اُمِرْتُ

banglainternet.com

২৮৯৭ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আমি তোমাদের দানও করি না এবং তোমাদের বঞ্চিতও করি না। আমি তো কেবল বন্টনকারী, যেভাবে আদিষ্ট হই, সেভাবে ব্যয় করি।'

٢٨٩٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو الْاَسْوَدِ عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَيَّاشٍ وَاسْمُهُ نُعْمَانُ عَنْ خَوْلَةَ الْاَنْصَارِيَّةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُوْنَ فِىْ مَالِ اللّٰهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

২৮৯৮ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াযীদ (র)..... খাওলাহ্ আনসারীয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, কিছু লোক আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করে, কিয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত।'

١٩٤٨ بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ اُحِلَّتْ لَكُمُ الْغَنَائِمُ ، وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَأْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهِ وَهِىَ لِلْعَامَّةِ حَتّٰى يُبَيِّنَهُ الرَّسُوْلُ ﷺ

১৯৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ -এর বাণী ঃ তোমাদের জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদের, যার অধিকারী হবে তোমরা। তিনি তা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করেছিলেন (সূরা ফাত্‌হ্ ঃ ২০) [আয়াতের শেষ পর্যন্ত] গনীমত সাধারণ মুসলমানের জন্য ছিল কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তা ব্যাখ্যা করে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (যোদ্ধাদের জন্য)

٢٨٩٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِىْ نَوَاصِيْهَا الْخَيْرُ الْاَجْرُ وَالْمَغْنَمُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

২৮৯৯ মুসাদ্দাদ (র)..... উরওয়া আল-বারেকী (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, ঘোড়ার কপালের উপরিভাগের কেশগুচ্ছে বাঁধা রয়েছে কল্যাণ, সাওয়াব ও গনীমত কিয়ামত পর্যন্ত।

٢٩٠٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا هَلَكَ كِسْرٰى

banglainternet.com

فَلاَ كِسْرٰى بَعْدَهُ وَاِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتُنْفِقَنَّ كُنُوْزَهُمَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

২৯০০ আবুল ইয়ামান (র)... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কিস্‌রা ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপরে আর কোন কিস্‌রা হবে না। আর যখন কায়সার ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপর আর কোন কায়সার হবে না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, তোমরা অবশ্যই ব্যয় করবে উভয় সাম্রাজ্যের ধন ভান্ডার আল্লাহ্‌র পথে।

٢٩٠١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ سَمِعَ جَرِيْرًا عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا هَلَكَ كِسْرٰى فَلاَ كِسْرٰى بَعْدَهُ وَاِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوْزُهُمَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

২৯০১ ইসহাক (র)..... জাবির ইব্‌ন সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কিস্‌রা ধ্বংস হয়ে যাবে তারপর আর কোন কিস্‌রা হবে না। আর যখন কায়সার ধ্বংস হয়ে যাবে, তারপরে আর কোন কায়সার হবে না। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, অবশ্যই ব্যয় হবে উভয় সাম্রাজ্যের ধনভাণ্ডার আল্লাহ্‌র পথে।

٢٩٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الْفَقِيْرُ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ

২৯০২ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র)..... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে।

٢٩٠٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِىْ سَبِيْلِهِ لاَيُخْرِجُهُ اِلاَّ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَاتِهِ بِاَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ اَوْ يَرْجِعَهُ اِلٰى مَسْكَنِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ اَجْرٍ اَوْ غَنِيْمَةٍ

banglainternet.com

২৯০৩ ইসমাঈল (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে এবং তাঁরই বাণীর প্রতি দৃঢ় আস্থায় তাঁরই পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়, আল্লাহ তার জিম্মা গ্রহণ করেছেন, হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন অথবা সে যে সাওয়াব ও গনীমত অর্জন করেছে তা সহ তাকে ঘরে ফিরাবেন, যেখান থেকে সে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিল।

٢٩٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ غَزَا نَبِىٌّ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لاَ يَتْبَعُنِىْ رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ ، وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَبْنِىَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلاَ اَحَدٌ بَنٰى بُيُوْتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوْفَهَا وَلاَ اَحَدٌ اشْتَرٰى غَنَمًا اَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلاَدَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاَةَ الْعَصْرِ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذٰلِكَ ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ اِنَّكِ مَاْمُوْرَةٌ وَاَنَا مَاْمُوْرٌ ، اَللّٰهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ، فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَائَتْ يَعْنِى النَّارَ لِتَاْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ اِنَّ فِيْكُمْ غُلُوْلاً فَلْيُبَايِعْنِىْ مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ فَلْتُبَايِعْنِىْ قَبِيْلَتُكَ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ فَجَاؤُا بِرَاْسٍ مِثْلِ رَاْسِ بَقَرَةٍ مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوْهَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَاَكَلَتْهَا ثُمَّ اَحَلَّ اللّٰهُ لَنَا الْغَنَائِمَ رَاٰى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَاَحَلَّهَا لَنَا

২৯০৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলা (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'কোন একজন নবী জিহাদ করেছিলেন। তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, এমন কোন ব্যক্তি আমার অনুসরণ করবে না, যে কোন মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা রাখে, কিন্তু সে এখনো মিলিত হয়নি। এমন ব্যক্তিও না যে ঘর তৈরী করেছে কিন্তু তার ছাদ তোলেনি। আর এমন ব্যক্তিও না যে গর্ভবতী ছাগল বা উটনী কিনেছে এবং সে তার প্রসবের অপেক্ষা করছে। তারপর তিনি জিহাদে গেলেন এবং আসরের সালাতের সময় কিংবা এর কাছাকাছি সময়ে একটি জনপদের নিকটবর্তী হলেন। তখন তিনি সূর্যকে বললেন, তুমিও আদিষ্ট আর আমিও আদিষ্ট। ইয়া আল্লাহ! সূর্যকে থামিয়ে দিন। তখন তাকে থামিয়ে দেওয়া হল। অবশেষে আল্লাহ তাকে বিজয় দান করেন। এরপর তিনি গনীমত একত্রিত করলেন। তখন সেগুলো জ্বালিয়ে দিতে আগুন এল কিন্তু আগুন তা জ্বালাল না। নবী ﷺ তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে (গনীমতের) আত্মসাৎকারী রয়েছে। প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন যেন আমার কাছে বাইআত করে। সে সময় একজনের হাত নবীর হাতের সঙ্গে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যেই আত্মসাৎ রয়েছে।

banglainternet.com

কাজেই তোমার গোত্রের লোকেরা যেন আমার কাছে বাইআত করে। এ সময় দু' ব্যক্তির বা তিন ব্যক্তির হাত তাঁর হাতের সঙ্গে আটকে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যেই আত্মসাৎ রয়েছে। অবশেষে তারা একটি গাভীর মস্তক সমতুল্য স্বর্ণ উপস্থিত করল এবং তা রেখে দিল। তারপর আগুন এসে তা জ্বালিয়ে ফেলল। এরপর আল্লাহ আমাদের জন্য গনীমত হালাল করে দিলেন এবং আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা লক্ষ্য করে তা আমাদের জন্য হালাল করে দিলেন।

١٩٤٩. بَابُ الْغَنِيْمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ

১৯৫২. পরিচ্ছেদ ঃ গনীমত তাদের জন্য, যারা অভিযানে হাযির হয়েছে

٢٩٠٥ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَوْ لاَ اٰخِرُ الْمُسْلِمِيْنَ مَا فُتِحَتْ قَرْيَةٌ اِلاَّ قَسَمْتُهَا بَيْنَ اَهْلِهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِىُّ ﷺ خَيْبَرَ

২৯০৫ সাদাকা (র)..... যায়দ ইব্ন আসলাম (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) বলেছেন, যদি পরবর্তী মুসলিমদের ব্যাপার না হতো, তবে যে জনপদই বিজিত হতো, তাই আমি সেই জনপদবাসীদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম, যেমন নবী ﷺ খায়বার এলাকা বন্টন করে দিয়েছেন।

١٩٥٠. بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِهِ

১৯৫০ পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি গনীমতের উদ্দেশ্যে জিহাদ করে তার সাওয়াব কি কম হবে?

٢٩٠٦ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ اَبَا وَائِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُوْسٰى الْاَشْعَرِىُّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اَعْرَابِىٌّ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَلرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَيُقَاتِلُ لِيُرٰى مَكَانُهُ مَنْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

২৯০৬ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র).....আবূ মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক বেদুঈন নবী ﷺ -এর নিকট প্রশ্ন করল যে, কেউ যুদ্ধ করে গনীমতের জন্য, কেউ যুদ্ধ করে জনসাধারণে খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে আর যুদ্ধ করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য, এদের মধ্যে কে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করল?' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কলিমা বুলন্দ থাকার উদ্দেশ্যে জিহাদ করে, সেই আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদকারী।'

banglainternet.com

١٩٥١. بَابُ قِسْمَةِ الْاِمَامِ مَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ وَيَخْبَأُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرْهُ اَوْ غَابَ عَنْهُ

১৯৫১. পরিচ্ছেদ ঃ ইমামের নিকট যা আসে তা বন্টন করা এবং যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়নি কিংবা যে দূরে আছে তার জন্য রেখে দেওয়া

٢٩٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُهْدِيَتْ لَهُ اَقْبِيَةٌ مِنْ دِيْبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ بِالذَّهَبِ فَقَسَمَهَا فِىْ نَاسٍ مِنْ اَصْحَابِهِ وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِمَخْرَمَةَ بْنِ نَوْفَلٍ فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ اُدْعُهُ لِىْ فَسَمِعَ النَّبِىُّ ﷺ صَوْتَهُ فَاَخَذَ قَبَاءً فَتَلَقَّاهُ بِهِ وَاسْتَقْبَلَهُ بِاَزْرَارِهِ ، فَقَالَ يَا اَبَا الْمِسْوَرِ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ يَا اَبَا الْمِسْوَرِ خَبَأْتُ هٰذَا لَكَ وَكَانَ فِىْ خُلُقِهِ شِدَّةٌ ، رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ اَيُّوْبَ وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ قَدِمَتْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ اَقْبِيَةٌ تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مُلَيْكَةَ

২৯০৭ আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল ওহ্হাব (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ মুলায়কা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -কে সোনালী কারুকার্য খচিত কিছু রেশমী কাবা জাতীয় পোষাক হাদীয়া দেয়া হল। তিনি তাঁর সাহাবীগণের মধ্য থেকে কয়েকজনকে তা বন্টন করে দেন এবং তা থেকে একটি কাবা মাখরামা ইব্ন নাওফল (রা)-এর জন্য আলাদা করে রাখেন। তারপর মাখরামা (রা) তাঁর পুত্র মিস্ওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা)-কে সাথে নিয়ে এসে দরজায় দাঁড়ালেন আর (পুত্রকে) বললেন, তাঁকে আমার জন্য আহ্বান কর। তখন নবী ﷺ তার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি একটি কাবা নিয়ে তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। আর এর কারুকার্য খচিত অংশ তার সামনে তুলে ধরে বললেন, হে আবুল মিসওয়ার! আমি এটি তোমার জন্য রেখে দিয়েছি। আমি এটি তোমার জন্য রেখে দিয়েছি। আর মাখরামা (রা)-এর স্বভাবে কিছুটা রুঢ়তা ছিল। এ হাদীসটি ইসমাঈল ইব্ন উলাইয়া (র)-ও আইউব (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর হাতিম ইব্ন ওয়ারদান (র) বলেন, আইউব (র) ইব্ন আবূ মুলায়কা (র) সূত্রে মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে কয়েকটি কাবা জাতীয় পোষাক এসেছিল। (বাকী অংশ আগের মত)। লাইস (র) ইবন আবূ মুলাইকা (র) থেকে হাদীস বর্ণনায় আইয়ূব (র)-এর অনুসরণ করেছেন।

١٩٥٢. بَابُ كَيْفَ قَسَمَ النَّبِىُّ ﷺ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ وَمَا اَعْطَى مِنْ ذٰلِكَ فِىْ نَوَائِبِهِ

banglainternet.com

১৯৫২. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ কিরূপে কুরায়যা ও নাযীরের ধন-সম্পদ বন্টন করেছেন এবং প্রয়োজনে কিভাবে ব্যয় করেছেন?

٢٩٠٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِى الْاَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِىِّ ﷺ النَّخَلَاتِ حَتّٰى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ

২৯০৮ আবদুল্লাহ ইব্ন আবুল আসওয়াদ (র)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কিছু খেজুর গাছ নির্দিষ্ট করতেন কুরায়যা ও নাযীরের উপর বিজয় লাভ করা পর্যন্ত। তারপর তিনি সে গাছগুলো তাদের ফেরত দিয়ে দেন।

١٩٥٣. بَابُ بَرَكَةِ الْغَازِىْ فِىْ مَالِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ وَوُلَاةِ الْاَمْرِ

১৯৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামী শাসকদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী যোদ্ধাদের সম্পদে তাদের জীবনে ও মৃত্যুর পরে যে বরকত সৃষ্টি হয়েছে

٢٩٠٩ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ اُسَامَةَ اَحَدَّثَكُمْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِىْ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ ، فَقَالَ يَا بُنَىَّ اِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ اِلَّا ظَالِمٌ اَوْ مَظْلُوْمٌ وَاِنِّىْ لَا اُرٰنِىْ اِلَّا سَاُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُوْمًا وَاِنَّ مِنْ اَكْبَرِ هَمِّىْ لَدَيْنِىْ اَفَتَرٰى دَيْنَنَا يُبْقِىْ مِنْ مَالِنَا شَيْئًا فَقَالَ يَا بُنَىَّ بِعْ مَالَنَا وَاقْضِ دَيْنِىْ وَاَوْصٰى بِالثُّلُثِ وَثُلُثُهُ لِبَنِيْهِ يَعْنِىْ لِبَنِىْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ ثُلُثُ الثُّلُثِ اَثْلَاثًا ، فَاِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ ، قَالَ هِشَامٌ : وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللّٰهِ قَدْ وَازٰى بَعْضَ بَنِى الزُّبَيْرِ خُبَيْبٌ وَعَبَّادٌ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِيْنَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَجَعَلَ يُوْصِيْنِىْ بِدَيْنِهِ وَيَقُوْلُ يَا بُنَىَّ اِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَىْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلَاىَ ، قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا دَرَيْتُ مَا اَرَادَ حَتّٰى قُلْتُ يَا اَبَتِ مَنْ مَوْلَاكَ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا وَقَعْتُ فِىْ كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ ، اِلَّا قُلْتُ يَا مَوْلَى

banglainternet.com

الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَقْضِيْهِ ، فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَمْ يَدَعْ دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا اِلاَّ اَرَضِيْنَ مِنْهَا الْغَابَةُ وَاِحْدٰى عَشَرَةَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْكُوْفَةِ وَدَارًا بِمِصْرَ ، قَالَ وَاِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِيْ عَلَيْهِ اَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيْهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ اِيَّاهُ فَيَقُوْلُ الزُّبَيْرُ لاَ وَلٰكِنَّهُ سَلَفٌ فَاِنِّيْ اَخْشٰى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وَمَا وَلِيَ اِمَارَةً قَطُّ وَلاَ جِبَايَةَ خَرَاجٍ وَلاَ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ فِيْ غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اَوْ مَعَ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُهُ اَلْفَيْ اَلْفٍ وَمِائَتَيْ اَلْفٍ قَالَ فَلَقِيَ حَكِيْمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِيْ كَمْ عَلٰى اَخِيْ مِنَ الدَّيْنِ فَكَتَمَهُ فَقَالَ مِائَةُ اَلْفٍ فَقَالَ حَكِيْمٌ وَاللّٰهِ مَا اَرٰى اَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهٰذِهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ اَفَرَاَيْتَكَ اِنْ كَانَتْ اَلْفَيْ اَلْفٍ وَمِائَتَيْ اَلْفٍ قَالَ مَا اَرَاكُمْ تُطِيْقُوْنَ هٰذَا ، فَاِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْئٍ مِنْهُ فَاسْتَعِيْنُوْا بِيْ ، قَالَ : وَكَانَ الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِيْنَ وَمِائَةَ اَلْفٍ فَبَاعَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بِاَلْفِ اَلْفٍ وَسَبْعُمِائَةِ اَلْفٍ ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ ، فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ ، فَاَتَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ اَرْبَعُمِائَةِ اَلْفٍ ، فَقَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ اِنْ شِئْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ ، قَالَ فَاِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوْهَا فِيْمَا تُؤَخِّرُوْنَ اِنْ اَخَّرْتُمْ ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ ، قَالَ قَالَ فَاقْطَعُوْا لِيْ قِطْعَةً ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَكَ مِنْ هَاهُنَا اِلٰى هَاهُنَا قَالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضٰى دَيْنَهُ فَاَوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا اَرْبَعَةُ اَسْهُمٍ وَنِصْفٌ فَقَدِمَ عَلٰى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمْعَةَ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ كَمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ ، قَالَ كُلُّ سَهْمٍ مِائَةُ اَلْفٍ ، قَالَ كَمْ بَقِيَ ، قَالَ اَرْبَعَةُ اَسْهُمٍ وَنِصْفٌ فَقَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ اَخَذْتُ

banglainternet.com

سَهْمًا بِمِائَةِ اَلْفٍ ، قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَدْ اَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ اَلْفٍ وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ قَدْ اَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ اَلْفٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمْ بَقِيَ فَقَالَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ قَالَ اَخَذْتُهُ بِخَمْسِيْنَ وَمِائَةِ اَلْفٍ قَالَ فَبَاعَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيْبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّمِائَةِ اَلْفٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ : اَقْسِمْ بَيْنَنَا مِيْرَاثَنَا قَالَ لَهُمْ وَاللّٰهِ لاَ اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتّٰى أُنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ اَرْبَعَ سِنِيْنَ اَلاَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ قَالَ فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِيْ بِالْمَوْسِمِ فَلَمَّا مَضَى اَرْبَعُ سِنِيْنَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : وَكَانَ لِلزُّبَيْرِ اَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وَرَفَعَ الثُّلُثَ فَاَصَابَ كُلَّ امْرَاَةٍ اَلْفُ اَلْفٍ وَمِائَتَا اَلْفٍ فَجَمِيْعُ مَالِهِ خَمْسُوْنَ اَلْفَ اَلْفٍ وَمِائَتَا اَلْفٍ

২৯০৯ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উষ্ট্রযুদ্ধের দিন যুবায়র (রা) যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান গ্রহণ করে আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে বললেন, হে পুত্র! আজকের দিন জালিম অথবা মাজলূম ব্যতীত কেউ নিহত হবে না। আমার মনে হয়, আমি আজ মাজলূম হিসেবে নিহত হব। আর আমি আমার ঋণ সম্পর্কে বেশী চিন্তিত। তুমি কি মনে কর যে, আমার ঋণ আদায় করার পর আমার সম্পদের কিছু অবশিষ্ট থাকবে? তারপর তিনি বললেন, হে পুত্র! আমার সম্পদ বিক্রয় করে আমার ঋণ পরিশোধ করে দিও। তিনি এক তৃতীয়াংশের ওসীয়্যত করেন। আর সেই এক তৃতীয়াংশের এক তৃতীয়াংশ ওয়াসিয়াত করেন তাঁর (আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়রের) পুত্রদের জন্য তার অর্থাৎ আবদুল্লাহ্, তিনি বললেন, এক তৃতীয়াংশকে তিন ভাগে বিভক্ত করবে ঋণ পরিশোধ করার পর যদি আমার সম্পদের কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তার এক তৃতীয়াংশ তোমার পুত্রদের জন্য। হিশাম (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর কোন কোন পুত্র যুবায়র (রা)-এর পুত্রদের সমবয়সী ছিলেন। যেমন, খুবায়ের ও আব্বাদ। আর মৃত্যুকালে তাঁর নয় পুত্র ও নয় কন্যা ছিল। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, তিনি আমাকে তাঁর ঋণ সম্পর্কে ওসীয়্যত করছিলেন এবং বলছিলেন, হে পুত্র! যদি এ সবের কোন বিষয়ে তুমি অক্ষম হও, তবে এ ব্যাপারে আমার মাওলার সাহায্য চাইবে। তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি বুঝে উঠতে পারিনি যে, তিনি মাওলা দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করেছেন। অবশেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে পিতা! আপনার মাওলা কে? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি যখনই তাঁর ঋণ আদায়ে কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি, তখনই বলেছি, হে যুবায়রের মাওলা! তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর ঋণ আদায় করে দিন। আর তাঁর করয শোধ হয়ে যেতো। এরপর যুবায়র (রা) শহীদ হলেন এবং তিনি নগদ কোন দীনার রেখে যাননি আর না কোন দিরহাম। তিনি কিছু জমি রেখে যান যার মধ্যে একটি হল গাবা। আরো রেখে

banglainternet.com

যান মদীনায় এগারোটি বাড়ী, বসরায় দু'টি, কূফায় একটি ও মিসরে একটি। আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়র (রা) বলেন, যুবায়র (রা)-এর ঋণ থাকার কারণ এই ছিল যে, তাঁর নিকট কেউ যখন কোন মাল আমানত রাখতে আসত তখন যুবায়র (রা) বলতেন, না, এভাবে নয়; তুমি তা আমার কাছে ঋণ হিসাবে রেখে যাও। কেননা আমি ভয় করছি যে, তোমার মাল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।[১] যুবায়র (রা) কখনও কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা বা কর আদায়কারী অথবা অন্য কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। অবশ্য তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গী হয়ে অথবা আবু বকর, উমর ও উসমান (রা)-এর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, তারপর আমি তাঁর ঋণের পরিমাণ হিসাব করলাম এবং দেখলাম তাঁর ঋণের পরিমাণ বাইশ লাখ পেলাম। রাবী বলেন, সাহাবী হাকীম ইবন হিযাম (রা) আবদুল্লাহ্ ইবন যুবায়র (রা)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে বলেন, হে ভাতিজা। বল তো আমার ভাইয়ের কত ঋণ আছে? তিনি তা প্রকাশ না করে বলেন, এক লাখ।[২] তখন হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! এ সম্পদ দ্বারা এ পরিমাণ ঋণ শোধ হতে পারে, আমি এরূপ মনে করি না। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) তাঁকে বললেন, যদি ঋণের পরিমাণ বাইশ লাখ হয়, তবে কী ধারণা করেন? হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) বললেন, আমি মনে করি না যে, তোমরা এর সামর্থ রাখ। যদি তোমরা এ বিষয়ে অক্ষম হও, তবে আমার সহযোগিতা গ্রহণ করবে। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বলেন, যুবায়র (রা) গাবাস্থিত ভূমিটি এক লাখ সত্তর হাজারে কিনেছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) তা ষোল লাখের বিনিময়ে বিক্রয় করেন। আর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, যুবায়র (রা)-এর নিকট কারা পাওনাদার রয়েছে, তারা আমার সঙ্গে গাবায় এসে মিলিত হবে। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন জাফর (রা) তাঁর নিকট এলেন। যুবায়র (রা)-এর নিকট তার চার লাখ পাওনা ছিল। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)- কে বললেন, তোমরা চাইলে আমি তা তোমাদের জন্য ছেড়ে দিব। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বললেন, না। আবদুল্লাহ ইব্ন জাফর (রা) বললেন, যদি তোমরা তা পরে দিতে চাও, তবে তা পরে পরিশোধের অন্তর্ভুক্ত করতে পার। আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বললেন, না। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন জাফর (রা) বললেন, তবে আমাকে এক টুক্‌রা ভূমি দাও। আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) বললেন, এখান থেকে ওখান পর্যন্ত জমি আপনার। রাবী বলেন, তারপর আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) গাবার জমি থেকে বিক্রয় করে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করেন। তখনও তাঁর নিকট গাবার জমির সাড়ে চার অংশ অবশিষ্ট থেকে যায়। তারপর তিনি মু'আবিয়া (রা)-এর কাছে এলেন। সে সময় তাঁর কাছে আমর ইব্ন উসমান, মুনযির ইব্ন যুবায়র ও আবদুল্লাহ ইব্ন যামআ (রা) উপস্থিত ছিলেন। মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বললেন, গাবার মূল্য কত নির্ধারিত হয়েছে? তিনি বললেন, প্রত্যেক অংশ এক লাখ হারে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কত অবশিষ্ট আছে? আবদুল্লাহ (রা) বললেন, সাড়ে চার অংশ। তখন মুনযির ইব্ন যুবায়র (রা) বললেন, আমি একাংশ এক লাখে নিলাম। আমর ইব্ন উসমান (রা) বলেন, আমি একাংশ এক লাখে নিলাম। আর আবদুল্লাহ ইব্ন যামআ (রা) বললেন, আমি একাংশ এক লাখে নিলাম। তখন মু'আবিয়া (রা) বললেন, আর কি পরিমাণ অবশিষ্ট আছে? আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বললেন, দেড় অংশ অবশিষ্ট রয়েছে। মু'আবিয়া (রা) বললেন, আমি তা দেড় লাখে নিলাম। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইব্ন জাফর (রা) তাঁর অংশ মু'আবিয়া (রা)-এর নিকট ছয় লাখে

১. ঋণ হলে খোয়া গেলে তুমি ক্ষতিপূরণ পাবে, আর আমানত হলে খোয়া গেলে তুমি ক্ষতিপূরণ পাবে না। তোমার নিজের স্বার্থেই তা আমার নিকট ঋণ হিসাবে রেখে দাও, আমানত হিসাবে রেখ না।

২. এখানে আবদুল্লাহ ইবন যুবায়র (রা) তার পিতার ঋণের প্রকৃত পরিমাণ উল্লেখ না করে কিছু পরিমাণ ঋণের কথা উল্লেখ করেছেন। (উমদাতুল কারী)

banglainternet.com

বিক্রয় করেন। তারপর যখন ইব্ন যুবায়র (রা) তাঁর পিতার ঋণ পরিশোধ করে সারলেন, তখন যুবায়র (রা)-এর পুত্ররা বললেন, আমাদের মীরাস ভাগ করে দিন। তখন আবদুল্লাহ ইব্ন যুবায়র (রা) বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের মাঝে ভাগ করব না, যতক্ষণ আমি চারটি হজ্জ মৌসুমে এ ঘোষণা প্রচার না করি যে, যদি কেউ যুবায়র (রা)-এর কাছে ঋণ পাওনা থাকে, সে যেন আমাদের কাছে আসে, আমরা তা পরিশোধ করব। রাবী বলেন, তিনি প্রতি হজ্জের মৌসুমে ঘোষণা প্রচার করেন। তারপর যখন চার বছর অতিবাহিত হল, তখন তিনি তা তাদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। রাবী বলেন, যুবায়র (রা)-এর চার স্ত্রী ছিলেন। এক তৃতীয়াংশ পৃথক করে রাখা হলো। প্রত্যেক স্ত্রী বার লাখ করে পেলেন। আর যুবায়র (রা)-এর মোট সম্পত্তি পাঁচ কোটি দু'লাখ ছিল।

١٩٥٤. بَابٌ اِذَا بَعَثَ الْاِمَامُ رَسُوْلاً فِىْ حَاجَةٍ اَوْ اَمَرَهُ بِالْمُقَامِ هَلْ يُسْهَمُ لَهُ

১৯৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম যদি কোন দূতকে কোন কাজে পাঠান কিংবা তাকে অবস্থান করার নির্দেশ দেন; তবে তার জন্য অংশ নির্ধারিত হবে কিনা?

٢٩١٠. حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ فَاِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيْضَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ لَكَ اَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ

২৯১০ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র).....ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উসমান (রা) বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কন্যা ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী আর তিনি ছিলেন পীড়িত। তখন নবী ﷺ তাঁকে বললেন, 'বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব ও (গনীমাতের) অংশ তুমি পাবে।'

١٩٥٥. بَابُ مَنْ قَالَ وَمِنَ الدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّ الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ الْمُسْلِمِيْنَ مَا سَاَلَ هَوَازِنُ النَّبِىَّ ﷺ بِرَضَاعِهِ فِيْهِمْ ، فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَمَا كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يَعِدُ النَّاسَ اَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الْفَىْءِ وَالْاَنْفَالِ مِنَ الْخُمُسِ وَمَا اَعْطَى الْاَنْصَارَ وَمَا اَعْطٰى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ

১৯৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ যিনি বলেন, এক পঞ্চমাংশ মুসলিমগণের প্রয়োজন মিটানোর জন্য। এর প্রমাণ ঃ হাওয়াযিন, তাদের গোত্রে নবী (সা)-এর দুধ পানের সৌজন্যে তারা যে আবেদন করেছিল, তারই প্রেক্ষিতে মুসলিমগণ থেকে তাদের সে দাবী আদায় করিয়ে নেন। 'নবী ﷺ লোকদেরকে ফায় ও

banglainternet.com

গনীমত-এর অংশ থেকে খুমুস দানের যে প্রতিশ্রুতি দান করতেন।' 'আর যা তিনি আনসারদের প্রদান করেছেন' এবং 'যা তিনি খায়বারের খেজুরের থেকে জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)-কে দান করেছেন'

٢٩١٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ وَزَعَمَ عُرْوَةُ اَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ حِيْنَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِيْنَ فَسَاَلُوْهُ اَنْ يَّرُدَّ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ وَسَبْيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَحَبُّ الْحَدِيْثِ اِلَىَّ اَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوْا اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اِمَّا السَّبْىَ وَاِمَّا الْمَالَ ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَاْنَيْتُ بِهِمْ ، وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انْتَظَرَ هُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِيْنَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ اِلَيْهِمْ اِلاَّ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ قَالُوْا : فَاِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمُسْلِمِيْنَ فَاَثْنَى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ اِخْوَانَكُمْ هٰؤُلاَءِ قَدْ جَاءُوْنَا تَائِبِيْنَ ، وَاِنِّى قَدْ رَاَيْتُ اَنْ اَرُدَّ اِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ ، مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَطِيْبَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ اَحَبَّ مِنْكُمْ اَنْ يَكُوْنَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ اِيَّاهُ ، مِنْ اَوَّلِ مَا يُفِيْءُ اللّٰهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ ، فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَهُمْ ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّا لاَ نَدْرِىْ مَنْ اَذِنَ مِنْكُمْ فِىْ ذٰلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَاْذَنْ ، فَارْجِعُوْا حَتَّى يَرْفَعَ اِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ اَمْرَكُمْ ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوْا اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ اَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوْا فَاَذِنُوْا فَهٰذَا الَّذِىْ بَلَغَنَا عَنْ سَبْىِ هَوَازِنَ

২৯১৭ সাঈদ ইব্ন উফাইর (রা)..... উরওয়া (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁকে মারওয়ান ইব্ন হাকাম ও মিসওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) রেওয়ায়ত করেছেন যে, যখন হাওয়াযিন গোত্রের প্রতিনিধি দল মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বলল যে, তাদের মাল ও বন্দী উভয়ই ফেরত দেওয়া হোক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, আমার নিকট সত্য কথা অধিক প্রিয়। তোমরা দু'য়ের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ কর। হয় বন্দী, নয় মাল। আর আমি তো তাদের (হাওয়াযিন গোত্রের) প্রতীক্ষা করেছিলাম আর

banglainternet.com

তায়েফ থেকে ফেরার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ দশ দিন থেকে বেশী সময় তাদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। অবশেষে যখন তাদের কাছে স্পষ্ট হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দু'টোর মধ্যে যে কোন একটিই ফেরত দিবেন, তখন তারা বলল, আমরা আমাদের বন্দীদের ফেরত লাভই পছন্দ করি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলিমদের সামনে দাঁড়ালেন। প্রথমে তিনি আল্লাহ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। তারপর বললেন, তোমাদের এ সকল ভাই তাওবা করে আমার নিকট এসেছে। আর আমি সমীচীন মনে করছি যে, তাদের বন্দীদের ফেরত দিব। যে ব্যক্তি সন্তুষ্টচিত্তে তা করতে চায়, সে যেন তা করে আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি চায় যে, তার অংশ বহাল থাকুক, সে যেন অপেক্ষা করে (কিংবা) আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রথম যে গনীমতের মাল দান করবেন, আমি তাকে তা দিয়ে দিব, তাও করতে পারে। সমবেত লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সন্তুষ্টচিত্তে সেটি গ্রহণ করলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি সঠিক জানতে পারিনি, তোমাদের মধ্যে কে এতে সম্মতি দিয়েছে, আর কে দেয়নি। কাজেই, তোমরা ফিরে যাও এবং নিজ নিজ প্রতিনিধির মাধ্যমে আমাকে তোমাদের সিদ্ধান্ত জানাও। লোকেরা চলে গেল। আর তাদের প্রতিনিধিরা নিজেদের লোকের সঙ্গে আলোচনা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ফেরত এল এবং তাঁকে জানাল যে, তারা সন্তুষ্টচিত্তে (বন্দী ফেরত দানের ব্যাপারে) সম্মতি দিয়েছে। (ইব্‌ন শিহাব বলেন) হাওয়াযিনের বন্দীগণ সম্পর্কিত বিবরণ আমাদের নিকট এরূপই পৌঁছেছে।

٢٩١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ ح قَالَ اَيُّوْبُ وَحَدَّثَنِى الْقَاسِمُ بْنُ عَاصِمٍ الْكُلَيْبِىُّ وَاَنَا لِحَدِيْثِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ اَحْفَظُ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ اَبِىْ مُوْسٰى فَاُتِىَ ذَكَرَ دَجَاجَةً وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ تَيْمِ اللّٰهِ اَحْمَرُ كَاَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِىْ ، فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ : اِنِّىْ رَاَيْتُهُ يَاْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ اَنْ لاَ اٰكُلَ فَقَالَ هَلُمَّ فَلاُحَدِّثْكُمْ عَنْ ذٰلِكَ اِنِّىْ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ نَفَرٍ مِنَ الاَشْعَرِيِّيْنَ نَسْتَحْمِلُهُ ، فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِىْ مَا اَحْمِلُكُمْ وَاُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِنَهْبِ اِبِلٍ فَسَاَلَ عَنَّا فَقَالَ اَيْنَ النَّفَرُ الاَشْعَرِيُّوْنَ ، فَاَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرٰى ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا لاَ يُبَارِكُ لَنَا ، فَرَجَعْنَا اِلَيْهِ ، فَقُلْنَا اِنَّا سَاَلْنَاكَ اَنْ تَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ اَنْ لاَ تَحْمِلَنَا اَفَنَسِيْتَ ، قَالَ لَسْتُ اَنَا حَمَلْتُكُمْ ، وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَمَلَكُمْ وَاِنِّىْ وَاللّٰهِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ اَحْلِفُ عَلٰى يَمِيْنٍ فَاَرٰى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اِلاَّ اَتَيْتُ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا

banglainternet.com

২৯১২ আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবদুল ওয়াহ্‌হাব (র)..... যাহদাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আবূ মূসা (রা)-এর কাছে ছিলাম, এ সময় মুরগীর (গোশত) সম্বন্ধে আলোচনা উঠল। তথায় তাইমুল্লাহ গোত্রের এমন লাল বর্ণের এক ব্যক্তিও উপস্থিত ছিল, যেন সে মাওয়ালী (রোমক ক্রীতদাস)-দের একজন। তাকে খাওয়ার জন্য ডাকলেন। তখন সে বলে উঠল, আমি মুরগীকে এমন বস্তু খেতে দেখেছি, যাতে আমার ঘৃণা জন্মেছে। তাই আমি শপথ করেছি যে, তা খাব না। আবূ মূসা (রা) বললেন, আস, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে হাদীস শুনাচ্ছি। আমি কয়েকজন আশআরী ব্যক্তির পক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট সাওয়ারী চাইতে যাই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের সাওয়ারী দিব না এবং আমার কাছে তোমাদের দেয়ার মত কোন সাওয়ারীও নেই। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট গনীমতের কয়েকটি উট আনা হলো। তখন তিনি আমাদের খোঁজ নিলেন এবং বললেন, সেই আশ'আরী লোকেরা কোথায়? তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উঁচু সাদা চুলওয়ালা পাঁচটি উট আমাদের দিতে বললেন। যখন আমরা উট নিয়ে রওয়ানা হলাম বললাম, আমরা কী করলাম? আমাদের মঙ্গল হবে না। আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ফিরে এলাম এবং বললাম, আমরা আপনার নিকট সাওয়ারীর জন্য আবেদন করেছিলাম, তখন আপনি শপথ করে বলেছিলেন, আমাদের সাওয়ারী দিবেন না। আপনি কি তা ভুলে গিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তোমাদের সাওয়ারী দেইনি বরং আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাওয়ারী দান করেছেন। আর আল্লাহ্‌র কসম, আমার অবস্থা এই যে, ইন্‌শাআল্লাহ্‌ কোন বিষয়ে আমি কসম করি এবং তার বিপরীতটি মঙ্গলজনক মনে করি, তখন সেই মঙ্গলজনকটি আমি করি এবং কাফ্‌ফারা দিয়ে কসম থেকে মুক্ত হই।

٢٩١٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيْهَا عَبْدُ اللّٰهِ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوْا اِبِلاً كَثِيْرًا فَكَانَتْ سِهَامُهُمْ اِثْنَىْ عَشَرَ بَعِيْرًا اَوْ اَحَدَ عَشَرَ بَعِيْرًا وَنُفِّلُوْا بَعِيْرًا بَعِيْرًا

২৯১৩ আবদুল্লাহ ইবন ইউসুফ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজদের দিকে একটি সেনাদল পাঠালেন, যাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা)-ও ছিলেন। এ যুদ্ধে গনীমত স্বরূপ তাঁরা বহু সংখ্যক উট লাভ করেন। তাঁদের প্রত্যেকের ভাগে এগারোটি কিংবা বারটি করে উট পড়েছিল এবং তাঁদেরকে পুরস্কারস্বরূপ আরো একটি করে উট দেয়া হয়।

٢٩١٤ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ اَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِاَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوٰى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ

banglainternet.com

২৯১৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রেরিত কোন কোন সেনা দলে কোন কোন ব্যক্তিকে সাধারণ সেনাদের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত দান করতেন।

٢٩١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنِ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَنَا مَخْرَجُ النَّبِىِّ ﷺ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِيْنَ اِلَيْهِ اَنَا وَاَخَوَانِ لِىْ اَنَا اَصْغَرُهُمْ اَحَدُهُمَا اَبُوْ بُرْدَةَ وَالْاٰخَرُ اَبُوْ رُهْمٍ اِمَّا قَالَ فِىْ بِضْعٍ وَاِمَّا قَالَ فِىْ ثَلاَثَةٍ وَّخَمْسِيْنَ اَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِيْنَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِىْ ، فَرَكِبْنَا سَفِيْنَةً، فَاَلْقَتْنَا سَفِيْنَتُنَا اِلَى النَّجَاشِىِّ وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ وَاَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَنَا هَاهُنَا وَاَمَرَنَا بِالْاِقَامَةِ فَاَقِيْمُوْا مَعَنَا فَاَقَمْنَا مَعَهُ حَتّٰى قَدِمْنَا جَمِيْعًا فَوَافَقْنَا النَّبِىَّ ﷺ حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ فَاَسْهَمَ لَنَا اَوْ قَالَ فَاَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا قَسَمَ لاَحَدٍ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئًا اِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ اِلاَّ اَصْحَابَ سَفِيْنَتِنَا مَعَ جَعْفَرٍ وَاَصْحَابِهِ ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ

২৯১৫ মুহাম্মদ ইব্ন 'আলা.....আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা ইয়ামানে থাকতেই আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হিজরত করার সংবাদ পৌঁছে। তখন আমরাও তাঁর নিকট হিজরত করার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। আমি এবং আমার আরো দু'ভাই এর মধ্যে ছিলাম। আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। তাদের একজন হলেন আবু বুরদাহ, অপরজন আবু রুহ্ম। রাবী হয়ত বলেছেন, আমার গোত্রের আরোও কতিপয় লোকের মধ্যে ; কিংবা বলেছেন, আমার গোত্রের তিপ্পান্ন বা বায়ান্ন জন লোকের মধ্যে। তারপর আমরা একটি নৌযানে আরোহণ করলাম। ঘটনাক্রমে আমাদেরকে নৌযানটি হাবশার নাজ্জাশী বাদশাহ্র দিকে নিয়ে যায়। সেখানে আমরা জাফর ইব্ন আবু তালিব (রা) ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে মিলিত হই। জাফর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন এবং এখানে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আপনারাও আমাদের সঙ্গে এখানে অবস্থান করুন। তখন আমরা তাঁর সঙ্গে থেকে গেলাম। অবশেষে আমরা সকলে একত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এলাম। এমন সময় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পৌঁছলাম, যখন তিনি খায়বার বিজয় করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ (খায়বারে লব্ধ গনীমতে) আমাদের জন্য অংশ নির্ধারণ করলেন (বর্ণনাকারী বলেন), কিংবা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমাদেরও তা থেকে দিয়েছেন। আমাদের ব্যতীত খায়বার বিজয়ে অনুপস্থিত কাউকেই তা থেকে অংশ দেন নি, জাফর (রা) ও তাঁর সঙ্গীগণের সাথে আমাদের এ নৌযানে আরোহীদের মধ্যে বন্টন করেছেন।

banglainternet.com

٢٩١٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ اَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ، فَلَمْ يَجِئْ حَتّٰى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمَّا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ اَمَرَ اَبُوْ بَكْرٍ مُنَادِيًا فَنَادٰى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ دَيْنٌ اَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنَا فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِيْ كَذَا وَكَذَا فَحَثٰى لِيْ ثَلَاثًا وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحْثُوْ بِكَفَّيْهِ جَمِيْعًا ، ثُمَّ قَالَ لَنَا هٰكَذَا قَالَ لَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَقَالَ مَرَّةً فَاَتَيْتُ اَبَا بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِيْ ثُمَّ اَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِيْ ، ثُمَّ اَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِيْ ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِيْ ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِيْ فَاِمَّا اَنْ تُعْطِيَنِيْ ، وَاِمَّا اَنْ تَبْخَلَ عَنِّيْ ، قَالَ قُلْتَ تَبْخَلُ عَنِّيْ مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ اِلَّا وَاَنَا اُرِيْدُ اَنْ اُعْطِيَكَ ـ قَالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرٍ فَحَثٰى لِيْ وَقَالَ عُدَّهَا فَوَجَدْتُهَا خَمْسَمِائَةٍ قَالَ فَخُذْ مِثْلَهَا مَرَّتَيْنِ وَقَالَ يَعْنِيْ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ وَاَيُّ دَاءٍ اَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ

২৯১৬ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)..... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যদি আমার নিকট বাহ্‌রাইনের মাল আসে, তবে আমি তোমাকে (দুই হাত মিলিয়ে) এ পরিমাণ ও এ পরিমাণ দান করব। নবী ﷺ -এর ইন্তিকাল অবধি তা এলো না। তারপর যখন বাহ্‌রাইনের মাল এল, তখন আবু বকর (রা) ঘোষণা দানকারীকে এ ঘোষণা দেয়ার আদেশ করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট যার কোন ঋণ বা প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সে যেন আমার নিকট আসে। এরপর আমি তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এত এত ও এত দেয়ার কথা বলেছেন। তখন আবু বকর (রা) তিনবার অঞ্জলি ভরে দান করেন। সুফিয়ান (রা) তাঁর দুই হাত একত্র করে অঞ্জলি করে আমাদের বললেন, ইব্ন মুনকাদির এরূপই বলেছেন। জাবির (রা) বলেন, তারপর আমি (জাবির) আবু বকর (রা)-এর নিকট এলাম এবং তাঁর কাছে চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন না। আবার আমি তাঁর কাছে এলাম। তখনও তিনি আমাকে দিলেন না। আবার আমি তাঁর নিকট তৃতীয়বার এসে বললাম, আমি আপনার নিকট চেয়েছি, আপনি আমাকে দেননি। আবার আমি আপনার নিকট চেয়েছি, তখনও আপনি আমাকে দেননি। পুনরায় আমি আপনার নিকট চেয়েছি, আপনি আমাকে দেননি। এখন আমাকে আপনি দেবেন, না হয় আমার সঙ্গে কার্পণ্য করবেন। আবু বকর (রা) বললেন, তুমি আমাকে বলছ, 'কার্পণ্য করবেন।' আমি যতবারই তোমাকে দিতে অস্বীকার করি না কেন, আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমি তোমাকে দেই। সুফিয়ান (র) বলেন, আমর (র)

banglainternet.com

মুহাম্মদ ইব্ন আলী (র) সূত্রে জাবির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, (তিনি বলেন) আবূ বকর (রা) আমাকে এক অঞ্জলি দিয়ে বললেন, এটা গুণে নাও। আমি গণনা করে দেখলাম, পাঁচ শত। তখন তিনি বললেন, এরূপ আরও দু'বার নিয়ে নাও। আর ইব্নুল মুনকাদিরের বর্ণনায় আছে যে, (আবূ বকর (রা) বলেছেন), 'কার্পণ্য অপেক্ষা বড় রোগ কী হতে পারে?'

٢٩١٧ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْسِمُ غَنِيْمَةً بِالْجِعِرَّانَةِ اِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اِعْدِلْ قَالَ لَقَدْ شَقِيْتَ اِنْ لَمْ اَعْدِلْ

২৯১৭ মুসলিম ইব্ন ইব্রাহীম (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ জি'য়রানা নামক স্থানে গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন, তখন এক ব্যক্তি বলল, (বন্টন) ইন্সাফ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি যদি ইন্সাফ না করি, তবে তুমি হবে হতভাগ্য।'

١٩٥٦. بَابُ مَا مَنَّ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى الْاُسَارٰى مِنْ غَيْرِ اَنْ يُخَمِّسَ

১৯৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ খুমুস পৃথক না করেই বন্দীদের প্রতি নবী ﷺ -এর অনুগ্রহ

٢٩١٨ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ فِىْ اُسَارٰى بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِىٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِىْ فِىْ هٰؤُلَاءِ النَّتْنٰى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ

২৯১৮ ইসহাক ইব্ন মানসূর (র)..... জুবাইর ইব্ন মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বদরের যুদ্ধ বন্দীদের প্রসঙ্গে বলেন, 'যদি মুতয়িম ইব্ন আদী (রা) জীবিত থাকতেন আর আমার নিকট এ সকল নোংরা লোকের ব্যাপারে সুপারিশ করতেন, তবে আমি তাঁর খাতিরে এদের ছেড়ে দিতাম।'

١٩٥٧. بَابُ وَمِنَ الدَّلِيْلِ عَلٰى اَنَّ الْخُمُسَ لِلْاِمَامِ وَاَنَّهُ يُعْطِىْ بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُوْنَ بَعْضٍ، مَا قَسَمَ النَّبِىُّ ﷺ لِبَنِى الْمُطَّلِبِ وَبَنِىْ هَاشِمٍ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ ، قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لَمْ يَعُمَّهُمْ بِذٰلِكَ وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيْبًا دُوْنَ مَنْ هُوَ اَحْوَجُ اِلَيْهِ وَاِنْ كَانَ الَّذِىْ اَعْطٰى لِمَا يَشْكُوْ اِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ ، وَلِمَا مَسَّهُمْ فِىْ جَنْبِهِ ، مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلَفَائِهِمْ

banglainternet.com

১৯৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ খুমুস ইমামের জন্য, তাঁর ইখতিয়ার রয়েছে আত্মীয়গণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা দিবেন, যাকে ইচ্ছা দিবেন না। এর দলীল এই যে, নবী ﷺ খায়বারের খুমুস থেকে বানূ হাশিম ও বানূ মুত্তালিবকেই দিয়েছেন। উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাধারণভাবে সকল কুরাইশকে দেননি এবং যে ব্যক্তি অধিক অভাবগ্রস্ত তার উপর কোন আত্মীয়কে অগ্রাধিকার দেননি। যদিও তিনি যাদের দিয়েছেন তা এ হিসাবে যে, তারা তাঁর নিকট তার অভাবের কথা তাঁকে জানিয়েছে আর এ হিসাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ অবলম্বন করায় তারা স্বগোত্র ও স্বজনদের দ্বারা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন

٢٩١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ مَشَيْتُ اَنَا وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطَيْتَ بَنِى الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُوْ هَاشِمٍ شَيْءٌ وَاحِدٌ ـ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ وَزَادَ قَالَ جُبَيْرٌ وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِىُّ ﷺ لِبَنِىْ عَبْدِ شَمْسٍ وَلاَ لِبَنِىْ نَوْفَلٍ وَقَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ عَبْدُ شَمْسٍ ، وَهَاشِمٌ وَالْمُطَّلِبُ اِخْوَةٌ لاُمٍّ ، وَاُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةَ وَكَانَ نَوْفَلٌ اَخَاهُمْ لِاَبِيْهِمْ

২৯১৯ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... জুবাইর ইব্ন মুতঈম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম,এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বানূ মুত্তালিবকে দিয়েছেন, আমাদের বাদ দিয়েছেন। অথচ আমরা এবং তারা আপনার সাথে একই পর্যায়ে সম্পর্কিত। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,বানূ মুত্তালিব ও বানূ হাশিম একই পর্যায়ের। লায়স (র) বলেন, ইউনুস (র) আমাকে এ হাদীসটিতে অতিরিক্ত বলেছেন যে, জুবাইর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বানূ আবদ শামস্ ও বানূ নাওফলকে অংশ দেননি। ইব্ন ইসহাক (র) বলেন, আবদ শামস্, হাশিম ও মুত্তালিব একই মায়ের গর্ভজাত সহোদর ভাই। তাঁদের মা আতিকা বিনতে মুররা আর নাওফল তাদের বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন।

١٩٥٨. بَابُ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الْاَسْلاَبَ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرِ الْخُمُسِ وَحُكْمِ الْاِمَامِ فِيْهِ

১৯৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ নিহত ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত মাল সামানের খুমুস বের না করা; যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করল, সেক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত মাল সামানের খুমুস বের না করেই তা তারই প্রাপ্য আর ইমাম কর্তৃক এরূপ আদেশ দান করা

banglainternet.com

٢٩٢٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُوْنَ عَنْ صَالِحِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ بَيْنَا اَنَا وَاقِفٌ فِى الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيْنِىْ وَشِمَالِىْ فَاِذَا اَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْاَنْصَارِ حَدِيْثَةٍ اَسْنَانُهُمَا تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ بَيْنَ اَضْلَعَ مِنْهُمَا فَغَمَزَنِىْ اَحَدُهُمَا فَقَالَ يَا عَمِّ هَلْ تَعْرِفُ اَبَا جَهْلٍ قُلْتُ نَعَمْ مَا حَاجَتُكَ اِلَيْهِ يَا ابْنَ اَخِىْ ؟ قَالَ اُخْبِرْتُ اَنَّهُ يَسُبُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَئِنْ رَاَيْتُهُ لَايُفَارِقُ سَوَادِىْ سَوَادَهُ حَتّٰى يَمُوْتَ الْاَعْجَلُ مِنَّا فَتَعَجَّبْتُ لِذٰلِكَ فَغَمَزَنِى الْاٰخَرُ فَقَالَ لِىْ مِثْلَهَا ، فَلَمْ اَنْشَبْ اَنْ نَظَرْتُ اِلٰى اَبِىْ جَهْلٍ يَجُوْلُ فِى النَّاسِ فَقُلْتُ : اَلَا اِنَّ هٰذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِىْ سَاَلْتُمَانِىْ عَنْهُ فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتّٰى قَتَلَاهُ ثُمَّ انْصَرَفَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرَاهُ فَقَالَ اَيُّكُمَا قَتَلَهُ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَنَا قَتَلْتُهُ ، فَقَالَ هَلْ مَسَحْتُمَا سَيْفَيْكُمَا قَالَا لَا فَنَظَرَ فِى السَّيْفَيْنِ فَقَالَ كِلَاكُمَا قَتَلَهُ ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءَ وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوْحِ قَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعَ يُوْسُفَ صَالِحًا وَاِبْرَاهِيْمَ اَبَاهُ

২৯২০ মুসাদ্দাদ (র).....আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমি বদর যুদ্ধে সারিতে দণ্ডায়মান, আমি আমার ডানে বামে তাকিয়ে দেখলাম, অল্প বয়স্ক দু'জন আনসার যুবকের মাঝখানে রয়েছি। আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাদের অপেক্ষা শক্তিশালীদের মধ্যে থাকি। তখন তাদের একজন আমাকে খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, চাচা! আপনি কি আবূ জাহ্‌লকে চিনেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তবে ভাতিজা; তাতে তোমার কি প্রয়োজন? সে বলল, আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গালমন্দ করে। সে মহান সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। আমি যদি তাকে দেখতে পাই, তবে আমার দেহ তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না যতক্ষণ না আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু আগে অবধারিত, সে মারা যায়। আমি তার কথায় বিস্মিত হলাম। তা শুনে দ্বিতীয়জন আমাকে খোঁচা দিয়ে অনুরূপ বলল। তৎক্ষণাৎ আমি আবু জাহলকে দেখলাম, সে মানুষের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন আমি বললাম, এই যে তোমাদের সেই ব্যক্তি যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে। তারা তৎক্ষণাৎ নিজের তরবারী নিয়ে তার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তাকে আঘাত করে হত্যা করল। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দিকে ফিরে এসে তাঁকে অবহিত করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে? তারা উভয়ে দাবী

banglainternet.com

করল, আমি তাকে হত্যা করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের তরবারী তোমরা মুছে ফেলনি তো? তারা উভয়ে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়ের তরবারী দেখলেন এবং বললেন, তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছো। অবশ্য তার থেকে প্রাপ্ত মালামাল মুআয ইব্ন আমর ইব্ন জামূহের জন্য। তারা দু'জন হলো, মুআয ইব্ন 'আফরা ও মুআয ইব্ন 'আমর ইব্ন জামূহ।

٢٩٢١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ اَفْلَحَ عَنْ اَبِىْ مُحَمَّدٍ مَوْلٰى اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ ، فَلَمَّا اِلْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ فَرَاَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاسْتَدَرْتُ حَتّٰى اَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ حَتّٰى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلٰى حَبْلِ عَاتِقِهِ ، فَاَقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِىْ ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْحَ الْمَوْتِ ثُمَّ اَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَاَرْسَلَنِىْ فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ اَمْرُ اللّٰهِ ثُمَّ اِنَّ النَّاسَ رَجَعُوْا جَلَسَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِىْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِىْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَلَبُهُ عِنْدِىْ فَاَرْضِهِ عَنِّىْ ، فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَهَا اِذًا يَعْمِدُ اِلٰى اَسَدٍ مِنْ اُسُدِ اللّٰهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ﷺ يُعْطِيْكَ سَلَبَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ صَدَقَ فَاَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِىْ بَنِىْ سَلِمَةَ فَاِنَّهُ لاَوَّلُ مَالٍ تَاَثَّلْتُهُ فِى الْاِسْلاَمِ

২৯২১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র)..... আবূ কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনাইনের বছর আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে বের হলাম। আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখী হলাম, তখন মুসলিম দলের মধ্যে ছুটোছুটি আরম্ভ হল। এমন সময় আমি মুশরিকদের এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে একজন মুসলমানের উপর চড়ে বসেছে। আমি ঘুরে তার পেছনের দিক দিয়ে এসে তরবারী দ্বারা তার ঘাড়ের রগে আঘাত হানলাম। তখন সে আমার দিকে এগিয়ে এল এবং আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যে, আমি তাতে মৃত্যুর আশংকা করছিলাম। মৃত্যু তাকেই পাকড়াও করল এবং আমাকে ছেড়ে দিল। তারপর আমি উমর (রা)-এর

banglainternet.com

সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললাম, লোকদের কি হয়েছে? উমর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র হুকুম। এরপর লোকজন ফিরে এলো এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বসলেন, তখন তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে এবং তার নিকট এর সাক্ষ্য রয়েছে, তার নিকট থেকে প্রাপ্ত মাল-সামান তারই প্রাপ্য। তখন আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কে আছ যে আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে? তারপর আমি বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার বললেন, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে এবং তার নিকট এর সাক্ষ্য রয়েছে, তার নিকট থেকে প্রাপ্ত মাল-সামান তারই প্রাপ্য। আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কে আছ যে, আমার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে? তারপর আমি বসে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তৃতীয়বার অনুরূপ বললেন, আমি আবার দাঁড়ালাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবূ কাতাদা! তোমার কি হয়েছে? আমি তখন সম্পূর্ণ ঘটনা বললাম। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবূ কাতাদা (রা) সত্য বলেছে। সে ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত মাল-সামান আমার নিকট আছে। আপনি আমার পক্ষ থেকে একে সম্মত করিয়ে দিন। তখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলে উঠলেন, কখনো না, আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কখনো এমন করবেন না যে, আল্লাহর সিংহদের মধ্যে থেকে কোন সিংহ আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর পক্ষে যুদ্ধ করবে আর রাসূল ﷺ নিহত ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত মাল-সামান তোমাকে দিবেন! তখন নবী ﷺ বললেন, আবূ বকর (রা) ঠিকই বলেছে। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তা আমাকে দিলেন। আমি তা থেকে একটি বর্ম বিক্রি করে বানূ সালমায় একটি বাগান ক্রয় করি। এটাই ইসলাম গ্রহণের পর আমার প্রথম সম্পত্তি, যা আমি লাভ করি।

١٩٥٩. بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ وَنَحْوِهِ

رَوَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৯৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ ইসলামের প্রতি যাদের মন আকৃষ্ট করার প্রয়োজন তাদেরকে ও অন্যদেরকে খুমুস ইত্যাদি থেকে দান করতেন। এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রা) নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

٢٩٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِي يَا حَكِيمُ إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، قَالَ حَكِيمٌ : فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا ، فَكَانَ

banglainternet.com

اَبُوْ بَكْرٍ يَدْعُوْ حَكِيْمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَابٰى اَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ، ثُمَّ اِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَاَبٰى اَنْ يَقْبَلَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ اِنِّىْ اَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِىْ قَسَمَ اللّٰهُ لَهُ مِنْ هٰذَا الْفَىْءِ فَيَابٰى اَنْ يَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيْمٌ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ حَتّٰى تُوُفِّىَ

২৯২২ মুহাম্মদ ইবন ইউসুফ (র)..... হাকীম ইবন্ হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কিছু চাইলাম। তখন তিনি আমাকে দিলেন। আমি আবার চাইলাম। তিনি আমাকে দিলেন। এরপর আমাকে বললেন, হে হাকীম, এ সকল মাল সবুজ শ্যামল ও সুমিষ্ট। যে ব্যক্তি তা নির্লোভ অন্তরে গ্রহণ করে, তার তাতে বরকত দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি তা লোভনীয় অন্তরে গ্রহণ করে তার জন্য তাতে বরকত দেওয়া হয় না। তার উদাহরণ সে ব্যক্তির ন্যায়, যে আহার করে কিন্তু উদর পূর্ণ হয় না। আর উপরের হাত নীচের হাত থেকে উত্তম। হাকীম (রা) বলেন, আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সে মহান সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছেন আপনার পর আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত আর কারো মাল কামনা করব না।' পরে আবূ বকর (রা) (তাঁর খিলাফত কালে) হাকীম ইব্ন হিযাম (রা)-কে ভাতা নেওয়ার জন্য আহবান করতেন কিন্তু তিনি কোন কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করতেন। তারপর উমর (রা) তাঁকে ভাতা দানের উদ্দেশ্যে আহবান করেন কিন্তু তিনি তাঁর নিকট থেকেও কিছু গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তখন উমর (রা) বললেন, 'হে মুসলিমগণ। আমি হাকীম ইব্ন হিযাম (রা)-কে তার জন্য সে প্রাপ্য দিতে চেয়েছি। যা আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য সম্পদ থেকে হিস্সা রেখেছেন। আর সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। এভাবে হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর পরে আর কারো নিকট থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কিছুই গ্রহণ করেন নি।

٢٩٢٣ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ كَانَ عَلَىَّ اعْتِكَافُ يَوْمٍ فِى الْجَاهِلِيَّةِ فَاَمَرَهُ اَنْ يَفِىَ بِهِ قَالَ وَاَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ سَبْىِ حُنَيْنٍ فَوَضَعَهُمَا فِىْ بَعْضِ بُيُوْتِ مَكَّةَ قَالَ فَمَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى سَبْىِ حُنَيْنٍ فَجَعَلُوْا يَسْعَوْنَ فِى السِّكَكِ فَقَالَ عُمَرُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اُنْظُرْ مَا هٰذَا فَقَالَ مَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَى السَّبْىِ قَالَ اذْهَبْ فَاَرْسِلِ الْجَارِيَتَيْنِ قَالَ نَافِعٌ وَلَمْ يَعْتَمِرْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَلَوِ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ وَزَادَ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

banglainternet.com

وَقَالَ مِنَ الْخُمُسِ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِى النَّذْرِ وَلَمْ يَقُلْ يَوْمٍ

২৯২৩ আবুন্ নু'মান (র)..... নাফে (র) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা) বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! জাহেলী যুগে আমার উপর একদিনের ইতিকাফ (মান্নত) ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে তা পূরণ করার আদেশ করেন। নাফি (র) বলেন, উমর (রা) হুনাইনের যুদ্ধের বন্দী থেকে দু'টি দাসী লাভ করেন। তখন তিনি তাদেরকে মক্কায় একটি গৃহে রেখে দেন। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইনের বন্দীদেরকে সৌজন্যমূলক ছেড়ে দেয়ার আদেশ দান করলেন। তারা মুক্ত হয়ে অলি-গলিতে ছুটোছুটি লাগল। উমর (রা) আবদুল্লাহ (রা)-কে বললেন, দেখ তো ব্যাপার কি? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বন্দীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। উমর (রা) বললেন, তবে তুমি গিয়ে সে দাসী দু'জনকে ছেড়ে দাও। নাফি (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিয়েররানা থেকে উমরা করেন নি। যদি তিনি উমরা করতেন তবে তা আবদুল্লাহ (রা) থেকে গোপন থাকতো না। আর জারীর ইব্ন হাযিম (র) আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করতেন যে, (উমর (রা) দাসী দু'টি) খুমুস থেকে পেয়েছিলেন। মা'আমার (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে নযরের (মান্নতের) ব্যাপারটির উল্লেখ করেন, কিন্তু একদিনের কথা বলেনি।

٢٩٢٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَعْطٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَوْمًا وَمَنَعَ اٰخَرِيْنَ فَكَاَنَّهُمْ عَتَبُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ اِنِّىْ اُعْطِىْ قَوْمًا اَخَافُ ظَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ ، وَاَكِلُ قَوْمًا اِلٰى مَا جَعَلَ اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْغِنٰى مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ : مَا اُحِبُّ اَنَّ لِىْ بِكَلِمَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ زَادَ اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اُتِىَ بِمَالٍ اَوْ بِسَبْىٍ فَقَسَمَهُ بِهٰذَا

২৯২৪ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র).....আম্র ইব্ন তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক দলকে দিলেন আর অন্য দলকে দিলেন না। তারা যেন এতে মনক্ষুণ্ন হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি এমন লোকদের দেই, যাদের সম্পর্কে বিগড়ে যাওয়া কিংবা ধৈর্যহারা হওয়ার আশঙ্কা করি। আর অন্যদল যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা যে কল্যাণ ও অমুখাপেক্ষিতা সৃষ্টি করেছেন, তার উপর ছেড়ে দেই। আর আম্র ইব্ন তাগলিব (রা) তাদের অন্তর্ভুক্ত। আম্র ইব্ন তাগলিব (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সম্পর্কে যা বলেছেন, তার পরিবর্তে যদি আমাকে লাল বর্ণের উট দেওয়া হত তাতে আমি এতখানি

banglainternet.com

খুশী হতাম না। আর আবু আসিম (র) জারীর (র) থেকে হাদীসটি এতটুকু অতিরিক্তসহ বর্ণনা করেছেন যে, হাসান (র) বলেন, আমাকে আমর ইব্‌ন তাগলিব (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কিছু মাল অথবা বন্দী আনীত হয়, তখন তিনি তা বন্টন করেন।

٢٩٢٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ اُعْطِيْ قُرَيْشًا اَتَاَلَّفُهُمْ لِاَنَّهُمْ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ

২৯২৫ আবুল ওয়ালীদ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, 'আমি কুরাইশদের দিয়ে থাকি তাদের মন রক্ষা করার জন্য। কেননা তারা জাহেলী যুগের কাছাকাছি।'

٢٩٢٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ قَالُوْا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ مِنْ اَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا اَفَاءَ اللّٰهُ ، فَطَفِقَ يُعْطِيْ رِجَالاً مِنْ قُرَيْشٍ اَلْمِائَةَ مِنَ الْاِبِلِ ، فَقَالُوْا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِيْ قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ ، قَالَ اَنَسٌ : فَحُدِّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِمَقَالَتِهِمْ فَاَرْسَلَ اِلَى الْاَنْصَارِ فَجَمَعَهُمْ فِيْ قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ اَحَدًا غَيْرَهُمْ ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوْا جَائَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : مَا كَانَ حَدِيْثٌ بَلَغَنِيْ عَنْكُمْ قَالَ لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ : اَمَّا ذَوُوْ رَأْيِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَمْ يَقُوْلُوْا شَيْئًا ، وَاَمَّا اُنَاسٌ مِنَّا حَدِيْثَةٌ اَسْنَانُهُمْ ، فَقَالُوْا : يَغْفِرُ اللّٰهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُعْطِيْ قُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الْاَنْصَارَ وَسُيُوْفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ اُعْطِيْ رِجَالاً حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ اَمَا تَرْضَوْنَ اَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْاَمْوَالِ وَتَرْجِعُوْا اِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَاللّٰهِ مَا تَنْقَلِبُوْنَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُوْنَ بِهِ ، قَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ رَضِيْنَا ، فَقَالَ لَهُمْ اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِيْ اُثْرَةً

banglainternet.com

شَدِيْدَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوُا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ عَلَى الْحَوْضِ ، قَالَ اَنَسٌ فَلَمْ نَصْبِرْ

২৯২৬ আবুল ইয়ামান (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, যখন আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হাওয়াযিন গোত্রের মাল থেকে যা দেওয়ার তা দান করলেন। আর তিনি কুরাইশ গোত্রের লোকদের একশ' করে উট দিতে লাগলেন। তখন আনসারদের থেকে কিছু সংখ্যক লোক বলতে লাগল, আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ক্ষমা করুন। তিনি কুরাইশদেরকে দিচ্ছেন, আমাদেরকে দিচ্ছেন না। অথচ আমাদের তরবারী থেকে তাদের রক্ত এখনও ঝরছে। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট তাদের উক্তি পৌছান হল। তখন তিনি আনসারদের ডেকে পাঠালেন এবং চর্ম নির্মিত একটি তাঁবুতে তাদের একত্রিত করলেন আর তাঁদের সঙ্গে তাঁদের ছাড়া আর কাউকে ডাকলেন না। যখন তাঁরা সকলে একত্রিত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন, 'আমার নিকট তোমাদের সম্পর্কে যে কথা পৌছেছে তা কি?' তাঁদের মধ্যে সমঝদার লোকেরা তাঁকে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্য থেকে মুরুব্বীরা কিছুই বলেননি। আমাদের কতিপয় তরুণরা বলেছে ঃ আল্লাহ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ক্ষমা করুন। তিনি আনসারদের না দিয়ে কুরায়শদের দিচ্ছেন; অথচ আমাদের তরবারী থেকে এখনও তাদের রক্ত ঝরছে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি এমন লোকদের দিচ্ছি, যাদের কুফরীর যুগ সদ্য সমাপ্ত হয়েছে। তোমরা কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, লোকেরা পার্থিব সম্পদ নিয়ে (মনযিলে) ফিরবে, আর তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ -কে নিয়ে মনযিলে ফিরবে আর আল্লাহ্‌র কসম, তোমরা যা নিয়ে মনযিলে ফিরবে, তা তারা যা নিয়ে ফিরবে, তার চাইতে উত্তম।' তখন আনসারগণ বললেন, 'হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এতে সন্তুষ্ট।' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমার পরে তোমরা তোমাদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দেখতে পাবে। তখন তোমরা ধৈর্যধারণ করে থাকবে, যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সঙ্গে হাউযে (কাওসারে) মিলিত হবে।' আনাস (রা) বলেন, কিন্তু আমরা (আনসারগণ) ধৈর্যধারণ করতে পারি নি।

٢٩٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاُوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ اَنَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْفَلاً مِنْ حُنَيْنٍ عَلَقَتْ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْاَعْرَابُ يَسْاَلُوْنَهُ حَتّٰى اضْطَرُّوْهُ اِلٰى سَمُرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اَعْطُوْنِىْ رِدَائِىْ فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هٰذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لاَ تَجِدُوْنِىْ بَخِيْلاً وَلاَ كَذُوْبًا وَلاَ جَبَانًا

banglainternet.com

২৯২৭ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ উয়াইসী (র)..... জুবাইর ইব্‌ন মুত্‌ইম (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন, আর তখন তাঁর সঙ্গে আরো লোক ছিল। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হুনায়ন থেকে আসছিলেন। বেদুঈন লোকেরা তাঁর কাছে গনীমতের মাল চাইতে এসে তাঁকে আঁকড়িয়ে ধরল। এমনকি তারা তাঁকে একটি বাবলা গাছের সাথে ঠেকিয়ে দিল এবং কাঁটা তাঁর চাদর আটকে ধরল। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থামলেন। তারপর বললেন, 'আমার চাদরখানি দাও। আমার নিকট যদি এ সকল কাঁটাদার বন্য বৃক্ষের সমপরিমাণ পশু থাকত, তবে সেগুলো তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দিতাম। এরপরও আমাকে তোমরা কখনো কৃপণ, মিথ্যাবাদী এবং দুর্বল চিত্ত পাবে না।'

٢٩٢٨ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَمْشِيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ ، فَاَدْرَكَهُ اَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيْدَةً حَتّٰى نَظَرْتُ اِلٰى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ ﷺ قَدْ اَثَّرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ ثُمَّ قَالَ مُرْلِيْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ اَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ

২৯২৮ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন বুকায়র (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে রাস্তায় চলছিলাম। তখন তিনি মোটা পাড়ের নাজরানে প্রস্তুত চাদর পরিহিত ছিলেন। এক বেদুঈন তাঁকে পেয়ে খুব জোরে টেনে ধরল। অবশেষে আমি লক্ষ্য করলাম, তার জোরে টানার কারণে নবী ﷺ -এর কাঁধে চাদরের পাড়ের দাগ বসে গেছে। তারপর বেদুঈন বলল, 'আল্লাহ্‌র যে সম্পদ আপনার কাছে রয়েছে তা থেকে আমাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিন।' রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার প্রতি তাকিয়ে একটি মুচকি হাসি দিলেন, আর তাকে কিছু দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

٢٩٢٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ اٰثَرَ النَّبِيُّ ﷺ اُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ اَعْطٰى الْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْاِبِلِ وَاَعْطٰى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَاَعْطٰى اُنَاسًا مِنْ اَشْرَافِ الْعَرَبِ فَاٰثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ ، قَالَ رَجُلٌ وَاللّٰهِ اِنَّ هٰذِهِ قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيْهَا ، اَوْ مَا اُرِيْدَ فِيْهَا وَجْهُ اللّٰهِ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَاُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَاَتَيْتُهُ فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَمَنْ

banglainternet.com

يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ رَحِمَ اللّٰهُ مُوْسٰى قَدْ أُوْذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ

২৯২৯ উসমান ইব্ন আবূ শাইবা (র)..... আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুনাইনের দিনে নবী ﷺ কোন কোন লোককে বন্টনে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেন। তিনি আকরা' ইব্ন হাবিছকে একশ' উট দিলেন। উয়াইনাকেও এ পরিমাণ দেন। সম্ভ্রান্ত আরব ব্যক্তিদের দিলেন এবং বন্টনে তাদের অতিরিক্ত দিলেন। এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ্‌র কসম। এখানে সুবিচার করা হয়নি। অথবা সে বলল, এতে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নি। (রাবী বলেন) তখন আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমি নবী ﷺ -কে অবশ্যই জানিয়ে দিব। তখন আমি তাঁর কাছে এলাম এবং তাঁকে একথা জানিয়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ যদি সুবিচার না করেন, তবে কে সুবিচার করবে? আল্লাহ তা'আলা মূসা (আ)-এর প্রতি রহমত করুন, তাঁকে এর চাইতেও অধিক কষ্ট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি সবর করেছেন।'

٢٩٣٠ حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ أَنْقُلُ النَّوٰى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِيْ أَقْطَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى رَأْسِيْ وَهِيَ مِنِّيْ عَلٰى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ وَقَالَ أَبُوْ ضَمْرَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيْرِ

২৯৩০ মাহমুদ ইব্ন গায়লান (র)..... আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিজ মাথায় করে সে জমীন থেকে খেজুর দানা বহন করে আনতাম, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবায়র (রা)-কে দান করেছিলেন। যে জমীনটি আমার ঘর থেকে এক 'ফারসাখে'র দু'তৃতীয়াংশ ব্যবধানে অবস্থিত ছিল। আর আবূ যামরাহ (র)..... হিশামের পিতা উরওয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবায়র (রা)-কে বানূ নাযীর গোত্রের সম্পত্তি থেকে একখন্ড জমি দিয়েছিলেন।

٢٩٣١ حَدَّثَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا ظَهَرَ عَلٰى أَهْلِ خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُوْدَ مِنْهَا وَكَانَتِ

banglainternet.com

الْاَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلّٰهِ ، وَلِلرَّسُوْلِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ فَسَأَلَ الْيَهُوْدُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُقِرَّهُمْ عَلٰى اَنْ يَكْفُوا الْعَمَلَ وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نُقِرُّكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ مَا شِئْنَا فَاَقَرُّوْا حَتّٰى اَجْلَاهُمْ عُمَرُ فِيْ اِمَارَتِهِ اِلٰى تَيْمَاءَ اَوْ اَرِيْحَا

২৯৩১ আহ্মদ ইব্ন মিকদাম (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে হিজায ভূখণ্ড থেকে নির্বাসিত করেন। আর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ যখন খায়বার জয় করেন, তখন তিনিও ইয়াহুদীদের সেখান থেকে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। আর সে জমীন বিজিত হওয়ার পর তা আল্লাহ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও মুসলিমগণের অধিকারে এসে গিয়েছিল। তখন ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকট আবেদন করল, যেন তিনি তাদের এখানে এ শর্তে থাকার অনুমতি দেন যে, তারা কৃষি কাজ করবে এবং তাদের জন্য অর্ধেক ফসল থাকবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছিলেন, যতদিন আমরা চাই তোমাদের এ শর্তে থাকার অনুমতি দিচ্ছি। তারা এভাবে রয়ে গেল। অবশেষে উমর (রা) তাঁর শাসনামলে তাদের তায়মা আরীহা নামক স্থানের দিকে নির্বাসিত করেন।

١٩٦٠. بَابُ مَا يُصِيْبُ مِنَ الطَّعَامِ فِيْ اَرْضِ الْحَرْبِ

১৯৬০. পরিচ্ছেদ ঃ দারুল হরবে যে সব খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যায়

٢٩٣٢ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مُحَاصِرِيْنَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمٰى اِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيْهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لِاٰخُذَهُ فَالْتَفَتُّ فَاِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ

২৯৩২ আবুল ওয়ালীদ (র).....আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা খায়বারের দুর্গ অবরোধ করেছিলাম। কোন এক ব্যক্তি একটি থলে ফেলে দিল ; তাতে ছিল চর্বি। আমি তা নেয়ার জন্য উদ্যত হলাম। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি যে, নবী ﷺ দাঁড়িয়ে আছেন। তখন আমি তা নেয়ার ব্যাপারে লজ্জিত হয়ে পড়লাম।

٢٩٣٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نُصِيْبُ فِيْ مَغَازِيْنَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ

banglainternet.com

২৯৩৩ মুসাদ্দাদ (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যুদ্ধকালে মধু ও আঙ্গুর পেতাম। আমরা তা খেয়ে নিতাম এবং জমা রাখতাম না।

٢٩٣٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِيْ اَوْفٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ : اَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاهَا ، فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُوْرُ نَادٰى مُنَادِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَكْفِئُوا الْقُدُوْرَ فَلَا تَطْعَمُوْا مِنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ شَيْئًا ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَقُلْنَا اِنَّمَا نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ لِاَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ قَالَ وَقَالَ اٰخَرُوْنَ حَرَّمَهَا اَلْبَتَّةَ وَسَاَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَرَّمَهَا اَلْبَتَّةَ

২৯৩৪ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র).....(আবদুল্লাহ) ইব্ন আবূ আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধের সময় আমরা ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। খায়বার বিজয়ের দিন আমরা পালিত গাধার দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তা যবেহ করলাম। যখন তা হাঁড়িতে বলক আসছিল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘোষণা দানকারী ঘোষণা দিল ঃ তোমরা হাঁড়িগুলো উপুড় করে ফেল। গাধার গোশত থেকে তোমরা কিছুই খাবে না। আবদুল্লাহ (ইব্ন আবূ আওফা) (রা) বলেন, আমরা (কেউ কেউ) বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এজন্য নিষেধ করেছেন, যেহেতু তা থেকে খুমুস বের করা হয় নি। (রাবী বলেন) আর অন্যরা বললেন, বরং তিনি এটাকে নিশ্চিতভাবে হারাম করেছেন। (শায়বানী বলেন,) আমি এ ব্যাপারে সাঈদ ইব্ন জুবায়র (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, নিশ্চিতভাবে তিনি তা হারাম করেছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

١٩٦١. بَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ مَعَ اَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْحَرْبِ ، وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اِلٰى قَوْلِهِ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ يَعْنِيْ اَذِلَّاءُ الْمَسْكَنَةُ مَصْدَرُ الْمِسْكِيْنِ اَسْكَنُ مِنْ فُلَانٍ اَخْرَجُ مِنْهُ وَلَمْ يَذْهَبْ اِلَى السُّكُوْنِ وَ مَا جَاءَ فِيْ اَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى وَالْمَجُوْسِ

banglainternet.com

وَالْعَجَمِ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قُلْتُ لِمُجَاهِدٍ : مَا شَأْنُ أَهْلِ الشَّامِ عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ ، قَالَ جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْيَسَارِ

১৯৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ যিম্মিদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ এবং হারবীদের সাথে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি। আর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে না এবং শেষ দিনের উপর বিশ্বাস করে না, আর আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ﷺ যা হারাম করেছেন, তা হারাম বলে মানে না, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর.....আয়াতের শেষ পর্যন্ত (৯ ঃ ২৯)। আয়াতে উল্লেখিত مسكين শব্দের মূল হচ্ছে مَسْكَنَة অর্থ হলো অভাবগ্রস্ত أَسْكَنُ من فُلَان এর অর্থ সে অমুক থেকে অধিক অভাবগ্রস্ত। এ শব্দটি سكون ধাতু থেকে নিষ্পন্ন নয়। صَاغِرُونَ এর অর্থ লাঞ্ছিত। ইয়াহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক ও আজমীদের থেকে জিযিয়া গ্রহণ। ইব্‌ন উয়াইনা (র) (আবদুল্লাহ) ইব্‌ন আবূ নাজীহ্ (র) থেকে বলেন যে, আমি মুজাহিদ (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, এর কারণ কি যে, সিরিয়া বাসীদের উপর চার দীনার এবং ইয়ামান বাসীদের উপর এক দীনার করে জিযিয়া গ্রহণ করা হয়। তিনি বললেন, তা স্বচ্ছলতার প্রেক্ষিতে ধার্য করা হয়েছে

٢٩٣٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرًو قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرِو بْنِ أَوْسٍ فَحَدَّثَهُمَا بَجَالَةُ سَنَةَ سَبْعِينَ ، عَامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرَجِ زَمْزَمَ ، قَالَ كُنْتُ لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَمِّ الأَحْنَفِ ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ ، فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ

২৯৩৫ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র)..... (আমর) ইব্‌ন দীনার (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন যায়দ ও আমর ইব্‌ন আউস (র) সহ যমযমের সিঁড়ির নিকট বসাছিলাম, হিজরী সত্তর সনে যে বছর মুসআব ইব্‌ন যুবায়র (রা) বসরাবাসীদের নিয়ে হজ্জ আদায় করেছিলেন। তখন বাজালাহ্ তাদের উভয়কে এ হাদীস বর্ণনা করেন, আমি আহনাফের চাচা জায়ই ইব্‌ন মুআবিয়া (রা)-এর লেখক ছিলাম। আমাদের নিকট উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর পক্ষ থেকে তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে একখানি পত্র আসে যে, যে সব মাজুসী[১] মাহরামদের[২] সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ তাদের বিচ্ছিন্ন করে দাও। আর উমর (রা) মাজুসীদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করতেন না, যে পর্যন্ত না আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) এ মর্মে সাক্ষী দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হাজার এলাকার মাজুসীদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করেছেন।

banglainternet.com

১। পারসিক অগ্নিপূজক সম্প্রদায়।

২। মাহরাম-যাদের বিবাহ করা শরীয়াতে স্থায়ীভাবে হারাম।

٢٩٣٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ الْاَنْصَارِيَّ وَهُوَ حَلِيْفٌ لِبَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُوَيٍّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ اَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ اِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِيْ بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ صَالَحَ اَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتِ الْاَنْصَارُ بِقُدُوْمِ اَبِيْ عُبَيْدَةَ فَوَافَتْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى بِهِمِ الْفَجْرَ انْصَرَفَ فَتَعَرَّضُوْا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ رَاٰهُمْ وَقَالَ اَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ اَنَّ اَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ قَالُوْا : اَجَلْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ : فَاَبْشِرُوْا وَاَمِّلُوْا مَا يَسُرُّكُمْ فَوَاللّٰهِ لَا الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَ لٰكِنِ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ

২৯৩৬ আবুল ইয়ামান (র)..... মিস্ওয়ার ইব্ন মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, আমর ইব্ন আউফ আনসারী (রা) যিনি বনী আমির ইব্ন লুয়াইয়ের মিত্র ছিলেন এবং বদর যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন, তিনি তাঁকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ উবাইদা ইব্ন জাররাহ (রা)-কে বাহরাইনে জিযিয়া আদায় করার জন্য পাঠালেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহরাইনবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন এবং আলা ইব্ন হাযরামী (রা)-কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আবূ উবাইদা (রা) বাহরাইন থেকে অর্থ সম্পদ নিয়ে এলেন। আনসারগণ আবূ উবাইদার আগমন সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ফজরের সালাতে সবাই উপস্থিত হন। যখন রাসূলুল্লাহ তাঁদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করে ফিরলেন, তখন তারা তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আমার মনে হয় তোমরা শুনেছ, আবূ উবাইদা (রা) কিছু নিয়ে এসেছেন। তারা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং যা তোমাদের খুশী করে তার আশা রাখ। আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের ব্যাপারে দারিদ্র্যের আশঙ্কা করি না। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে এ আশঙ্কা করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়া এরূপ প্রসারিত হয়ে পড়বে যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর প্রসারিত হয়েছিল। আর তোমরাও দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে, যেমন তারা আকৃষ্ট হয়েছিল। আর তা তোমাদের ধ্বংস করবে, যেমন তাদের ধ্বংস করেছে।'

banglainternet.com

২৯৩৭ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيُّ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِيْ اَفْنَاءِ الْاَمْصَارِ يُقَاتِلُوْنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَاَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ فَقَالَ اِنِّيْ مُسْتَشِيْرُكَ فِيْ مَغَازِيْ هٰذِهِ قَالَ نَعَمْ : مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيْهَا مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوِّ الْمُسْلِمِيْنَ مَثَلُ طَائِرٍ لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَاحَانِ وَلَهُ رِجْلَانِ فَاِنْ كُسِرَ اَحَدُ الْجَنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرِّجْلَانِ بِجَنَاحٍ وَالرَّأْسِ فَاِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الْاٰخَرُ نَهَضَتِ الرِّجْلَانِ وَالرَّأْسِ وَاِنْ شُدِخَ الرَّأْسُ ذَهَبَتِ الرِّجْلَانِ وَالْجَنَاحَانِ وَالرَّأْسُ فَالرَّأْسُ كِسْرٰى وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ وَالْجَنَاحُ الْاٰخَرُ فَارِسُ ، فَمُرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلْيَنْفِرُوْا اِلٰى كِسْرٰى ـ وَقَالَ بَكْرٌ وَزِيَادٌ جَمِيْعًا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ فَنَدَبَنَا عُمَرُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النُّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنٍ حَتّٰى اِذَا كُنَّا بِاَرْضِ الْعَدُوِّ وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرٰى فِيْ اَرْبَعِيْنَ اَلْفًا ، فَقَامَ تَرْجُمَانٌ لَهُ فَقَالَ : لِيُكَلِّمْنِيْ رَجُلٌ مِنْكُمْ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ سَلْ عَمَّا شِئْتَ قَالَ مَا اَنْتُمْ فَقَالَ نَحْنُ نَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ كُنَّا فِيْ شَقَاءٍ شَدِيْدٍ وَبَلَاءٍ شَدِيْدٍ نَمَصُّ الْجِلْدَ وَالنَّوٰى مِنَ الْجُوْعِ وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ ، وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذٰلِكَ اِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِيْنَ ، اِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ اَنْفُسِنَا نَعْرِفُ اَبَاهُ وَاُمَّهُ ، فَاَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُوْلُ رَبِّنَا ﷺ اَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتّٰى تَعْبُدُوا اللّٰهَ وَحْدَهُ اَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ ، وَاَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا ﷺ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا اَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ اِلَى الْجَنَّةِ فِيْ نَعِيْمٍ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ ، وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ ، فَقَالَ النُّعْمَانُ : رُبَّمَا اَشْهَدَكَ اللّٰهُ مِثْلَهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَنْدِمْكَ وَلَمْ يَحْزُنْكَ وَلٰكِنِّيْ شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُوْلِ

banglainternet.com

اللّٰهِ ﷺ كَثِيْرًا كَانَ اِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِيْ اَوَّلِ النَّهَارِ انْتَظَرَ حَتّٰى تَهُبَّ الْاَرْوَاحُ ، تَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ

২৯৩৭ ফাযল ইব্‌ন ইয়াকূব (র).....জুবাইর ইব্‌ন হাইয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমর (রা) মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন বড় বড় শহরের দিকে সেনা দল পাঠালেন। সে সময় হুরমযান (মাদায়েনের শাসক) ইসলাম গ্রহণ করে। উমর (রা) তাঁকে বললেন, আমি এসব যুদ্ধের ব্যাপারে তোমার পরামর্শ গ্রহণ করতে চাই। তিনি বললেন, ঠিক আছে। এ সকল দেশ এবং দেশে মুসলিমদের দুশমন যে সব লোক বাস করছে, তাদের উদাহরণ একটি পাখির ন্যায়, যার একটি মাথা, দু'টি পা রয়েছে। যদি একটি ডানা ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তবে সে পাখিটি উভয় পা, একটি ডানা ও মাথার সাহায্য উঠে দাঁড়াবে। যদি অপর ডানা ভেঙ্গে দেওয়া হয়, তবে সে দু'টি পা ও মাথার সাহায্যে উঠে দাঁড়াবে। আর যদি মাথা ভেঙ্গে দেয়া হয়, তবে উভয় পা, উভয় ডানা ও মাথা সবই অকেজো হয়ে যাবে। কিসরা শত্রুদের হলো মাথা, কায়সার হল একটি ডানা, আর পারস্য হল অপর ডানা। কাজেই মুসলিমগণকে এ আদেশ করুন, তারা যেন কিস্‌রার উপর আক্রমণ করে। বকর ও যিয়াদ (র) উভয়ে জুবাইর ইব্‌ন হাইয়া (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারপর উমর (রা) আমাদের ডাকলেন আর আমাদের উপর নু'মান ইব্‌ন মুকাররিনকে আমীর নিযুক্ত করেন। আমরা যখন শত্রু দেশে পৌঁছলাম, কিসরার এক সেনাপতি চল্লিশ হাজার সৈন্য নিয়ে আমাদের মুকাবিলায় আসল। তখন তার পক্ষ থেকে একজন দোভাষী দাঁড়িয়ে বলল, তোমাদের মধ্য থেকে একজন আমার সঙ্গে আলোচনা করুক। তখন মুগীরা (ইব্‌ন শু'বা) (রা) বললেন, যা ইচ্ছা প্রশ্ন করতে পার। সে বলল, তোমরা কারা? তিনি বললেন, আমরা আরবের লোক। দীর্ঘ দিন আমরা অতিশয় দুর্ভাগ্য (কুফরীতে) এবং কঠিন বিপদে (দারিদ্র্যে) ছিলাম। ক্ষুধার তাড়নায় আমরা চামড়া ও খেজুর গুটি চুষতাম। চুল ও পশম পরিধান করতাম। বৃক্ষ ও পাথর পূজা করতাম। আমরা যখন এ অবস্থায় পতিত তখন আসমান ও যমীনের প্রতিপালক আমাদের মধ্য থেকে আমাদের প্রতি একজন নবী প্রেরণ করেন। তাঁর পিতা-মাতাকে আমরা চিনি। আমাদের নবী ও আমাদের রবের রাসূল ﷺ আমাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ করেছেন, যে পর্যন্ত না তোমরা এক আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত কর কিংবা জিযিয়া দাও। আর আমাদের নবী ﷺ আমাদের রবের পক্ষ থেকে আমাদেরকে জানিয়েছেন যে, আমাদের মধ্য থেকে যে নিহত হবে, সে জান্নাতে এমন নিয়ামত লাভ করবে, যা কখনো দেখা যায় নি। আর আমাদের মধ্য থেকে যারা জীবিত থাকবে তোমাদের গর্দানের মালিক হবে। নু'মান (র) (মুগীরাকে) বললেন, আপনাকে আল্লাহ তা'আলা এরূপ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথী করেছেন আর তিনি আপনাকে লজ্জিত ও লাঞ্ছিত করেনি আর আমি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে অনেক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। তাঁর নিয়ম এ ছিল যে, যদি দিনের পূর্বাহ্নে যুদ্ধ শুরু না করতেন, তবে তিনি বাতাস প্রবাহিত হওয়া এবং সালাতের সময় হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন।

١٩٦٢. بَابُ اِذَا وَادَعَ الْاِمَامُ مَلِكَ الْقَرْيَةِ هَلْ يَكُوْنُ ذٰلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ

banglainternet.com

১৯৬২. পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম (মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান) যদি কোন জনপদের প্রশাসকের সাথে সন্ধি করে, তবে কি তা অবশিষ্ট লোকদের বেলায়ও প্রযোজ্য হবে?

٢٩٣٨ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّاسٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تَبُوْكَ وَاَهْدٰى مَلِكُ اَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَغْلَةً بَيْضَاءَ وَكَسَاهُ بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ

২৯৩৮ সাহল ইব্ন বাক্কার (র).....আবূ হুমাইদ সাঈদী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে তাবুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি। তখন আয়লার অধিপতি নবী ﷺ -এর জন্য একটি সাদা খচ্চর হাদীয়া দিল আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে চাদর দান করলেন এবং এলাকা তারই জন্য লিখে দিলেন।

١٩٦٣. بَابُ الْوَصَاةِ بِاَهْلِ ذِمَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَالذِّمَّةُ الْعَهْدُ وَالْاٰلُ الْقَرَابَةُ

১৯৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যাদের অঙ্গীকার রয়েছে তাদের সম্পর্কে অসীয়্যাত। ذِمَّةٌ শব্দের অর্থ অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি, আর اٰل শব্দের অর্থ আত্মীয়তার সম্পর্ক

٢٩٣٩ حَدَّثَنَا اٰدَمُ ابْنُ اَبِيْ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ جُوَيْرِيَةَ بْنَ قُدَامَةَ التَّمِيْمِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قُلْنَا اَوْصِنَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، قَالَ : اُوْصِيْكُمْ بِذِمَّةِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيِّكُمْ وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ

২৯৩৯ আদম ইব্ন আবূ ইয়াস (র)..... জুয়াইরিয়া ইব্ন কুদামা তামীমী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে বললাম, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আমাদের কিছু অসীয়্যাত করুন।' তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার রক্ষার অসীয়্যাত করছি। কারণ এ হল তোমাদের নবীর অঙ্গীকার এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনের জীবিকা।'

١٩٦٤. بَابُ مَا اَقْطَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْبَحْرَيْنِ وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْجِزْيَةِ وَلِمَنْ يُقْسَمُ الْفَيْءُ وَالْجِزْيَةُ

১৯৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ বাহরাইনের ভূমি থেকে যা বন্দোবস্ত দেন এবং বাহরাইনের সম্পদ ও জিযিয়া থেকে যা দেওয়ার ওয়াদা করেন। আর ফায় ও জিযিয়া কাদের মধ্যে বন্টিত হবে?

٢٩٤٠ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْاَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ

banglainternet.com

بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوْا لاَ وَاللّٰهِ حَتّٰى تَكْتُبَ لِاِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا فَقَالَ : ذٰلِكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللّٰهُ عَلٰى ذٰلِكَ يَقُوْلُوْنَ لَهُ فَاِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِى اُثْرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ

২৯৪০ আহ্‌মদ ইব্‌ন ইউনুস (র)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাহরাইনের ভূমি লিখে দেওয়ার জন্য আনসারদের ডাকলেন। তখন তাঁরা বললেন, না, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা সে পর্যন্ত গ্রহণ করব না, যে পর্যন্ত আপনি আমাদের ভাই কুরায়শদের জন্যও অনুরূপ লিখে না দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ সম্পদ তো তাদের জন্য যতক্ষণ আল্লাহ্ তা'আলা চাইবেন। কিন্তু তারা সে কথাই পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার পরে দেখতে পাবে যে, অন্যকে তোমাদের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। তখন তোমরা (হাউযে কাউসারে) আমার সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত সবর করবে।

٢٩٤١ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِىْ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ اَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَلَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ ، قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ : مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِىْ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ كَانَ قَالَ لِىْ لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَاَعْطَيْتُكَ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا ، فَقَالَ لِىْ اُحْثُهْ فَحَثَوْتُ حَثْوَةً فَقَالَ لِىْ عُدَّهَا فَعَدَدْتُهَا فَاِذَا هِىَ خَمْسُمِائَةٍ فَاَعْطَانِىْ اَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ ، وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ اُتِىَ النَّبِىُّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ انْثُرُوْهُ فِى الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ اَكْثَرَ مَالٍ اُتِىَ بِهِ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِىْ اِنِّىْ فَادَيْتُ نَفْسِىْ وَفَادَيْتُ عَقِيْلاً، قَالَ خُذْ فَحَثَا فِىْ ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ اُمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ اِلَىَّ قَالَ لاَ قَالَ فَارْفَعْهُ اَنْتَ عَلَىَّ قَالَ لاَ فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ اُمُرْ بَعْضَهُمْ

banglainternet.com

يَرْفَعُهُ عَلَيَّ قَالَ لاَ قَالَ فَارْفَعْهُ اَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لاَ فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ

২৯৪১ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র).....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছিলেন, যদি আমার নিকট বাহরাইনের মাল আসে তবে আমি তোমাকে এ পরিমাণ, এ পরিমাণ, এ পরিমাণ দিব। পরে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন আর বাহরাইনের মাল এসে যায় তখন আবূ বকর (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট যে ব্যক্তির কোন প্রতিশ্রুতি থাকে, সে যেন আমার কাছে আসে। তখন আমি তাঁর নিকট গেলাম এবং বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছিলেন, যদি আমার নিকট বাহরাইনের মাল আসে , তবে আমি তোমাকে এ পরিমাণ, এ পরিমাণ ও এ পরিমাণ দিব। আবূ বকর (রা) আমাকে বললেন, তুমি অঞ্জলি ভরে নাও। আমি এক অঞ্জলি উঠালাম। তিনি আমাকে বললেন, এগুলো গুণে দেখ। আমি গুণে দেখলাম যে, তাতে পাঁচশ রয়েছে। তখন তিনি আমাকে এক হাজার পাঁচশ দিলেন। আর ইব্রাহীম ইব্ন তাহমান (র)..... আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ -এর নিকট বাহরাইনের মাল এলো। তখন তিনি বললেন, তোমরা এগুলো মসজিদে ঢেলে দাও আর এ মাল এর আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আগত মালের চাইতে অনেক বেশী ছিল। এ সময় আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমাকে দান করুন। আমি আমার এবং আকীলের মুক্তিপণ দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আচ্ছা নাও। তিনি তার কাপড়ে অঞ্জলি ভরে নিতে লাগলেন। তারপর তা উঠাতে চাইলেন কিন্তু উঠাতে পারলেন না। তখন তিনি বললেন, কাউকে আমার উপর এ বোঝা উঠিয়ে দিতে বলুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না। তখন তিনি বললেন, আচ্ছা আপনিই আমার উপর উঠিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তিনি তা থেকে কিছু কমিয়ে ফেললেন এবং উঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু উঠাতে পারলেন না। তারপর বললেন, না, কাউকে আমার উপর বোঝাটি উঠিয়ে দিতে বলুন। তিনি বললেন, না। তখন আব্বাস (রা) বললেন, আপনিই একটু আমার উপর উঠিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না। তারপর তিনি আবার তা থেকে কমালেন, এরপর কাঁধের উপর উঠিয়ে রওনা হলেন। তাঁর এ আগ্রহ দেখে বিস্ময়ের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকিয়ে থাকলেন,--যতক্ষণ না তিনি আমাদের দৃষ্টির আড়ালে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সে স্থানে একটি দিরহাম থাকা পর্যন্ত সেখান থেকে উঠে দাঁড়াননি।

١٩٦٥. بَابُ اِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا بِغَيْرِ جُرْمٍ

১৯৬৫ পরিচ্ছেদ ঃ বিনা অপরাধে জিম্মিকে যে হত্যা করে, তার পাপ

٢٩٤٢ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

banglainternet.com

قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَاِنَّ رِيْحَهَا تُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ اَرْبَعِيْنَ عَامًا

২৯৪২ কাইস ইব্‌ন হাফ্‌স (র)..... আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন জিম্মিকে হত্যা করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না। আর জান্নাতের ঘ্রাণ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যাবে।'

١٩٦٦. بَابُ اِخْرَاجِ الْيَهُوْدِ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَقَالَ عُمَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اُقِرُّكُمْ مَا اَقَرَّكُمُ اللّٰهُ بِهِ

১৯৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ ইয়াহুদীদের আরব উপদ্বীপ থেকে বহিষ্কার করা। উমর (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, যতদিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের (ইয়াহুদীদের) এখানে রাখেন, ততদিন আমি তোমাদের এখানে রাখব

٢٩٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ انْطَلِقُوْا اِلٰى يَهُوْدَ فَخَرَجْنَا حَتّٰى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ ، فَقَالَ اَسْلِمُوْا تَسْلَمُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ، وَاِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُجْلِيَكُمْ مِنْ هٰذِهِ الْاَرْضِ فَمَنْ يَجِدْ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ وَاِلاَّ فَاعْلَمُوْا اَنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ

২৯৪৩ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা মসজিদে নববীতে বসা ছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন এবং বললেন, তোমরা ইয়াহুদীদের নিকট চল। আমরা চললাম এবং তাদের তাওরাত পাঠকেন্দ্রে পৌছলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উদ্দেশে বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে নিরাপত্তা লাভ করবে আর জেনে রাখ, সমগ্র পৃথিবী আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের। আমি ইচ্ছা করেছি, আমি তোমাদের এ দেশ থেকে নির্বাসন করব। যদি তোমাদের কেউ তাদের মালের বিনিময়ে কিছু পায়, তবে সে যেন তা বিক্রি করে ফেলে। আর জেনে রাখ, সমগ্র পৃথিবী আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের।

٢٩٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اَبِيْ مُسْلِمٍ الْاَحْوَلِ اَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ يَوْمُ

banglainternet.com

الْخَمِيْسِ وَمَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ ، ثُمَّ بَكٰى حَتّٰى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصٰى، قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ : مَا يَوْمُ الْخَمِيْسِ ، قَالَ اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَعُهُ ، فَقَالَ ائْتُوْنِىْ بِكَتِفٍ اَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ اَبَدًا فَتَنَازَعُوْا وَلاَ يَنْبَغِىْ عِنْدَ نَبِىٍّ تَنَازُعٌ ، فَقَالُوْا مَالَهُ اَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوْهُ، فَقَالَ ذَرُوْنِىْ فَالَّذِىْ اَنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُوْنِىْ اِلَيْهِ فَاَمَرَ هُمْ بِثَلاَثٍ قَالَ اَخْرِجُوْا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ ، وَاَجِيْزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مِمَّا كُنْتُ اُجِيْزُهُمْ ، وَالثَّالِثَةُ اِمَّا اَنْ سَكَتَ عَنْهَا ، وَاِمَّا اَنْ قَالَهَا فَنَسِيْتُهَا ، قَالَ سُفْيَانُ هٰذَا مِنْ قَوْلِ سُلَيْمَانَ

২৯৪৪ মুহাম্মদ (র)..... সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি ইবন আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ বৃহস্পতিবার! তুমি জান কি বৃহস্পতিবার কেমন দিন? এ বলে তিনি এমনভাবে কাঁদলেন যে, তাঁর অশ্রুতে কঙ্কর ভিজে গেল। (সাঈদ ইব্‌ন জুবাইর (র) বলেন) আমি বললাম, হে ইব্‌ন আব্বাস (রা)! বৃহস্পতিবার দিন কি হয়েছিল? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, আমার নিকট গর্দানের হাঁড় নিয়ে এস, আমি তোমদের জন্য এমন একটি লিপি লিখে দিব এরপর তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তখন উপস্থিত সাহাবীগণের বিতর্ক হল। অথচ নবীর সামনে বিতর্ক করা শোভনীয় নয়। সাহাবীগণ বললেন, নবী ﷺ -এর কি হয়েছে? তিনি কি অর্থহীন কথা বলছেন? আবার জিজ্ঞাসা করে দেখ। তখন তিনি বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। আমি যে অবস্থায় আছি, তা তোমরা আমাকে যার প্রতি ডাকছ তার চাইতে উত্তম। তারপর তিনি তাঁদের তিনটি বিষয়ে আদেশ দিলেন। (১) মুশরিকদের আরব উপদ্বীপ থেকে বের করে দিবে, (২) বহিরাগত প্রতিনিধিদের সেভাবে উপঢৌকন দিবে যেভাবে আমি তাদের দিতাম। (বর্ণনাকারী বলেন যে,) তৃতীয়টি হয়ত তিনি বলেননি, নয়ত তিনি বলেছিলেন, আমি ভুলে গিয়েছি। সুফিয়ান (র) বলেন, এই উক্তিটি বর্ণনাকারী সুলাইমান (র)-এর।

١٩٧٦. بَابُ اِذَا غَدَرَ الْمُشْرِكُوْنَ بِالْمُسْلِمِيْنَ هَلْ يُعْفٰى عَنْهُمْ

১৯৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ মুসলিমদের সঙ্গে যদি মুশরিকরা বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তাদের কি তা ক্ষমা করা যায়?

٢٩٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدٌ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ اُهْدِيَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ شَاةٌ فِيْهَا سُمٌّ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اجْمَعُوْا اِلٰى مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ يَهُوْدَ

banglainternet.com

فَجُمِعُوْا لَهُ ، فَقَالَ : اِنِّىْ سَائِلُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَهَلْ اَنْتُمْ صَادِقِىَّ عَنْهُ فَقَالُوْا نَعَمْ ، قَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اَبُوْكُمْ قَالُوْا فُلاَنٌ فَقَالَ كَذَبْتُمْ بَلْ اَبُوْكُمْ فُلاَنٌ ، قَالُوْا صَدَقْتَ ، قَالَ فَهَلْ اَنْتُمْ صَادِقِىَّ عَنْ شَىْءٍ اِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوْا نَعَمْ ، يَا اَبَا الْقَاسِمِ وَاِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِىْ اَبِيْنَا ، فَقَالَ لَهُمْ مَنْ اَهْلُ النَّارِ قَالُوْا نَكُوْنُ فِيْهَا يَسِيْرًا ، ثُمَّ تَخْلُفُوْنَا فِيْهَا ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اخْسَؤُا فِيْهَا ، وَاللّٰهِ لاَ نَخْلُفُكُمْ فِيْهَا اَبَدًا ، ثُمَّ قَالَ هَلْ اَنْتُمْ صَادِقِىَّ عَنْ شَىْءٍ اِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ فَقَالُوْا نَعَمْ يَا اَبَا الْقَاسِمِ ، قَالَ هَلْ جَعَلْتُمْ فِىْ هٰذَا الشَّاةِ سُمًّا ، قَالُوْا نَعَمْ ، قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى ذٰلِكَ قَالُوْا : اَرَدْنَا اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيْحُ ، وَاِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرُّكَ

২৯৪৫ আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)..... আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন খায়বার বিজিত হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একটি (ভুনা) বকরী হাদীয়া দেওয়া হয়; যাতে বিষ ছিল। নবী ﷺ আদেশ দিলেন যে, এখানে যত ইয়াহূদী আছে, সকলকে একত্রিত কর। তাদের সকলকে তাঁর সামনে একত্রিত করা হল। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের একটি প্রশ্ন করব। তোমরা কি আমাকে তার সত্য উত্তর দিবে?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, সত্য উত্তর দিব।' নবী ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের পিতা কে?' তারা বলল, 'অমুক।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমরা মিথ্যা বলেছ, বরং তোমাদের পিতা অমুক।' তারা বলল, 'আপনিই সত্য বলেছেন।' তখন তিনি বললেন, 'আমি যদি তোমাদের একটি প্রশ্ন করি, তোমরা কি তার সঠিক উত্তর দিবে?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, দিব, হে আবুল কাসিম! আর যদি আমরা মিথ্যা বলি, তবে আপনি আমাদের মিথ্যা ধরে ফেলবেন, যেমন আমাদের পিতা সম্পর্কে আমাদের মিথ্যা ধরে ফেলেছেন।' তখন তিনি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কারা দোযখবাসী?' তারা বলল, 'আমরা তথায় অল্প কিছু দিন অবস্থান করব, তারপর আপনারা (মুসলিমরা) আমাদের পেছনে সেখানে থেকে যাবেন।' নবী ﷺ বললেন, 'দূর হও, তোমরাই তথায় থাকবে। আল্লাহ্‌র কসম। আমরা কখনো তাতে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হব না।' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'আমি যদি তোমাদের একটি প্রশ্ন করি, তোমরা কি তার সঠিক উত্তর দিবে?' তারা বলল, 'হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম!' রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি এ বকরীটিতে বিষ মিশিয়েছ?' তারা বলল, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, 'কিসে তোমাদের এ কাজে উদ্বুদ্ধ করল?' তারা বলল, 'আমরা চেয়েছি আপনি যদি মিথ্যাবাদী হন, তবে আমরা আপনার থেকে স্বস্তি লাভ করব আর আপনি যদি নবী হন তবে তা আপনার কোন ক্ষতি করবে না।'

banglainternet.com

١٩٦٨. بَابُ دُعَاءِ الْاِمَامِ عَلٰى مَنْ نَكَثَ عَهْدًا

১৯৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ চুক্তি ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ইমামের দু'আ

٢٩٤٦ حَدَّثَنَا اَبُوْ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ الْقُنُوْتِ قَالَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ فَقُلْتُ اِنَّ فُلَانًا يَزْعَمُ اَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ ، فَقَالَ كَذَبَ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ عَلٰى اَحْيَاءٍ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ ، قَالَ بَعَثَ اَرْبَعِيْنَ اَوْ سَبْعِيْنَ يَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الْقُرَّاءِ اِلٰى اُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَعَرَضَ لَهُمْ هٰؤُلَاءِ فَقَتَلُوْهُمْ وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ عَهْدٌ ، فَمَا رَاَيْتُهُ وَجَدَ عَلٰى اَحَدٍ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ

২৯৪৬ আবূ নু'মান (র).....আসিম (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস (রা)-কে কুনূত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, রুকুর আগে। আমি বললাম, অমুক তো বলে যে, আপনি রুকুর পরে বলেছেন। তিনি বললেন, সে মিথ্যা বলেছে। তারপর তিনি নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মাস পর্যন্ত রুকুর পরে কুনূত পড়েন। তিনি বানূ সুলাইম গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে দু'আ করেছিলেন। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চল্লিশজন কিংবা সত্তর জন ক্বারী কয়েকজন মুশরিকের নিকট পাঠালেন। তখন বানূ সুলাইমের লোকেরা তাঁদের আক্রমণ করে তাঁদের হত্যা করে। অথচ তাদের এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মধ্যে সন্ধি ছিল। আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ ক্বারীদের জন্য যতখানি ব্যথিত হতে দেখেছি আর কারো জন্য এতখানি ব্যথিত হতে দেখিনি।

١٩٦٩. بَابُ اَمَانِ النِّسَاءِ وَجِوَارِهِنَّ

১৯৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলাদের পক্ষ থেকে কাউকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান

٢٩٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِي النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ مَوْلٰى اُمِّ هَانِيءٍ ابْنَةِ اَبِيْ طَالِبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اُمَّ هَانِيءٍ ابْنَةَ اَبِيْ طَالِبٍ تَقُوْلُ ذَهَبْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ اَنَا اُمُّ هَانِيءٍ بِنْتُ اَبِيْ طَالِبٍ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِاُمِّ هَانِيءٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلّٰى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ ابْنُ اُمِّيْ عَلِيٌّ اَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ اَجَرْتُهُ فُلَانُ بْنُ

banglainternet.com

هُبَيْرَةَ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ يَا اُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ اُمُّ هَانِئٍ وَذٰلِكَ ضُحًى

২৯৪৭ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... উম্মে হানী বিনতে আবূ তালিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গেলাম। তখন তাঁকে এ অবস্থায় পেলাম যে, তিনি গোসল করছিলেন এবং তাঁর কন্যা ফাতিমা (রা) তাঁকে পর্দা করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন, ইনি কে? আমি বললাম, আমি উম্মে হানী বিনতে আবূ তালিব। তখন তিনি বললেন, মারহাবা হে উম্মে হানী! যখন তিনি গোসল থেকে ফারেগ হলেন, একখানি কাপড় শরীরে জড়িয়ে আট রাকআত সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করলেন। তারপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সহোদর ভাই আলী (রা) হুবাইরার অমুক পুত্রকে হত্যা করার সংকল্প করেছে, আর আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে উম্মে হানী! তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছো, আমিও তাঁকে আশ্রয় দিয়েছি। উম্মে হানী (রা) বলেন, তা চাশ্‌তের সময় ছিল।

١٩٧٠. بَابُ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَجِوَارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ

১৯৭০. পরিচ্ছেদ ঃ মুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও আশ্রয় প্রদান একই পর্যায়ের। কোন সাধারণ মুসলিম নিরাপত্তা দিলে সকলকে তা রক্ষা করতে হবে

٢٩٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ اِلاَّ كِتَابَ اللّٰهِ وَمَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ فَقَالَ فِيْهَا الْجِرَاحَاتُ وَاَسْنَانُ الْاِبِلِ وَالْمَدِيْنَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ اِلٰى كَذَا فَمَنْ اَحْدَثَ فِيْهَا حَدَثًا اَوْ اٰوٰى فِيْهَا مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ، لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً وَمَنْ تَوَلّٰى غَيْرَ مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذٰلِكَ ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذٰلِكَ

২৯৪৮ মুহাম্মদ ইব্ন সালাম (র).....ইব্রাহীম ইব্ন তাইমী (র)-এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা) আমাদের সামনে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আমাদের কাছে আল্লাহ্‌র কিতাব ও এই সাহীফায় যা আছে, তা ছাড়া অন্য কোন কিতাব নেই, যা আমরা পাঠ করে থাকি। তিনি বলেন, এ সাহীফায় রয়েছে, যখমসমূহের দণ্ড বিধান, উটের বয়সের বিবরণ এবং আইর পর্বত থেকে অমুক পর্যন্ত মদীনা হারাম হওয়ার বিধান। যে ব্যক্তি এর মধ্যে (সুন্নাত বিরোধী) বিদ্‌আত উদ্ভাবন করে কিংবা বিদ্‌আতীকে আশ্রয় দেয়, তার

banglainternet.com

উপর আল্লাহ, ফিরিশ্‌তা ও সকল মানুষের লানত। আল্লাহ তার কোন নফল ও ফরয ইবাদত কবূল করেন না। আর যে নিজ মাওলা (প্রভু) ব্যতীত অন্যকে মাওলা (প্রভু) রূপে গ্রহণ করে, তার উপর অনুরূপ লানত। আর নিরাপত্তা দানে সর্বস্তরের মুসলিমগণ একই স্তরের এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের চুক্তি ভঙ্গ করে তার উপরও অনুরূপ লানত।

١٩٧١. بَابُ اِذَا قَالُوْا صَبَأْنَا وَلَمْ يُحْسِنُوْا اَسْلَمْنَا ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَبْرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ ، وَقَالَ عُمَرُ : اِذَا قَالَ مُتَرَسْ فَقَدْ اٰمَنَهُ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ الْاَلْسِنَةَ كُلَّهَا ، وَقَالَ تَكَلَّمْ لَا بَأْسَ

১৯৭১. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কাফিররা যুদ্ধকালে ভালরূপে "আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি" বলতে না পারে এবং "আমরা দীন পরিবর্তন করেছি" বলে। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, খালিদ ইব্‌ন ওয়ালীদ (রা) সে সব লোকদের কতল করলেন। (এ সংবাদ পৌছার পর) নবী ﷺ বললেন, আয় আল্লাহ্! খালিদের একাজে আমি সম্পর্কহীন প্রকাশ করছি। উমর (রা) বলেন, কেউ যদি বলে, مُتَرَسْ (মাতারাস) 'ভয় করো না, তবে সে তাকে নিরাপত্তা দান করল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা সকল ভাষা জানেন। উমর (রা) (হারমুযান পারসীকে) বললেন, কথা বল, কোন অসুবিধা নেই। (এতে নিরাপত্তা দান করা হল)

١٩٧٢ بَابُ الْمُوَادَعَةِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ، وَاِثْمِ مَنْ لَمْ يَفِ بِالْعَهْدِ، وَقَوْلِهِ : وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ـ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

১৯৭২. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের সাথে পণ্য-সামগ্রী ইত্যাদির বিনিময়ে সন্ধিচুক্তি এবং যে অঙ্গীকার পূরণ করে না তার গুনাহ। আর (আল্লাহ তা'আলার বাণী) ঃ "তারা (কাফির) যদি সন্ধির প্রতি ঝুঁকে পড়ে তবে আপনিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবেন এবং মহান আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করবেন, তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (আনফাল) ঃ ৮ ৬১)

٢٩٤٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشْرٌ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ زَيْدٍ اِلٰى خَيْبَرَ ، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا فَاَتٰى مُحَيِّصَةُ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَحَشَّطُ فِيْ دَمِهِ قَتِيْلًا ، فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُوْدٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ : كَبِّرْ كَبِّرْ

banglainternet.com

وَهُوَ اَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ اَتَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ قَاتِلِكُمْ اَوْ صَاحِبِكُمْ قَالُوْا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ ، قَالَ فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا فَقَالُوْا كَيْفَ نَأْخُذُ اَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِىُّ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ

২৯৪৯ মুসাদ্দাদ (র).....সাহল ইব্ন আবূ হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুল্লাহইব্ন সাহলও মুহায়্যিসা ইব্ন মাসউদ ইব্ন যায়দ (রা) খায়বারের দিকে গেলেন। তখন খায়বারের ইয়াহুদীদের সাথে সন্ধি ছিল। পরে তাঁরা উভয়ে পৃথক হয়ে গেলেন। তারপর মুহায়্যিসা আবদুল্লাহ ইব্ন সাহলের কাছে আসেন এবং বলেন যে, তিনি মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। তখন মুহায়্যিসা তাঁকে দাফন করলেন। তারপর মদীনায় এলেন। আবদুর রহমান ইব্ন সাহল ও মাসউদের দুই পুত্র মুহায়্যিসা নবী ﷺ -এর কাছে গেলেন। আবদুর রহমান (রা) কথা বলতে এগিয়ে এলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, বড়কে আগে বলতে দাও, বড়কে আগে বলতে দাও। আর আবদুর রহমান ইব্ন সাহল (রা) ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। এতে তিনি চুপ রইলেন এবং মুহায়্যিসা ও হুওয়ায়্যিসা উভয় কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা কি শপথ করে বলবে এবং তোমাদের হত্যাকারীর অথবা বলেছেন, তোমাদের সঙ্গীর রক্ত পণের অধিকারী হবে? তারা বললেন, আমরা কিরূপে শপথ করব? আমরা তো উপস্থিত ছিলাম না এবং স্বচক্ষে দেখিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তবে ইয়াহুদীরা পঞ্চাশটি শপথের মাধ্যমে তোমাদের থেকে অব্যাহতি লাভ করবে। তাঁরা বললেন, তারা তো কাফির সম্প্রদায়। আমরা কিরূপে তাদের শপথ গ্রহণ করতে পারি? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষ থেকে আবদুর রাহমানকে তাঁর ভাইয়ের দীয়াত পরিশোধ করলেন।

١٩٧٣. بَابُ فَضْلِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

১৯৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ অঙ্গীকার পূর্ণ করার ফযীলত

٢٩٥٠. حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ بْنِ اُمَيَّةَ اَخْبَرَهُ اَنَّ هِرَقْلَ اَرْسَلَ اِلَيْهِ فِىْ رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ كَانُوْا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِى الْمُدَّةِ الَّتِىْ مَادَّ فِيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَا سُفْيَانَ فِىْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ

banglainternet.com

২৯৫০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র)..... আবূ সুফিয়ান ইব্ন হারব ইব্ন উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত যে, (রোমান সম্রাট) হিরাকল (হিরাক্লিয়াস) তাঁকে ডেকে পাঠালেন, কুরাইশদের সেই কাফেলাসহ যারা সিরিয়ায়

বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। তা সে সময় যখন কুরাইশ কাফিরদের পরীক্ষায় আবূ সুফিয়ানের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্ধি চুক্তি করেছিলেন।

١٩٧٤. بَابٌ هَلْ يُعْفَى عَنِ الذِّمِّيِّ اِذَا سَحَرَ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سُئِلَ اَعْلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ اَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلٌ قَالَ بَلَغَنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَالِكَ فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ صَنَعَهُ وَكَانَ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ

১৯৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কোন যিম্মী যাদু করে, তবে কি তাকে ক্ষমা করা হবে? ইব্ন ওহাব (র)..... ইব্ন শিহাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন জিম্মী যদি যাদু করে, তবে কি তাকে হত্যা করা হবে? তিনি বলেন, আমার নিকট এ হাদীস পৌছেছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যাদু করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি যাদুকরকে হত্যা করেন নি। সে আহলে কিতাব ছিল

٢٩٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا يَحْيٰى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ سُحِرَ حَتّٰى كَانَ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ اَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ

২৯৫১ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র).....আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ -কে যাদু করা হয়েছিল। ফলে তাঁর ধারণা হতো যে, তিনি এ কাজ করেছেন অথচ তিনি তা করেননি।

١٩٧٥. بَابُ مَا يُحْذَرُ مِنَ الْغَدْرِ وَقَوْلِهِ تَعَالٰى : وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِىْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ الاية

১৯৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সতর্কবাণী। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ যদি তারা আপনাকে প্রতারিত করতে চায়, তবে আপনার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনি আপনাকে স্বীয় সাহায্য ও মুসলিমদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন..... (আয়াতের শেষ পর্যন্ত) (৮ ঃ ৬২)

٢٩٥٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اِدْرِيْسَ قَالَ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَهُوَ فِىْ قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ فَقَالَ اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَىِ السَّاعَةِ مَوْتِىْ ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ مُوْتَانٌ يَاْخُذُ فِيْكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتّٰى يُعْطَى الرَّجُلُ

banglainternet.com

مِائَةَ دِيْنَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتْنَةٌ لاَ يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ اِلاَّ دَخَلَتْهُ ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِى الْاَصْفَرِ فَيَغْدِرُوْنَ فَيَأْتُوْنَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا

২৯৫২ হুমায়দী (র)..... আউফ ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাবুক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এলাম। তিনি তখন একটি চর্ম নির্মিত তাঁবুতে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি আলামাত গণনা করে রাখো। আমার মৃত্যু, তারপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়, তারপরও তোমাদের মধ্যে ঘটবে মহামারী, বকরীর পালের মহামারীর মত, সম্পদের প্রাচুর্য, এমনকি এক ব্যক্তিকে একশ' দীনার দেওয়া সত্ত্বেও সে অসন্তুষ্ট থাকবে। তারপর এমন এক ফিত্‌না আসবে যা আরবের প্রতি ঘরে প্রবেশ করবে। তারপর যুদ্ধ বিরতির চুক্তি-যা তোমাদের ও রোমকদের (খৃষ্টানদের) মধ্যে সম্পাদিত হবে। এরপর তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং আশিটি পতাকা উত্তোলন করে তোমাদের মুকাবিলায় আসবে; প্রত্যেক পতাকা তলে বার হাজার সৈন্য থাকবে।

١٩٧٦. بَابُ كَيْفَ يُنْبَذُ اِلَى اَهْلِ الْعَهْدِ وَقَوْلُهُ : وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ الْاٰيَةَ

১৯৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ চুক্তিবদ্ধ সম্প্রদায়ের চুক্তি কিভাবে বাতিল করা হবে? আল্লাহ তাআলার বাণী ঃ যদি আপনি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আশঙ্কা করেন, তবে আপনার চুক্তিও যথাযথ বাতিল করবেন। (৮ ঃ ৫৮)

٢٩٥٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ اَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِىْ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْمَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى لاَ يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَيَوْمُ الْحَجِّ الْاَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ وَاِنَّمَا قِيْلَ الْاَكْبَرُ مِنْ اَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الْاَصْغَرُ فَنَبَذَ اَبُوْ بَكْرٍ اِلَى النَّاسِ فِىْ ذٰلِكَ الْعَامِ فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِىْ حَجَّ فِيْهِ النَّبِىُّ ﷺ مُشْرِكٌ

২৯৫৩ আবুল ইয়ামান (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর (রা) আমাকে সে সকল লোকের সঙ্গে পাঠান যাঁরা মিনায় কুরবানীর দিন এ ঘোষণা দিবেন ঃ এ বছরের পর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না আর বায়তুল্লাহ শরীফে কোন উলঙ্গ ব্যক্তি তাওয়াফ করতে পারবে না আর কুরবানীর দিনই হল হজ্জে আকবরের দিন। একে আকবর এ জন্য বলা হয় যে, লোকেরা (উমরাহ্‌কে) হজ্জে আসগার

banglainternet.com

(ছোট) বলে। আবূ বকর (রা) সে বছর মুশরিকদের চুক্তি রহিত করে দেন। কাজেই হুজ্জাতুল বিদার বছর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হজ্জ করেন, তখন কোন মুশরিক হজ্জ করেনি।

١٩٧٧. بَابُ اثْمِ مَنْ عَاهَدَ ثُمَّ غَدَرَ وَقَوْلِ اللّٰهِ : اَلَّذِيْنَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَهُمْ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ الاية

১৯৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ যারা অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করে তাদের গুনাহ এবং আল্লাহ তা'আলার বাণীঃ আপনি যাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন, তারপর তারা প্রতিবার তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে.....(শেষ পর্যন্ত)। (সূরা আনফাল ঃ ৫৬)

٢٩٥٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرْبَعُ خِلاَلٍ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا : مَنْ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَاِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ، مَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتّٰى يَدَعَهَا

২৯৫৪ কুতাইবা ইব্ন সাঈদ (র)..... আবদুল্লাহ ইব্ন আম্র (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে খালিস মুনাফিক গণ্য হবে। যে ব্যক্তি কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, আর যখন অঙ্গীকার করে ভঙ্গ করে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে, যখন ঝগড়া করে গালমন্দ করে। যার মধ্যে এগুলোর কোন একটি স্বভাব পাওয়া যাবে, তার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব পাওয়া গেল, যে পর্যন্ত না সে তা পরিত্যাগ করে।

٢٩٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَتَبْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اِلاَّ الْقُرْاٰنَ وَمَا فِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْمَدِيْنَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ اِلٰى كَذَا ، فَمَنْ اَحْدَثَ حَدَثًا اَوْ اٰوٰى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَاحِدَةٌ يَسْعٰى بِهَا اَدْنَاهُمْ ، فَمَنْ اَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ، وَمَنْ وَالٰى قَوْمًا بِغَيْرِ اِذْنِ

banglainternet.com

مَوَالِيْهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ - قَالَ قَالَ اَبُوْ مُوْسٰى حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا لَمْ تَجْتَبُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، فَقِيْلَ لَهُ : كَيْفَ تَرٰى ذٰلِكَ كَائِنًا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ اِىْ وَالَّذِىْ نَفْسُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوْقِ ، قَالُوْا عَمَّ ذَاكَ ، قَالَ تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللّٰهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ ﷺ فَيَشُدُّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوْبَ اَهْلِ الذِّمَّةِ فَيَمْنَعُوْنَ مَافِىْ اَيْدِيْهِمْ

২৯৫৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন কাসীর (র)..... আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কুরআন এবং এ কাগজে যা লিখা আছে তা ছাড়া কোন কিছু লিপিবদ্ধ করিনি। (উক্ত লিপিতে রয়েছে) নবী ﷺ বলেছেন, আয়ির পর্বত থেকে এ পর্যন্ত মদীনার হরম এলাকা। যে কেউ দীনের ব্যাপারে বিদ্‌আত উদ্ভাবন করে কিংবা কোন বিদ্‌আতীকে আশ্রয় দিবে তার উপর আল্লাহ তাআলা, ফিরিশ্‌তা ও সকল মানুষের লা'নত। তার কোন ফরয কিংবা নফল ইবাদত কবূল হবে না। আর সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা একই পর্যায়ের। সাধারণ মুসলিম নিরাপত্তা দিলে সকলকে তা রক্ষা করতে হবে। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দেওয়া নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তার উপর আল্লাহ তাআলার লা'নত এবং ফিরিশ্‌তাগণ ও সকল মানুষের। তার কোন নফল কিংবা ফরয ইবাদত কবূল হবে না। আর যে স্বীয় মনীবের অনুমতি ব্যতীত অন্যদের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তি করে, তার উপর আল্লাহ তাআলার লা'নত এবং ফিরিশতাগণ ও সকল মানুষের। তার কোন নফল কিংবা ফরয ইবাদত কবূল হবে না। আবূ মূসা (র).....আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, অমুসলিমদের কাছ থেকে (জিযিয়া স্বরূপ) একটি দীনার বা দিরহামও তোমরা পাবে না, তখন তোমাদের কি অবস্থা হবে? তাকে বলা হল, হে আবূ হুরায়রা (রা) আপনি কিভাবে মনে করেন যে, এমন অবস্থা দেখা দিবে, তিনি বললেন, হ্যাঁ, কসম সে মহান সত্তার যাঁর হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ, যিনি সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত (অর্থাৎ মুহাম্মদ) এর উক্তি থেকে আমি বলছি। লোকেরা বলল, কি কারণে এমন হবে? তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল ﷺ -এর প্রদত্ত নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন করা হবে। ফলে আল্লাহ তাআলা জিম্মীদের অন্তরকে কঠোর করে দিবেন; তারা তাদের হাতে সম্পদ দিবে না।

١٩٧٨ . بَابُ

১৯৭৮. পরিচ্ছেদ :

٢٩٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا اَبُوْ حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْاَعْمَشَ قَالَ سَاَلْتُ اَبَا وَائِلٍ شَهِدْتَ صِفِّيْنَ قَالَ نَعَمْ فَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَقُوْلُ : اتَّهِمُوْا

banglainternet.com

رَأَيْكُمْ رَأَيْتُنِيْ يَوْمَ اَبِيْ جَنْدَلٍ ، وَلَوْ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اَرُدَّ اَمْرَ النَّبِيِّ ﷺ لَرَدَدْتُهُ وَمَا وَضَعْنَا اَسْيَافَنَا عَلٰى عَوَاتِقِنَا لِاَمْرٍ يُفْظِعُنَا اِلاَّ اَسْهَلْنَ بِنَا اِلٰى اَمْرٍ نَعْرِفُهُ غَيْرِ اَمْرِنَا هٰذَا

২৯৫৬ আবদান (র)..... আ'মাশ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ ওয়াইল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি সিফ্ফীনের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি সাহ্ল ইব্ন হুনাইফ (রা)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা নিজ মতামতকে নির্ভুল মনে করো না। আমি নিজেকে আবূ জান্দলের দিন (হুদায়বিয়ার দিন) দেখেছি। আমি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আদেশ প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম, তবে তা নিশ্চয়ই প্রত্যাখ্যান করতাম। বস্তুত আমরা যখনই কোন ভয়াবহ অবস্থায় আমাদের কাঁধে তলোয়ার তুলে নিয়েছি, তখন তা আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছে এমনভাবে যা আমরা উপলব্ধি করেছি। কিন্তু বর্তমান অবস্থা তার ব্যতিক্রম।

٢٩٥٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اٰدَمَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْهِ حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ اَبِيْ ثَابِتٍ ، قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ وَائِلٍ قَالَ كُنَّا بِصِفِّيْنَ فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَقَالَ : اَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوْا اَنْفُسَكُمْ فَاِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَلَوْ نَرٰى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا ، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ فَقَالَ بَلٰى ، فَقَالَ : اَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِى الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِى النَّارِ ، قَالَ بَلٰى قَالَ : فَعَلٰى مَا نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِيْ دِيْنِنَا اَنَرْجِعُ ، وَلَمَّا يَحْكُمِ اللّٰهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ ، قَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِيَ اللّٰهُ اَبَدًا فَانْطَلَقَ عُمَرُ اِلٰى اَبِيْ بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللّٰهُ اَبَدًا ، فَنَزَلَتْ سُوْرَةُ الْفَتْحِ فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى عُمَرَ اِلٰى اٰخِرِهَا فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوَ فَتْحٌ هُوَ ، قَالَ نَعَمْ

banglainternet.com

২৯৫৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র)..... আবূ ওয়াইল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা সিফ্ফীন যুদ্ধে শরীক ছিলাম। সে সময় সাহল ইব্ন হুনাইফ (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা নিজ

মতামতকে নির্ভুল মনে করো না। আমরা হুদায়বিয়ার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। যদি আমরা যুদ্ধ করা যথোচিত মনে করতাম, তবে আমরা যুদ্ধ করতাম। পরে উমর ইবন খাত্তাব (রা) এসে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি হকের উপর নই এবং তারা (মুশরিকরা) বাতিলের উপর? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি বললেন, আমাদের নিহত ব্যক্তিগণ কি জান্নাতী নন এবং তাদের নিহত ব্যক্তিরা জাহান্নামী নয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, আমাদের নিহতগণ অবশ্যই জান্নাতী। উমর (রা) বললেন, তবে কি কারণে আমরা আমাদের দীনের ব্যাপারে হীনতা স্বীকার করব? আমরা কি ফিরে যাব? অথচ আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন ফায়সালা করেননি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে ইবন খাত্তাব! আমি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ আমাকে কখনো হেয় করবেন না। তারপর উমর (রা) আবূ বকর (রা)-এর নিকট গেলেন এবং নবী ﷺ -এর কাছে যা বলেছিলেন, তা তাঁর নিকট বললেন। তখন আবূ বকর (রা) বললেন, তিনি আল্লাহ্‌র রাসূল, আল্লাহ তা'আলা কখনও তাঁকে হেয় করবেন না। তারপর সূরা ফাত্‌হ নাযিল হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা শেষ পর্যন্ত উমর (রা)-কে পাঠ করে শোনান। উমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কি বিজয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ।

٢٩٥٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ اُمِّيْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ قُرَيْشٍ اِذْ عَاهَدُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَمُدَّتَهُمْ مَعَ اَبِيْهَا فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اُمِّيْ قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ اَفَاَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صِلِيْهَا

২৯৫৮ কুতাইবা ইবন সাঈদ (র).....আসমা বিনতে আবূ বকর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মা, যিনি মুশরিক ছিলেন, তাঁর পিতার সাথে আমার নিকট এলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে কুরাইশরা চুক্তি করেছিল তখন আসমা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ বলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার মা আমার নিকট এসেছেন। তিনি ইসলামের প্রতি আগ্রহী নন। আমি কি তাঁর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করব?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে সদাচরণ কর।'

١٩٧٩. بَابُ الْمُصَالَحَةِ عَلٰى ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ اَوْ وَقْتٍ مَعْلُوْمٍ

১৯৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ তিন দিন কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সন্ধি করা

٢٩٥٩ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيْمٍ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ يُوْسُفَ بْنِ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا اَرَادَ اَنْ يَعْتَمِرَ اَرْسَلَ

banglainternet.com

اِلٰى اَهْلِ مَكَّةَ ، يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ فَاشْتَرَطُوْا عَلَيْهِ اَنْ لاَ يُقِيْمَ بِهَا اِلاَّ ثَلاَثَ لَيَالٍ وَلاَ يَدْخُلُهَا اِلاَّ بِجُلُبَّانِ السِّلاَحِ وَلاَ يَدْعُوَ مِنْهُمْ اَحَدًا ، قَالَ : فَاَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَهُمْ عَلِيُّ بْنُ اَبِيْ طَالِبٍ ، فَكَتَبَ هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ، فَقَالُوْا : لَوْ عَلِمْنَا اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَمْ نَمْنَعْكَ وَلَبَايَعْنَاكَ وَلٰكِنِ اكْتُبْ هٰذَا مَا قَاضٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ اَنَا وَاللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَنَا وَاللّٰهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ وَكَانَ لاَ يَكْتُبُ قَالَ فَقَالَ لِعَلِيٍّ اُمْحُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ عَلِيٌّ : وَاللّٰهِ لاَ اَمْحُوْهُ اَبَدًا ، قَالَ فَاَرِنِيْهِ قَالَ فَاَرَاهُ اِيَّاهُ فَمَحَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ، فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَى الاَيَّامُ اَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوْا مُرْ صَاحِبَكَ فَلْيَرْتَحِلْ فَذَكَرَ ذٰلِكَ عَلِيٌّ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ نَعَمْ ، ثُمَّ ارْتَحَلَ

২৯৫৯ আহ্‌মদ ইব্‌ন উসমান ইব্‌ন হাকীম (র).....বারা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ যখন উমরা করার ইচ্ছা করেন, তখন তিনি মক্কায় আসার অনুমতি চেয়ে মক্কায় কাফিরদের নিকট দূত পাঠান। তারা শর্তারোপ করে যে, তিনি সেখানে তিন রাতের অধিক থাকবেন না এবং অস্ত্রকে কোষাবদ্ধ না করে প্রবেশ করবেন না। আর মক্কাবাসীদের কাউকে ইসলামের দাওয়াত দিবে না। বারা (রা) বলেন, এ সকল শর্ত আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) লেখা আরম্ভ করলেন এবং সন্ধিপত্রে লিখলেন, "এটা সে সন্ধিপত্র যার উপর আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মদ ফায়সালা করেছেন।" তখন কাফিররা বলে উঠল, 'আমরা যদি একথা মেনে নিতাম যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল, তবে তো আমরা আপনাকে বাধাই দিতাম না এবং আপনার হাতে বায়আত করে নিতাম। কাজেই এরূপ লিখুন, এটি সেই সন্ধিপত্র যার উপর মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ ফায়সালা করেছেন।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ এবং আল্লাহ্‌র কসম! আমি আল্লাহ্‌র রাসূল। বারা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ লিখতেন না। তাই তিনি আলী (রা)-কে বললেন, রাসূলুল্লাহ (শব্দটি) মুছে ফেল। আলী (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনো তা মুছব না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তবে আমাকে দেখিয়ে দাও। তখন আলী (রা) তাঁকে সে স্থান দেখিয়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিজ হাতে মুছে ফেললেন। এরপর যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং সে দিনগুলো অতিবাহিত হয়ে গেল, তখন তারা আলী (রা)-এর নিকট এসে বলল, তোমার সঙ্গীকে বল, যেন তিনি চলে যান। আলী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তা বললেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে। তারপর তিনি রওয়ানা হলেন।

banglainternet.com

١٩٨٠. بَابُ الْمُوَادَعَةِ مِنْ غَيْرِ وَقْتٍ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ اُقِرُّكُمْ مَا اَقَرَّكُمُ اللّٰهُ بِهِ

১৯৮০. পরিচ্ছেদ ঃ সময় নির্ধারণ না করে সন্ধি করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী ঃ আমি তোমাদের ততদিন সেখানে থাকতে দিব, যতদিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের রাখেন

١٩٨١. بَابُ طَرْحِ جِيَفِ الْمُشْرِكِيْنَ فِى الْبِئْرِ وَلاَ يُؤْخَذُ لَهُمْ ثَمَنٌ

১৯৮১. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিকদের লাশ কূপে নিক্ষেপ করা এবং তাদের বিনিময়ে মূল্য গ্রহণ না করা

٢٩٦٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ اَبِىْ اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِذَا جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ اَبِىْ مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُوْرٍ فَقَذَفَهُ عَلٰى ظَهْرِ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتّٰى جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَاَخَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ ، وَدَعَتْ عَلٰى مَنْ صَنَعَ ذٰلِكَ ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلاَ مِنْ قُرَيْشٍ اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ اَبَا جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيْعَةَ وَعُقْبَةَ بْنَ اَبِىْ مُعَيْطٍ وَاُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ اَوْ اُبَىَّ بْنَ خَلَفٍ فَلَقَدْ رَاَيْتُهُمْ قُتِلُوْا يَوْمَ بَدْرٍ فَاُلْقُوْا فِىْ بِئْرٍ غَيْرَ اُمَيَّةَ اَوْ اُبَىٍّ فَاِنَّهُ كَانَ رَجُلاً ضَخْمًا ، فَلَمَّا جَرَّرُوْهُ تَقَطَّعَتْ اَوْصَالُهُ قَبْلَ اَنْ يُلْقٰى فِى الْبِئْرِ

২৯৬০ আবদুল্লাহ ইবন উসমান (র)..... আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (কাবা শরীফে) সিজ্দারত ছিলেন, তাঁর আশে-পাশে কুরাইশ মুশরিকদের কিছু লোক ছিল। এ সময় উকবা ইব্ন আবূ মুআইত উটনীর গর্ভ থলে এনে নবী ﷺ -এর পিঠে ফেলে দেয়। ফলে তিনি তাঁর মাথা উঠালেন না। অবশেষে ফাতিমা (রা) এসে তাঁর পিঠ থেকে তা অপসারণ করেন আর যে ব্যক্তি একাজ করেছে তার বিরুদ্ধে বদদুআ করেন। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ইয়া আল্লাহ! কুরাইশদের এ দলের বিচার আপনার উপর ন্যস্ত। ইয়া আল্লাহ! আপনি শাস্তি দিন আবু জাহ্ল ইব্ন হিশাম, উত্বা ইব্ন রাবীআ, শায়বা ইব্ন রাবীআ, উকবা ইব্ন আবূ মুআইত ও উমাইয়া ইব্ন খালফ (অথবা রাবী বলেছেন), উবাই ইব্ন খালফকে। (ইব্ন মাসউদ (রা) বলেন), আমি দেখেছি, তারা সবাই বদর যুদ্ধে নিহত হয়। তাদের সকলকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়, উমাইয়া অথবা উবাই ব্যতীত। কেননা, সে ছিল স্থূলদেহী। যখন তার লাশ টেনে নেওয়া হচ্ছিল, তখন কূপে ফেলার আগেই তার জোড়াগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

banglainternet.com

١٩٨٢. بَابُ اِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

১৯৮২. পরিচ্ছেদ ঃ নেক বা বদ যে কোন লোকের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর পাপ

٢٩٦١ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ اَحَدُهُمَا يُنْصَبُ وَقَالَ الْاٰخَرُ يُرٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهٖ

২৯৬১ আবুল ওয়ালীদ (র)..... আবদুল্লাহ (ইব্ন মাসউদ) ও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য কিয়ামতের দিন একটি পতাকা হবে। (আবদুল্লাহ ও আনাস (রা)-এর মধ্যে) একজন বলেছেন, পতাকাটি স্থাপিত হবে অপরজন বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রদর্শিত হবে এবং তা দিয়ে তাকে চেনানো হবে।

٢٩٦٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ : لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ لِغَدْرَتِهٖ

২৯৬২ সুলাইমান ইব্ন হারব (র)..... ইব্ন উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, (কিয়ামতের দিন) অঙ্গীকার ভঙ্গের নিদর্শন স্বরূপ প্রত্যেক অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর জন্য (কিয়ামতের দিন) একটি পতাকা স্থাপন করা হবে।

٢٩٦٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لاَ هِجْرَةَ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ، وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ اِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللّٰهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَاِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لِاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلَمْ يَحِلَّ لِىْ اِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللّٰهِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ اِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلاَ يُخْتَلٰى خَلاَهُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَاِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوْتِهِمْ قَالَ : اِلاَّ الْاِذْخِرَ

banglainternet.com

২৯৬৩ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র).....ইব্‌ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের দিন বললেন, (মক্কা থেকে এখন আর) হিজরত নেই, কিন্তু জিহাদ ও নিয়্যাত রয়েছে আর যখন তোমাদের জিহাদে যাওয়ার জন্য ডাক দেওয়া হয় তখন তোমরা বেরিয়ে পড়বে আর তিনি মক্কা বিজয়ের দিন এও বলেন, এ নগরীকে আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে সম্মানিত করেছেন। কাজেই তা আল্লাহ প্রদত্ত সম্মানের দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত সম্মানিত থাকবে। আমার আগে এখানে যুদ্ধ করা কারও জন্য হালাল ছিল না আর আমার জন্যও তা দিনের মাত্র কিছু সময়ের জন্যই হালাল করা হয়েছিল। অতএব আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত সম্মানের দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত তা সম্মানিত থাকবে। এখানকার কাঁটা কর্তন করা যাবে না; শিকারকে উত্যক্ত করা যাবে না আর পথে পড়ে থাকা বস্তু কেউ উঠাবে না। তবে সে ব্যক্তি উঠাতে পারবে, যে তা ঘোষণা করবে। এখানকার ঘাস কাটা যাবে না।' তখন আব্বাস (রা) বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ ইযখির ব্যতীত। কেননা, তা কর্মকারের ও ঘরের কাজে লাগে।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ইযখির ব্যতীত।'

banglainternet.com

for more ebook click @ banglainternet.com